NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮৩ তম প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য

ওপার বাংলায় এপারের ৫০ জনের বেশি লরিচালক-খালাসি আটকে ৫

কলকাতা ৭ অগস্ট ২০২৪ ২২ শ্রাবণ ১৪৩১ বুধবার অষ্টাদশ বর্ষ ৫৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 7.8.2024, Vol.18, Issue No. 59 8 Pages, Price 3.00

হিংসার আগুনে জ্বলছে বাংলাদেশ

চলছে তালিবানি সন্ত্রাস ● একদিনে খুন প্রায় ২০০
সেতু থেকে ঝুলছে মৃতদেহ ● হোটেলে পুড়িয়ে খুন

ঢাকা, ৬ অগস্ট: হিংসার আগুনে জ্বলছে বাংলাদেশ। সেনাপ্রধানের আশ্বাসের পরেও জ্বলছে বাংলাদেশ। লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। যশোরে আওয়ামী লীগ নেতার হোটেলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। জীবন্ত দগ্ধ হয়ে একাধিক বিদেশি-সহ ২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। চলে একের পর এক থানায় আগুন, ভাঙচুর। সেনাপ্রধানের আশ্বাসের পরেও একদিনে খুন হয়েছে প্রায় ২০০। চলছে হামলা-আগুন-লুঠতরাজ। জেল ভেঙে মুক্ত করা হয়েছে জঙ্গিদের।

দেশত্যাগী শেখ হাসিনা, সেনার শাসনেও বাংলাদেশ জুড়ে নৈরাজ্য। কোথাও সেতু থেকে ঝুলছে মৃতদেহ, কোথাও হোটেলেই পুড়িয়ে খুন। সেনাপ্রধানের আশ্বাসই সার, বাংলাদেশ জুড়ে শুধুই মৃত্যুমিছিল। অশান্ত বাংলাদেশের সাতক্ষীরা, অন্তত ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে সেখানে। কুমিল্লায় আওয়ামী লীগের কাউন্সিলরের বাড়ি থেকে ৬ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে।

কুমিল্লায় আওয়ামী লীগের নেতার বাড়িতে হামলা চালানো হয় মঙ্গলবার, রেহাই পায়নি বাড়ির নাবালকও! কুমিল্লার তিতাস থানায় ২ পুলিশকর্মীকে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে। ভারতে আসার আগে ঢাকা বিমানবন্দরে বাংলাদেশের প্রাক্তন মন্ত্রীকে আটক করা হয়েছে। এদিকে, এদিন ফের ঢাকায় আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে ফের হামলা চালানো হয়েছে। ঢাকায় ইন্দিরা গান্ধি কালচারাল সেন্টারে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। কালচারাল সেন্টারটি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় আওয়ামী লীগের প্রধান কার্যালয়ে দেদার লুটপাট চলছে। সোমবার শেখ হাসিনার সরকার পড়ে যাওয়ার পর ওই দপ্তরে এক বার আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মঙ্গলবার নতুন করে আবার সেখানে আগুন লাগিয়ে দেয় উত্তেজিত জনতা। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম প্রথম আলো জানিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুর থেকে আওয়ামী লীগের দপ্তরে লুটপাট শুরু হয়েছে। যে যা পাচ্ছেন, নিয়ে চলে যাচ্ছেন। বাধা দেওয়ার কেউ নেই।

এদিকে, মঙ্গলবার বাংলাদেশে আফগানিস্তানের তালিবানি সন্ত্রাসের হাড়হিম করা ছবি ধরা পড়েছে। খুন করে প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে একের পর এক দেহ। শিউরে ওঠা ছবি ভাইরাল হয়েছে।

ভিসা বাতিল করল আমেরিকা

দেশছাড়া বাংলাদেশের সদ্যপ্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর ভিসা বাতিল করল আমেরিকা। আপাতত ভারতেই রয়েছেন দেশত্যাগী হাসিনা। প্রাণহানির আশঙ্কা আগেই করেছিলেন শেখ হাসিনা, খবর সূত্রের। ৩১ জুলাই ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশনারের সঙ্গে দেখা করেন শেখ হাসিনা, খবর সূত্রের।

বঙ্গভবনে বৈঠক

অন্তর্বর্তী সরকারের রূপরেখা নিয়ে বঙ্গভবনে বৈঠক বসে। রাষ্ট্রপতি এবং তিন বাহিনীর প্রধানের সঙ্গে বৈঠকে 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন'-এর ১৩ জন সদস্যের একটি দল বৈঠক করেছে বলে খবর।

বহিষ্কারের হুঁশিয়ারি বিএনপির

বাংলাদেশে ভাঙচুর, লুটতরাজ চলছে। এই আবহে কর্মীদের হুঁশিয়ারি দিলেন বিএনপি শীর্ষ নেতৃত্ব। দলের তরফে জানানো হয়েছে, কোনও নেতা-কর্মী ভাঙচুর, লুটে জড়িত থাকলে বহিষ্কার করা হবে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের উদ্বেগ

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর হামলা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করল ইউরোপীয় ইউনিয়ন। দেশে সংখ্যালঘুদের রক্ষায় পড়ুয়ারা যে ভাবে এগিয়ে এসেছেন, তার প্রশংসাও করেছে তারা।

দুই নেতাকে আটক

ঢাকা বিমানবন্দরে আটকানো হল ছাত্রলীগের দুই নেতাকে। আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন হল ছাত্র লীগ। তাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান সৈকত এবং ঢাকা উত্তরের সভাপতি রিয়াজ মাহমুদকে বিদেশ যেতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। বাংলাদেশের সদ্য প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঢাকা বিমানবন্দরেই হাসান মাহমুদ গ্রেপ্তার।

বাংলাদেশে 'অভ্যুত্থানে'র নেপথ্যে চিন-আইএসআই!

দাবি গোয়েন্দা রিপোর্টে

নয়াদিল্লি, ৬ অগস্ট: কোটা বাতিলের দাবিতে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, হঠাৎ তা মোড় ঘুরে পতন ঘটাল বাংলাদেশ সরকারের। শেখ হাসিনাকে বাধ্য করা হল দেশ ছাড়তে। তবে এই ঘটনাকে নিছক ছাত্র আন্দোলন হিসেবে মানতে নারাজ কূটনৈতিক মহল। গোয়েন্দা সূত্রেও জানা যাচ্ছে, পদ্মাপাড়ের দেশে যে নিখুঁত ষড়যন্ত্রের জাল রচিত হয়েছিল তার পিছনে মূল মাথা চিন ও পাকিস্তানের আইএসআই। উদ্দেশ্য, বাংলাদেশে ভারত বিরোধী সরকার গড়া।

বাংলাদেশজুড়ে যে ব্যাপক হিংসাত্মক কার্যকলাপ চলছে তার নেপথ্যে রয়েছে জামাতের ছাত্র সংগঠন ইসলামি ছাত্র শিবির। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির মতে, যে কোনও মূল্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকারকে হঠাতে চেয়েছিল পাকিস্তান। ভারতকে বিপাকে ফেলতে বেজিংয়ের সঙ্গে হাত মেলায় ইসলামাবাদ। চলতি বছরের শুরুতেই ব্যাপক আর্থিক সাহায্য পেয়েছিল আইএসআই সমর্থিত জামাত-ই-ইসলামি। এই টাকার একটি বড় অংশ এসেছিল পাকিস্তানে পরিচালিত চিনা সংস্থাগুলির থেকে বা সরাসরি বেজিং থেকে।

গোয়েন্দা রিপোর্টে দাবি করা হচ্ছে, বাংলাদেশের ইসলামি ছাত্র সংগঠন আইএসআই সমর্থিত হরকাত-উল-জিহাদ-আল-ইসলামি (হুজি), ও পাকিস্তানের আরও এক সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাংলাদেশে ভারত বিদ্বেষ ও অশান্তি ছড়ানোর কাজ চালিয়ে গিয়েছে। এই কাজে ছিল চিনের প্রত্যক্ষ মদত। শুধু তাই নয়, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে এই ইসলামি ছাত্র সংগঠনের সদস্যদের প্রশিক্ষণও হয়েছে। তার প্রমাণও রয়েছে গোয়েন্দাদের হাতে। জামাত ও ইসলামি ছাত্র সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে তালিবানের মতো কোনও সরকার গঠন করা। বাংলাদেশের কট্টরপন্থী সংগঠনকে এই কাজে পূর্ণ মদত দেয় পাকিস্তান। আন্দোলনের শুরু থেকেই ইসলামি ছাত্র সংগঠন 'গণতন্ত্র' ও 'মানবাধিকার রক্ষা'র দোহাই দিয়ে আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির সহানুভূতি কুড়িয়ে নেয়। এর পর ধাপে ধাপে চলতে থাকে বাকি কাজ। হাসিনা সরকারের পতনে 'স্বাধীনতা' বলে যে দাবি বাংলাদেশে করা হচ্ছে, মাত্র কয়েক ঘণ্টাতেই তার ছবিটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। সোমবার সন্ধ্যার পর বাংলাদেশের নানা প্রান্ত থেকে সংখ্যালঘুদের উপর হামলার খবর আসছে।

চিনের সঙ্গে বরাবরই সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন শেখ হাসিনা। চিনের বিনিয়োগেই তৈরি হয় পদ্মা সেতু। বাংলাদেশে পরিকাঠামো নির্মাণে একাধিক প্রকল্পে কাজ করছে চিনা সংস্থাগুলি। কিন্তু কূটনীতির নিয়ম মেনে প্রতিবেশী তথা বন্ধু ভারতকেই বরাবর অগ্রাধিকার দিয়েছেন মুজিবকন্যা। বেজিংয়ের চাপ থাকলেও ভারত বিরোধী শক্তিগুলিকে প্রশ্রয় দেননি তিনি। মনে করা হচ্ছে, তাই চিনা-রোষে পড়েছে আওয়ামি সরকার। বেজিং চাইছে, ঢাকায় ভারত বিরোধী পুতুল সরকার বসিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করতে। সেই লক্ষ্যে জামাতকে হাতিয়ার করে মাঠে নামে দুই দেশ। বাংলাদেশ সংলগ্ন ভারতে জিহাদি প্রচার-সহ ভারত বিরোধী কার্যকলাপের জেরে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির নজরদারিতে ছিল ইসলামি ছাত্র সংগঠন। তখনই প্রকাশ্যে আসে যে প্রতিবেশী দেশে বড়সড় ষড়যন্ত্রের জাল রচিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করলেন বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর

এখনই ফিরিয়ে আনা হচ্ছে না ১৯ হাজার ভারতীয়কে

নয়াদিল্লি, ৬ অগস্ট: সোমবার রাতে শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। এরপরই দফায় দফায় বৈঠক শুরু হয় নয়াদিল্লিতে। মঙ্গলবার সকালেও সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের অবস্থান কী, কী ভাবছে ভারত, সেই বিষয়েই সংসদে বিবৃতি দিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। বিদেশমন্ত্রী বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ভাল। সব সরকারের আমলেই সেই সম্পর্ক অটুট থেকেছে। তিনি উল্লেখ করেন, ২০২৪-এ বাংলাদেশে যে নির্বাচন হয়, সেই সময় থেকেই একটা অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে বেড়েছে মেরুকরণ।' জয়শঙ্কর উল্লেখ করেন, গত জুন মাসে শুরু হয় ছাত্র আন্দোলন। ক্রমশ হিংসাত্মক ঘটনা বাড়তে থাকে। সরকারি সম্পত্তিতে হামলা চলে, বাস ও রেল পরিষেবার ক্ষেত্রেও ব্যাপক প্রভাব পড়ে। জুলাই জুড়েও চলে সেই সংঘর্ষ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, 'আমরা বারবার চেয়েছি কথাবার্তার মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসুক।'

সুপ্রিম কোর্ট রায় ঘোষণা করার পরও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসেনি বলে সংসদে উল্লেখ করেন বিদেশমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আন্দোলনকারীরা বারবার একটাই দাবি করতে থাকেন, শেখ হাসিনাকে পদত্যাগ করতে হবে। ৪ অগস্ট থেকে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়। ৫ অগস্ট কার্ফু থাকা সত্ত্বেও ঢাকায় চলে আন্দোলন। এরপরই হাসিনা পদত্যাগ করেন। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ভারতে চলে আসেন। সোমবার সন্ধ্যায় দিল্লিতে এসেছেন তিনি।' বাংলাদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের সঙ্গে যে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে, তা নিশ্চিত করেছেন বিদেশমন্ত্রী। কূটনৈতিক স্তরে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে ভারতীয়দের সঙ্গে।

এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু তথা হিন্দুদের ওপর যে আক্রমণ চলছে, সে কথা জানালেন খোদ বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। মঙ্গলবার সংসদে বাংলাদেশ সম্পর্কে বিবৃতি দেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। সেখানেই সংখ্যালঘুদের আক্রান্ত হওয়ার কথা উল্লেখ করেন তিনি। বাংলাদেশে কার্ফু জারি থাকা সত্ত্বেও সোমবার কীভাবে রাজধানী ঢাকায় ভাঙচুর চলেছে, সে কথা এদিন সংসদে বলেন জয়শঙ্কর। তিনি বলেন, 'গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা হচ্ছে। তাদের ব্যবসায় আক্রমণ করা হচ্ছে, মন্দিরও আক্রান্ত। সে দিকে আমরা নজর রাখছি।' জয়শঙ্কর বলেন, 'সংখ্যালঘুদের পরিস্থিতির ওপরেও নজর রাখা হচ্ছে। তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে। বাংলাদেশে বেশ কিছু সংগঠন তাদের নিরাপত্তা দিচ্ছে, তাদের আমরা স্বাগত জানাই। তবে বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন।' বর্তমানে বাংলাদেশে যে সব ভারতীয় বসবাস করছেন, তাঁদের সঙ্গে কূটনৈতিক স্তরের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী। তিন জানিয়েছেন, বর্তমানে ১৯০০০ ভারতীয় আছে বাংলাদেশে, তাদের মধ্যে রয়েছে ৯০০০ পড়ুয়া। অনেকেই জুলাই মাসে ফিরে এসেছেন ভারতে।

'হাসিনাকে ভাবতে সময় দিচ্ছে ভারত'

নয়াদিল্লি, ৬ অগস্ট: দিল্লিতে রয়েছেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁকে আপাতত কিছু দিন সময় দিয়েছে ভারত। দিল্লির সর্বদল বৈঠকে এমনটাই জানিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। মঙ্গলবার বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে সব দলের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন তিনি। বৈঠকে ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ, সংসদ বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজেজুরাও। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, ওই বৈঠকে জয়শঙ্কর জানিয়েছেন, হাসিনা এখন মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত। তাই তাঁকে ধাতস্থ হতে সময় দিয়েছে ভারত। এ ছাড়া, বাংলাদেশে প্রবাসী ভারতীয় নাগরিকদের পরিস্থিতি নিয়েও ওই বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। কেন্দ্র জানিয়েছে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে নয়াদিল্লি। পরিস্থিতি কোন দিকে গড়ায়, তা দেখা হচ্ছে। হাসিনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী, তা তিনি ভারত সরকারকে জানাবেন। সেই ভাবনাচিন্তার জন্য সময় নিচ্ছেন। হাসিনার পরিকল্পনা জানার পর পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে নয়াদিল্লি।

সীমান্তের নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা

নয়াদিল্লি, ৬ অগস্ট: বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সূত্রের খবর, হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে ভারতীয় নাগরিকদের অবস্থা এবং ভারতে বাংলাদেশ সংলগ্ন সীমান্তের পরিস্থিতি নিয়ে ওই বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সীমান্তে সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

অমিত শাহের সঙ্গে 'রুদ্ধদ্বার কথা' শুভেন্দুর

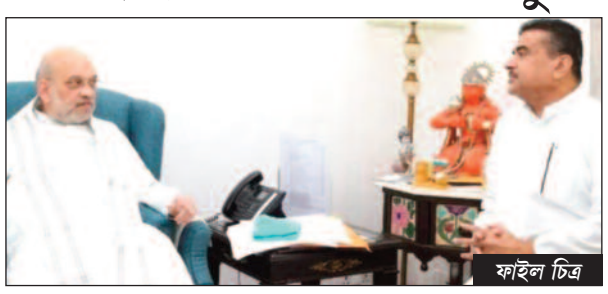

ফাইল চিত্র

নয়াদিল্লি, ৬ অগস্ট: অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ। এই পরিস্থিতির মধ্যে মঙ্গলবার সকালেই দিল্লি উড়ে গিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কেন তিনি দিল্লি গিয়েছেন প্রথমে বিষয়টি খোলসা না হলেও পরে জানা যায়, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডার সঙ্গে দেখা করেছেন তিনি। এ দিন, উভয়ের সঙ্গে দেখা করার পর বিজেপি বিধায়ক জানান, 'মাননীয় রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষর সঙ্গে নির্বাচনের পর দেখা হয়নি। ফোনে কথা হয়েছিল। উনি আমাকে কিছু কাজ দিয়েছিলেন। সেটা নিয়ে কথা হয়েছে। অমিত শাহর সঙ্গে ফোন করে সময় চেয়েছিলাম। প্রায় চল্লিশ মিনিট কথা হয়েছে। দুটি বিষয় তাঁকে জানিয়েছি।' বিধানসভার বিরোধী দলনেতা বলেন, 'অমিত শাহ যেহেতু সিকিউরিটি কাউন্সিলের সদস্য, আমি তাঁর কাছে অনুরোধ করেছি যাতে বাংলাদেশের হিন্দু এবং হিন্দু মন্দিরের যেন আর কোনও ক্ষতি না হয়, সেটা দেখতে। আমি অনেক উদ্বেগ নিয়ে এসেছিলাম। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাকে আশ্বস্ত করেছেন, প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়টি দেখছেন।' চিন্তিত শুভেন্দু উদ্বেগ প্রকাশ করে এও বলেছেন, 'আমার মা নিজে বরিশাল থেকে এক কাপড়ে চলে এসেছিলেন। যন্ত্রনাটা আমার ভিতরে রয়েছে। তাই উদ্বেগটা ছিল। উদ্বেগটা নিরসনের জন্য এসেছিলাম। সেটা নিরসন হয়েছে।' বস্তুত, গতকাল বাংলাদেশের অস্থিরতা তৈরির আগেই বিধানসভার বাইরে দাঁড়িয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, 'এক কোটি শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে আসবে। আপনারা তৈরি থাকুন। আমি তো তৈরি আছি। মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালকে বলব, কেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলুন।' এদিন আবারও সেই ইস্যুতে সোজা দিল্লি উড়ে যান বিরোধী দলনেতা।

মুক্ত খালেদা জিয়া, সংসদ ভাঙলেন প্রেসিডেন্ট

ঢাকা, ৬ অগস্ট: জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের সঙ্গে বৈঠকের পরই সোমবার রাষ্ট্রপতি মহম্মদ শাহাবুদ্দিন ঘোষণা অনুসারে মঙ্গলবার নির্দেশিকা জারি করে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়াকে স্থায়ী ভাবে মুক্তি দেওয়া হল। পাশাপাশি, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারীদের বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যেই সংসদও ভেঙে দিলেন তিনি।

হাসিনাকেই দুষছেন লীগের নেতারা

ঢাকা, ৬ অগস্ট: একসঙ্গে দেশ শাসন করেছেন। নেত্রীর নির্দেশ পালন করেছেন। অথচ সেই নেত্রীই দুঃসময়ে তাঁদের ছেড়ে পালালেন। দলের সহকর্মীদের বিপদে ফেলে কেবল আত্মীয়দের সঙ্গে নিয়ে ছাড়লেন দেশ। জানলে হয়তো নিজেদেরও নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা সুযোগ পেতেন তাঁরা! ক্ষোভে ফুঁসছেন আওয়ামী লীগের নেতা মন্ত্রীরা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

২/৮/২৪ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে Aulad Ali Shaikh S/O. Ajit Shaikh ও Aolad Ali Sekh S/O. Ajit Sekh সকলে একই ব্যক্তি হইল।

নাম-পদবী

২৩/৪/২৪ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট রানাঘাট কোর্টে এফিডেভিটে আমার পিতা মান্নান ধাবক ও আব্দুর মান্নান ধাবক উভয়ে একই ব্যক্তি পুত্র আব্দুল রহিম ধাবক।

নাম-পদবী

২৯/৭/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে কৃষ্ণ চন্দ্র বিশ্বাস ও কৃষ্ণ বিশ্বাস উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

E-TENDER

E- tender invited (corrigendum) by the Prodhan, Natidanga- II Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Thanarpara, Nadia. **NIET NO. 05/ Nati- II/15th CFC/2024-25,** Last date of submission **09.08.2024** it is extended **16.08.2024 up to 5 p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan,
Natidanga- II Gram
Panchayat.**

নাম-পদবী

বিজ্ঞপ্তি

আমি Samim Sekh, S/O. Achheruddin Sekh, R/O. Vill+ P.O.- Dhanan Joypur, P.S.- Nakashipara Dist- Nadia, Pin- 741126 আমার মাধ্যমিক শিক্ষাগত শংসাপত্রে আমার নাম Samim Sekh এর পরিবর্তে Samim Khan পিতা- Achheruddin Sekh এর পরিবর্তে Achheruddin Khan হয়ে যায় 24/07/2024 Ld. Judical Magistrate 1st Class Krishnagar কোর্টের Affidavit বলে আমি Samim Sekh পিতা-Achheruddin Sekh নামে সর্বত্র পরিচিত হলাম। Samim Khan ও Samim Sekh পিতা Achheruddin Khan ও Achheruddin Sekh এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

E-TENDER

E- tenders are invited by the Prodhan, Narayanpur -I Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Amiyo Narayanpur, Nadia. **NIET NO- 03/15th FC/2024-25,** Last date of submission **17.08.24 up to 9.30 Hours.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in.**

**Sd/- Prodhan,
Narayanpur- I Gram
Panchayat.**

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৭ ই আগস্ট। বুধ বার, ২২ শে শ্রাবণ। তৃতীয়া তিথি। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টত্তরি মঙ্গল র বিংশত্তরি শুক্র র মহা দশা। মৃতে দোষ নেই ।

মেষ রাশি : বান্ধবের ছদ্মবেশে শত্রু সাবধান। বিদ্যার্থীদের শিক্ষকের জন্য কিছু গোলযোগ সৃষ্টি হবে। দুই সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ সন্তানের জন্য গৃহ বিবাদ। পারিবারিক পরিবেশে অশান্তির বাতাবরণ। সাইকেল বা মোটরসাইকেল কেনার জন্য মানসিক দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। আজ ১০৮ বিশ্বপত্র শ্বেত চন্দন দ্বারা শিবলিঙ্গের ওপর সমর্পণ করুন, শুভ ফল প্রদান।

বৃষ রাশি : নতুন কোন উৎসাহ বাঞ্জক সংবাদ আনন্দবৃদ্ধি করবে । যারা কর্মের সুজয়া উদ্যো জন্য লড়াই করছেন, প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য লড়াই করছেন, তারা একজন প্রতিবেশী, দুজন বান্ধব এবং এক নারীর দ্বারা বহু সহযোগিতা লাভ করবেন। ছোট ভ্রমণ হতে পারে। কপূর দ্বারা সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে আরতি করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : যারা সংকল্প নিয়ে কাজ করছেন আজ তাদের অতীব শুভ দিন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা বিশেষ সম্মান। ইনস্টাগ্রামে যারা নিয়মিত সচেতন ভাবে পোস্ট করেন, যাদের পোস্টে একটা মেসেজ থাকে তারা সম্মান পাবেন। স্কুল কলেজ, বিদ্যার্থীদের জন্য যে সংগঠন সেখানে যারা কাজ করেন তারা সম্মানিত হবেন, শিব নাম করুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। যে নতুন গৃহ সরঞ্জাম কিনতে চলেছেন, মনস্থির করেছেন তা কেনাকাটায় আনন্দ উপভোগ করবেন। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি হবে ভ্রমণ নিশ্চিত। তবে জলগ্রহণ থেকে সতর্ক থাকা শুভ। ভগবান গনেশজি চরণে হলুদ রঙের পুষ্প নিবেদন করুন মনষ্কামনা পূরণ হবে।

সিংহ রাশি : কৃষি জমি , বাস্তজমি, দোকান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নিয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। এক ছলনাময়ী নারীর দ্বারা অসহযোগিতায় কাজ আটকে যাবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। দুশ্চিন্তা কোন সন্তানের কারণে। গৃহে বিবাদ কলহ। এক প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা দুশ্চিন্তা। যাকে কথা দিয়েছিলেন কাজটা করার জন্য, না করার জন্য হয়তো অপমান সূচক কোন কথা শুনতে হতে পারে। আজ ভগবান গনেশজির চরণে ১০৮ দুর্বা নিবেদন করুন।

কন্যা রাশি : যারা কর্মের চেষ্টা করছেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। যারা বিভিন্ন ইন্টারভিউ সাক্ষাৎকারের সুযোগ লাভের আশা করছিলেন, আজ তাদের সুখবর আসবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভালো কিছু পোস্ট করে সমাজকে সচেতনতার বার্তা দেন, তাদের জন্য সম্মান প্রাপ্তির দিন ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা শুভ।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পরিবারে কোন বান্ধব দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি।যিনি চিকিৎসকের দ্বারস্থ ছিলেন, তিনি আজ বাড়ি ফিরবেন। গৃহবধূদের শুভ দিন। প্রেমিক যুগল প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি এবং বিবাহের কথা পাকা হওয়ার লি সম্ভাবনা প্রবল। যে সন্তানের কারণে মানসিক দুশ্চিন্তা ছিল, আজ শান্তির বাতাবরণ। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : যা ভাবছেন তাই হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল ধৈর্য ধরে আজ কথা বললে, অন্যের কথা বেশি প্রাধান্য দিলে, সমাজে সুনাম বৃদ্ধি হবে। কর্মস্থানে প্রবীণ মানুষের দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান হবে। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা নিশ্চিত ব্যবসা-বাণিজ্য শুভ। যোগাযোগ বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সময়। মহামায়া দেবী মাতা দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প নিবেদন করুন সর্ব শুভ।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি চলুন। ছদ্মবেশী শত্রু আপনার পাশেই আছে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে যে কথাটা দিয়েছিলেন, তা না রাখার জন্য আজ কিছু রূঢ় বাক্য শুনতে হবে। ধৈর্য ধরে কথাটি শুনলে আগামী অতীব শুভ। হলুদ রঙের মিষ্টি বিতরণ করুন শুভ হবে। পারিবারিক অশান্তির বাতাবরণ। ছদ্মবেশী মানুষ তাকে চিহ্নিত করুন।

মকর রাশি : আধ্যাত্মিক ভাবে জীবনের এক নতুন পথে চলতে শুরু করবেন। সন্ন্যাসী, গুরু বা কোন আধ্যাত্মিক মানুষের সংস্পর্শ লাভ। বাড়িতে দেবতার পুজো কীর্তন দিয়ে অনুষ্ঠান। প্রতিবেশীদের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা লাভ। সাধারণ মানুষকে বস্ত্র বিতরণ করুন। সকালবেলায় কাক পক্ষীদের জন্য জল এবং খাবারের ব্যবস্থা করুন শুভ ফল পাবেন। দেবী মহালক্ষীর পুজো করুন শুভ ফল পাবেন।

কুম্ভ রাশি : আজকে সচেতন হতে হবে। কথার খেলাপ হয়ে যাওয়ার জন্য একটু পিছিয়ে পড়বেন। অতি নিদ্রা অতি বিশ্রাম, অতি ভোজন, শুভ নয়। যারা কর্মের জন্য চেষ্টা করছেন, 'তাদের কাছে আজ ধৈর্যের পরীক্ষা। প্রেমিক যুগল বিবাহের ব্যাপারে কথা নিয়ে কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। সন্তানের বিদ্যালয় কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকার আচরণে দুঃখ পেতে পারেন। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি হবে সারা বাড়িতে কপূর আরতি করুন শুভ হবে।

মীন রাশি : অতীব শুভ অর্থ প্রাপ্তি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। শুভ গৃহ পরিবেশের শান্তির বাতাবরণ। যারা রাজনীতি করেন তাদের জন্য অতীব শুভ দিন। দেবী দুর্গা মায়ের চরণে লাল ফুল নিবেদন করুন শুভ হবে।

(আজ কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম -পদবী

গত 06/08/24 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 5342 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk. Giyasuddin ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk Abdul Rouf ও A. Rouf সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম -পদবী

গত 06/08/24 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 5413 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Asgar Ali (old name) S/o. Kobed Ali Molla R/o. Champadanga, Tarakeswar, Hooghly, 712401, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Asgar Ali Molla (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sk Asgar Ali & Asgar Ali Molla S/o. Kobed Ali Molla উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Miraj Ali Molla.

নাম -পদবী

গত 06/08/24 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 5412 নং এফিডেভিট বলে আমি Nurjahan Begum (old name) W/o. Asgar Ali Molla R/o. Champadanga, Tarakeswar, Hooghly, 712401, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Nurjahan Bibi (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Nurjahan Begum & Nurjahan Bibi W/o. Asgar Ali Molla উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Miraj Ali Molla.

নাম -পদবী

গত 30/07/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 10187 নং এফিডেভিট বলে Asoke Paul S/o. Ramsankar Paul ও Asoke Kr. Paul S/o. S. Ch. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 06/08/24 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 514 নং এফিডেভিট বলে Chanchal Sinha Roy S/o. Basudeb Sinha Roy ও Chanchal Sinharay S/o. B. Singharay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 26/07/24 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 5070 নং এফিডেভিট বলে আমি Shankar Prasad Yadav S/o. Shreeram Yadav ও Sankar Prasad Yadav S/o. Shreeram Yadav R/o. Netaji Park 2, Bandel, Chinsurah, Hooghly- 712123 সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Aneek Yadav.

NOTICE

I, UMA SAMANTA W/O Ajoy Kumar Samanta residing at Vill. + P.O. - Burul, P.S. - Nodakhali, Dist - 24 Parganas (South), PIN - 743318 do hereby declare vide affidavit no. 47990 filed in the court of the 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, Kolkata dated 30.07.2024 that my original and correct name is UMA SAMANTA and it is recorded in my Aadhar, PAN and Voter cards. I came to know from my parents that I was born on 06/01/1956 at my parental home.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

**In the Court of the District Judge, Paschim Midnapore
J. Misc Case No - 53/2023**

নাবালক শ্রী শুভ শাসমল পক্ষে স্বাভাবিক রক্ষক গার্জেন পিতা শ্রী অশোক কুমার শাসমল, পিতা- ৺ক্ষিতীশ চন্দ্র শাসমল, সাং-উত্তর নিমকী মোহাড়, থানা-সবং, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর। .... দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, অত্র নাবালক দরখাস্তকারী পক্ষে তাহার স্বাভাবিক রক্ষক গার্জেন পিতা **শ্রী অশোক কুমার শাসমল** নাবালক **শ্রী শুভ শাসমল** এর স্বত্ত্বীয় দখলি নিম্নের তপশীলে বর্নিত সম্পত্তিসমূহ উক্ত নাবালকের গার্জেন স্বরূপে বিক্রয় করিবার অনুমতি প্রার্থনায় অত্র জে,মিশ নং- ৫৩/২০২৩ নং মোকর্দ্দমা অত্র আদালতে উত্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিন মধ্যে অত্র আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। নতুবা আইনানুগ কার্য্য করা যাইবে।

তপশীল

জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা ও সাবরেজেষ্ট্রী অফিস- সবং, মৌজা-নিমকী মোহাড়, জে,এল, নং-৩৯৮, হাল খতিয়ান নং-২৯৪২,

২৭৭ দাগে জল ২৪ ডেঃ মধ্যে ১২ ডেঃ মধ্যে - ০৬ ডেঃ, **১৫৬০ দাগে** জল ০৮ ডেঃ মধ্যে ০৪ ডেঃ মধ্যে - ০২ ডেঃ, **১৫৬১ দাগে** জল ০৭ ডেঃ মধ্যে ৩.৫ ডেঃ মধ্যে - ০১ ডেঃ, **১৫৬৩ দাগে** জল ১২ ডেঃ মধ্যে ০৬ ডেঃ মধ্যে - ০৩ ডেঃ **মোট -১২ ডেঃ**

আদেশানুসারে;
বিভাস মন্ডল
তারিখ: ১৯.৩.২৪ **সেরেস্তাদার,**
পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা জজ আদালত

বিজ্ঞপ্তি

**In the Court of the District Judge at Midnapore
Ref - OS. Case No.24/18**

বিশ্বনাথ মালাকার ...দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, দরখাস্তকারী বিশ্বনাথ মালাকার সাং ও পোঃ- তালবাগিচা, থানা- খড়গপুর লোকাল, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, তাঁহার মাতা- কিরন বালা মালাকার কৃত উইলের প্রবেট লইবার জন্য OS. Case - 24/18 মোকর্দ্দমা রুজু করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে লিখিত আপত্তি দাখিল করিতে হইবে, অন্যথায় আইন আমলে আসিবে।

তফসিল

জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- খড়গপুর লোকাল, মৌজা- আঁধারকুলি, জে.এল নং- ১৪৬, খং নং-২, দাগ নং - ৪৩১ (পি. এল. ও পি নং-৭০৩, বাস্ত ভূমিমায় গৃহাদি পরিমান- ১০ কাঠা)

তাং ০৫/০৮/২০২৪

অনুমত্যানুসারে
**Tarun Kumar Mondal
Sheristadar
District Judge's Court
Paschim Medinipur**

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা **গাজনা এস.কে.ইউ.এস. লিঃ** (রেজিঃ নং- ১৫৫ তাং ৩০/১২/৪৮) ঠিকানা গাজনা, নদীয়া- এর সকল সদস্য/সদস্যাদের জানানো হচ্ছে যে উক্ত সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর নির্বাচনের প্রাথমিক পর্ব তথা গ্রাম ভিত্তিক প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুতির প্রয়োজন। এই উপলক্ষে আগামী **০৭/০৮/২০২৪** দুপুর ১২টায় সমিতির মূল অফিসের নোটিশ বোর্ডে খসড়া তালিকা প্রকাশিত হবে। সকল সভ্যদের **০৭/০৮/২০২৪** তারিখের পূর্বে সমিতির অফিসে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে।

**সহকারী রিটার্নিং অফিসার
ও
সমবায় পরিদর্শক হাঁসখালী উন্নয়ন ব্লক**

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

প্রশান্ত কুমার ঘোষ পিতা- দিলীপ কুমার ঘোষ সাকিম ব্লক বি-১৬, ফ্ল্যাট-১, কালান্দী হাউসিং স্টেট, লেকটাউন, উঃ ২৪ পরগনা, পিন 700089, বিগত ইং- 23/02/2024 তারিখে এ.আর.এ.-I কলকাতা অফিসে I-1571/2024 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে **(সঙ্গীতা সরকার** স্বামী- দীপ্তিমান সরকার, সাকিম- শিতলামাতা লেন, বরানগর (এম), নওপাড়া, উঃ ২৪ পরগনা, পিন 700090) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি পাণ্ডুয়া এ.ডি.এস.আর অফিসে 01/04/2024 তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত I-1479/2024 নং দলিল মূলে **রসিদা হক** স্বামী- মফিজুল হক সাকিম মহানাদ বেজপাড়া, পাণ্ডুয়া, হুগলী-712149 মহাশয়াকে বিক্রয় করি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পাণ্ডুয়া, মৌজা মহানাদ বেজপাড়া, জে.এল.-119, হাল এল. আর 432 খতিয়ানে, সাবেক ও হাল 1057 দাগে শালি জমি ষোল আনায় 06 শতকের মধ্যে 0.3333 অংশে 02 শতক, সাবেক ও হাল 1063 দাগে শালি জমি ষোল আনায় 32 শতকের মধ্যে 0.3333 অংশে 11 শতক, আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, রসিদা হক স্বামী মফিজুল হক উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর. ও পাণ্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সঙ্গীতা সরকার**
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

**In the Court of the District Judge, Paschim Midnapore
J. Misc Case No - 59/2023**

**নাবালক শ্রী গৌরাঙ্গ চরন বর্মন পক্ষে স্বাভাবিক রক্ষক গার্জেন পিতা- শ্রী ঝন্টু কুমার বর্মন, সাং-বিষ্ণুপুর উত্তর বাঁধ, থানা- সবং, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর ।
...দরখাস্তকারী**

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, অত্র নাবালকের স্বত্ত্বীয় দখলি নিম্নের তপশীল বর্নিত সম্পত্তি সমূহ, অত্র নাবালকের পক্ষে তাহার স্বাভাবিক রক্ষক গার্জেন পিতা শ্রী ঝন্টু কুমার বর্মন, দরখাস্তকারী, বিক্রয় করিবার অনুমতি প্রার্থনায় অত্র J.Misc. 59/2023 নম্বর মোকর্দ্দমা অত্র আদালতে উত্থাপন করিয়াছেন।

ইহাতে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিন মধ্যে অত্র আদালতের হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। নতুবা আইনানুগ কার্য্য করা যাইবে।

তপশীল সম্পত্তির বিবরন

জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- সবং, মৌজা- বিষ্ণুপুর, জে,এল, নং-৪০৭, হাল খতিয়ান নং-১৬৯৬, ৫০৮৩,

২৫৪ দাগে বাঁধ ১৬ ডেঃ মধ্যে - .০২৫ ডেঃ
২৫৫ দাগে ডোবা ১৩ ডেঃ মধ্যে-.০২৫ ডেঃ
২৫৮ দাগে বাস্ত ১৮ ডেঃ মধ্যে - .৫৬৪ ডেঃ
২৫৯ দাগে জল ১০ ডেঃ মধ্যে- .১৫৬ ডেঃ
২৬০ দাগে জল ২৩ ডেঃ মধ্যে-৫.৭৫০ ডেঃ
২৬১ দাগে জল ৪১ ডেঃ মধ্যে-১০.২৫০ ডেঃ

সাবেক স্বত্ব নং-৪৯, হাল জরিপের স্বত্ব নং- ৪৪৮৯, ৫২৫৬, ২৮২৪, ৫৫৩, ১১৪০ দাগে জল ৮৬ ডেঃ মধ্যে- ২০.০০০ ডেঃ

সাবেক ১১৬৬ নং স্বত্বে, হাল জরিপের ২৯০৯, ৪৩৮৮, ৩৩৫১, ৫০০৮, ৪২১, ৯৭৪, ৩৪২২ নং স্বত্বে-৭৫১ দাগে জল ৩৭ ডেঃ মধ্যে - ০৪.৫০০ ডেঃ

সাবেক স্বত্ব নং-৩১৮, হাল ৪২৮০ নং স্বত্বে, ১১০৯ দাগে জল ৩১ ডেঃ মধ্যে -০২.৫০০ ডেঃ
মোট-৪৩.৭৭০ ডেঃ

আদেশানুসারে;
বিভাস মন্ডল
তারিখ: ১৬.৩.২৪ **সেরেস্তাদার,**
পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা জজ আদালত

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

জেসমিন বানু স্বামী- সেখ সামাদ রহমান সাকিম পুরুষোত্তমপুর, পাণ্ডুয়া, হুগলী-712149 বিগত ইং- 10/06/2024 তারিখে পাণ্ডুয়া এ.ডি.এস. আর অফিসে I-2737/2024 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে **(মহাম্মদ ইব্রাহিম** পিতা- মহাম্মদ আইনুল, সাকিম- মহাদেবপুর, পাণ্ডুয়া, হুগলী-712149) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি পাণ্ডুয়া এ.ডি.এস.আর অফিসে 11/06/2024 তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত I-3026/2024 নং দলিল মূলে **সাদ্দাম হোসেন** পিতা- মরহুম আক্তার হোসেন সাকিম মহাদেবপুর, পাণ্ডুয়া, হুগলী-712149 মহাশয়কে বিক্রয় করি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পাণ্ডুয়া, মৌজা মহাদেবপুর, জে.এল.-42, হাল এল. আর 1300 খতিয়ানে, সাবেক ও হাল 257 দাগে শালি বর্তমানে ভিটি যোগ্য ষোল আনায় 27 শতকের মধ্যে 17.88 শতক, আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, সাদ্দাম হোসেন পিতা মরহুম আক্তার হোসেন উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পাণ্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**মহাম্মদ ইব্রাহিম**
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রীমতী সতী সিংহ রায়, স্বামী- ৺জলধর সিংহ রায় পিতা- ৺জানকী নাথ সিংহ রায়, সাকিম – মাকালপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১১৩০৫, বিগত ইং- 08/02/2024 তারিখে হুগলী ডি.এস.আর-I, অফিসে I-1309/2024 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাদেরকে **(১)শ্রীমতী অঞ্জনা সিনহা** স্বামী- শ্রী রমেন্দ্র নারায়ন সিংহ সাকিম- 34/B/1, জাস্টিস এম এন বোস লেন, পোঃ কোন্নগড়, থানা উত্তরপাড়া, জেলা হুগলী, পিন 712235, **২) শ্রীমতী মালবিকা সিংহ রায়** স্বামী- স্বপন সিংহ রায় সাকিম দ্বারপাড়া, পোঃ পাঁচপাড়া, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী-712501)-ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমরা হুগলী এ.ডি.এস.আর চুঁচুড়া, অফিসে 05/03/2024 রেজিস্ট্রিকৃত I-2589/2024 নং দলিল মূলে **শ্রী লালু মুদি** পিতা- গোপাল মুদি সাকিম মাকালপুর, দাদপুর, হুগলী মহাশয়কে বিক্রয় করি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা কাগনান, জে.এল.- 37, হাল এল. আর 1052 খতিয়ানে, সাবেক ও হাল 886 দাগে শালি জমি 5 শতক, আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রী লালু মুদি** পিতা- গোপাল মুদি উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- শ্রীমতী অঞ্জনা সিনহা
মালবিকা সিংহ রায়
আমমোক্তারগণ

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

দেড় হাজার বাংলা সহায়তা কেন্দ্র তৈরির সিদ্ধান্ত রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার মানুষের কাছে সরকারি প্রকল্পের সুযোগ আরো ভালো পৌঁছে দিতে নতুন প্রায় দেড় হাজার বাংলা সহায়তা কেন্দ্র তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে ৩,৫৬১টি বাংলা সহায়তা কেন্দ্র চালু রয়েছে। যেখানে রাজ্য সরকারের ৪০টি দফতরের ২৯২টি পরিষেবার সুযোগ মেলে। এখনও পর্যন্ত রাজ্যের ৭ কোটিরও বেশি মানুষ বাংলা সহায়তা কেন্দ্র থেকে পরিষেবা পেয়েছেন। নবান্নে সরকারি সূত্রে জানা গেছে, নতুন করে আরও ১,৪৩১টি নতুন বাংলা সহায়তা কেন্দ্র চালু করা হবে। এরফলে ৪ হাজারেরও বেশি তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থানের দরজা খুলে যাবে। এবার সারা রাজ্যে নিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। নতুন বাংলা সহায়তা কেন্দ্র চালু করার জন্য রাজ্য সরকারের তরফে জেলা প্রশাসনগুলিকে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ন্যূনতম যেসব সরঞ্জাম দরকার, সেসব আগেই পৌঁছে গিয়েছিল জেলায় জেলায়। এবার সেগুলি ঠিকমতো সাজিয়ে গুছিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় এই কেন্দ্র চালু করে দিতে বলা হয়েছে। বাংলা সহায়তা কেন্দ্র থেকে পরিষেবা প্রদানের হারঅবদিনে দিনে বৃদ্ধি করছে রাজ্য সরকার। সম্প্রতি পুরসভার সম্পত্তি করও বাংলা সহায়তা কেন্দ্র থেকে জমা দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। যার জেরে এবার থেকে পুরসভায় গিয়ে লাইন দিয়ে এই কাজ আর করতে হচ্ছে না পুর এলাকার বাসিন্দাদের। পরিবর্তে তাঁদের ভিড় বাড়বে বাংলা সহায়তা কেন্দ্রগুলিতে। এই বাড়তি চাপ এবং আগামী দিনের কথা মাথায় রেখেই রাজ্য সরকার নতুন করে ১৪৩১টি বাংলা সহায়তা কেন্দ্র চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কোন জেলায় কতগুলি নতুন বাংলা সহায়তা কেন্দ্র চালু করা হবে, সেই তালিকাও প্রতিটি জেলা প্রশাসনকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ১৫৯টি বাংলা সহায়তা কেন্দ্র খোলা হবে। এটাই রাজ্যের মধ্যে সর্বাধিক। এছাড়া পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর ও মুর্শিদাবাদ জেলায় ১০০'র বেশি নতুন বাংলা সহায়তা কেন্দ্র চালু হতে চলেছে। শুধু তাই নয়, বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে রাজ্যের রাজস্ব আদায় হয়েছে ৩৫০ কোটির বেশি টাকা। লোকসভা নির্বাচনের আগেই এই বাংলা সহায়তা কেন্দ্রগুলি স্থাপনের প্রশাসনিক অনুমোদন এসে গিয়েছিল। নির্বাচনী আচরণবিধি লাগু হওয়ার ফলে সেগুলি শুরু করা যাচ্ছিল না। এখন আর কোনও বাধা নেই। তাই দ্রুত পরিকাঠামো তৈরি করে কেন্দ্রগুলি চালু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সব থেকে বড় কথা এই নতুন বাংলা সহায়তা কেন্দ্রগুলির জন্য ৪ হাজারের বেশি তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থানের দরজা খুলে যেতে চলেছে। খুব দ্রুত ৪,২৯৩টির মতো পদে লোক নেওয়ার বিজ্ঞপ্তিও।

সরকারি বাসের সংখ্যা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত রাজ্য গণ পরিবহন দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকারি গণ পরিবহন থেকে আয় বাড়াতে রাজ্য সরকার বিভিন্ন বাস চলাচলের সংখ্যা বাড়ানোর উপর জোর দিচ্ছে। মঙ্গলবার নবান্নে পরিবহন দফতরের পর্যালোচনা বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। এজন্য প্রয়োজনে বাস কর্মীদের তিন শিফটের বদলে চার শিফটে কাজ করানোর প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। আয় বাড়ানোর পাশাপাশি সরকারি অর্থের অপব্যয় ও অপচয় কমাতেও বৈঠক থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরিবেশ বান্ধব বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যবহার বাড়ানোর নীতি নিয়েছে। সম্প্রতি আরো ১ হাজার ১৮০টি বৈদ্যুতিক বা ই-বাস কেনা হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে সুপ্রিমকোর্টে মামলা চলার দরুণ বাসগুলি এখনও পথে নামানো যায়নি। মামলার রায় সরকারের অনুকুলে গেলে ওই বাসগুলি দ্রুত পথে নামাতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাতে পরিবহণ দফতরের আয় বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। সরকারি দফতরের অপচয় নিয়ে মাস খানেক আগে নবান্নের বৈঠকে সরব হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেবারে বিদ্যুতের অপচয় নিয়ে প্রকাশ্যে সরকারি অফিসের একাংশ কর্তা থেকে কর্মীর উদাসীন আচরণ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার পরিবহণ দফতরের অপব্যয় নিয়েও তিনি সরব হলেন। সূত্রের খবর, নবান্নের বৈঠকে পরিবহণ দফতরের কর্তাদের উদ্দেশে ক্ষুব্ধ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানতে চান, রাস্তায় সরকারি বাস কমছে, তবু তেলের জন্য খরচ বাড়ছে কেন?

উত্তরবঙ্গের সঙ্গে বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গেও

নিজস্ব প্রতিবেদন: সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখা ওড়িশা থেকে ফের বাংলায়। এই অক্ষরেখা পুরুলিয়া ও কাঁথির ওপর দিয়ে পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এছাড়াও পূর্ব-পশ্চিম অক্ষরেখা রয়েছে, যেটি রাজস্থানের নিম্নচাপের উপর দিয়ে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত। আসামের উপর রয়েছে একটি ঘূর্ণাবর্ত। আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে বাংলাদেশ ও সংলগ্ন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর। এটি দক্ষিণ দিকে ঝুঁকে থাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে বলে জানিয়েছে মৌসম ভবন। আলিপুর হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, এই ঘূর্ণাবর্ত ও সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখার প্রভাবে বৃষ্টি বাড়বে বাংলায়।

যাদবপুর ইউনিভার্সিটি এবং কেয়ারিং মাইন্ডস ইন্টারন্যাশনালের উদ্যোগে নয়া কোর্স চালু

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর ইউনিভার্সিটি এবং কেয়ারিং মাইন্ডস ইন্টারন্যাশনালের মধ্যে ডিপ্লোমা ইন সাইকোলজিকাল কাউন্সেলিং এবং সাইকোথেরাপি কোর্সে সার্টিফিকেট কোর্সের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী সমঝোতা স্থাপন হল। কেয়ারিং মাইন্ডস ইন্টারন্যাশনাল (ইনস্টিটিউট অফ মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড ওপিডি ক্লিনিক) এবং যাদবপুর ইউনিভার্সিটি দুটি এমওইউ পুনর্নবীকরণ করেছে। 'এক বছরের ডিপ্লোমা ইন সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং' এবং 'সাইকোথেরাপিতে ছয় মাসের সার্টিফিকেট কোর্স' চালু হল। এক বছরের ডিপ্লোমা ইন সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিংয়ের ক্লাস হবে তিন দিন। কোর্স স্ট্রাকচারের মধ্যে থিওরি ক্লাস, প্র্যাকটিক্যাল, প্রজেক্ট ওয়ার্ক, কেস স্টাডিজ, পরীক্ষা নেওয়া হবে।

ছ'মাসের সাইকোথেরাপিতে সার্টিফিকেট কোর্সের ক্লাস হবে সপ্তাহে দুই দিন। কোর্স স্ট্রাকচারের মধ্যে থিওরি ক্লাস, প্র্যাকটিক্যাল, প্রজেক্ট ওয়ার্ক, কেস স্টাডিজ, পরীক্ষা নেওয়া হবে। ন্যূনতম যোগ্যতা হিসেবে বিএ, এমএ সাইকোলজি, সোশ্যাল ওয়ার্কের ছাত্ররাই এই কোর্স করার সুযোগ পাবে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ভাস্কর গুপ্ত এবং কেয়ারিং মাইন্ডস ইন্টারন্যাশনালের সাইকোথেরাপিস্ট ডাঃ মিনু বুধিয়া মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ভাস্কর গুপ্ত বলেন, 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাগত উৎকর্ষের অবিরত সংযোগের জন্য উন্মুখ। আমরা এই বিদ্যমান কোর্স দিয়ে ভবিষ্যতে যে কোনও কোর্সের জন্য অধিভুক্তি নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

ডাঃ মিনু বুধিয়া বলেন, 'এই সমঝোতা স্মারক পুনর্নবীকরণ করতে পেরে আমরা সম্মানিত। আমরা ৫টি সফল বছর কাটিয়েছি এবং আগামী পাঁচ বছরে আরও অনেক শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণের জন্য উন্মুখ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অবিচ্ছিন্ন বিশ্বাস এবং সমর্থন আমাদের

যোগদানের ১০ বছর পর নিজ জেলায় পোস্টিং পাবেন মহিলা কনস্টেবলরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য পুলিশে কর্মরত মহিলা কনস্টেবলদের এবার থেকে চাকরিতে যোগদানের ১০ বছরপরেই তাঁদের নিজ জেলায় পোস্টিং পেতে পারবেন। পাশাপাশি বিবাহিত বা সন্তানসম্ভবা মহিলা কনস্টেবলরা যাতে পছন্দসই জায়গায় বদলি হতে পারেন, সেদিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জেলায় জেলায় পুলিশ বাহিনীর সমবন্টন নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। রাজ্যে পুলিশ কমিশনারেটগুলিতে মহিলা পুলিশ কর্মীর সংখ্যা যেখানে ৩০ শতাংশের কাছাকাছি, সেখানে গ্রামীণ এলাকায় এই হার প্রায় ১৫ শতাংশ। তাই গ্রামীণ এলাকায় মহিলা কর্মীর সংখ্যা বাড়াতে তৎপর হয়েছে রাজ্য সরকার।

রাজ্যে এমন অনেক থানা আছে যেখানে মহিলা পুলিশ কর্মীদের সংখ্যা খুব নগণ্য। গ্রামীণ এলাকায় মহিলাদের বিক্ষোভ বা তাঁদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা ঘটলে মহিলা কনস্টেবল সংখ্যায় কম থাকায় পুরুষ পুলিশকর্মী দিয়েই পরিস্থিতি সামাল দিতে হচ্ছে। তাই গ্রামীণ এলাকায় মেয়েদের বিক্ষোভ সামলাতে বাড়তি মহিলা পুলিশ রাখার ওপরে জোর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আর সেই সূত্রেই ১০ বছর পর মহিলা কনস্টেবলদের নিজের জেলায় পোস্টিংয়ের নীতি আনতে চলেছে রাজ্য পুলিশ। জানা গিয়েছে, রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার থানাগুলিতে কোথায় কত মহিলা পুলিশকর্মী রয়েছে তা জানার জন্য আলাদা একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে। কোনও নির্দিষ্ট এলাকার জনসংখ্যা এবং অপরাধপ্রবণতা বিশ্লেষণ করে কোথায় কত মহিলা পুলিস দেওয়া হবে, তা ঠিক করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। সেই সমগে দেখা যাচ্ছে, রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার বহু থানায় মহিলা পুলিশকর্মীদের চেঞ্জিং রুম ও রেস্টরুমের ব্যবস্থা নেই। অনেক থানায় তাঁদের শৌচালয় অনেক দূরে। এসব পরিকাঠামো দ্রুত গড়ে তোলার ওপরেও জোর দেওয়া হচ্ছে। সব মিলিয়ে রাজ্যের মহিলা পুলিশকর্মীদের জীবনযাপন সহজ করে তোলার লক্ষ্যে একগুচ্ছে পদক্ষেপ করতে চলেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৭ অগস্ট ২০২৪ ২২ শ্রাবণ ১৪৩১ বুধবার

শরণার্থী ইস্যুতে বাংলার পাশে শাহ-রাজনাথ

নিজস্ব প্রতিবেদন: শরণার্থী ইস্যুতে রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্যে আপত্তি জানাল তৃণমূল। সূত্রে খবর, এই ইস্যুতে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের কাছে তীব্র অসন্তোষ জানিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদেরা। তৃণমূলের তরফে সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন বিদেশমন্ত্রীকে জানিয়েছেন, এই আপৎকালীন পরিস্থিতিতে বিরোধী দলনেতার মন্তব্য সংযত হওয়া উচিত। সামাজিক মাধ্যমে পোস্টের ওপর নজর রাখারও আবেদন জানানো হয়েছে। এই নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠকে উপস্থিত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও রাজনাথ সিং নিজেদের মধ্যে কথা বলেন। তাঁরা এ বিষয়ে সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন ও সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আশ্বস্ত করেছেন বলে খবর।

এর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে আলোচনা করে পদক্ষেপ করারও আবেদন জানানো হয়েছে তৃণমূলের তরফে। কারণ, যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের লাগোয়া সীমান্ত এই বাংলাদেশ। ফলে বাংলাদেশের এমন এক পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের উপরে সবথেকে বেশি চাপ আসছে। সেই কারণে মঙ্গলবার সর্বদল বৈঠক চলাকালীন বিরোধী দলনেতার ভূমিকা নিয়ে বিদেশমন্ত্রীর কাছে তৃণমূলের তরফে প্রশ্ন তোলা হয়। জানা যাচ্ছে, আলাদা ভাবেও এস জয়শঙ্করকে তৃণমূলের তরফে জানানো হয়েছে, যেভাবে বিরোধী দলনেতা শরণার্থী নিয়ে প্রকাশ্যেই মন্তব্য করছেন তা অত্যন্ত প্ররোচনামূলক। আপৎকালীন পরিস্থিতিতে কোনওভাবেই এই ধরনের মন্তব্য সঙ্গত নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে যাতে তাঁকে সংযত থাকার নির্দেশিকা দেওয়া হয়, সে দাবিও তোলা হয়।

সূত্রের খবর, আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতি মুহূর্তে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা করেই যাতে কেন্দ্রীয় সরকার পদক্ষেপ করে। বাংলাদেশে যে ধরনের ঘটনা ঘটছে, তার সবথেকে বেশি প্রভাব পড়ছে কিংবা পড়তে চলেছে বাংলাতেই।

উল্লেখ্য, গত কয়েকদিনে বাংলাদেশে যখন টালমাটাল পরিস্থিতি, তখন বিধানসভার বাইরে দাঁড়িয়ে শুভেন্দু অধিকারী মন্তব্য করেছিলেন, 'এক কোটি শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে আসবে। আপনারা তৈরি থাকুন। আমি তো তৈরি আছি। মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালকে বলব, কেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলুন।' কাকতালীয়ভাবে তাঁর মন্তব্যের খানিক পরেই বাংলাদেশের সরকারের পতন হয়। শেখ হাসিনা ইস্তফা দিয়ে দেশ ছাড়েন। তারপরই ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তগুলিতে হাই অ্যালার্ট জারি করে বিএসএফ। সঙ্গে শুরু হয় সীমান্তগুলিতে কড়া নজরদারিও। এসবের মধ্যেই শুভেন্দু হঠাৎ করেই মঙ্গলবার দিল্লি উড়ে গিয়েছেন। জানা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে কথা বলতেই দিল্লিতে গিয়েছেন। কিন্তু কী নিয়ে কথা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। আর তা নিয়েই রাজনৈতিক জল্পনা তুঙ্গে।

কলকাতায় বাংলাদেশ হাইকমিশন অফিসের সামনে বাড়ল নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতায় বাংলাদেশ হাই কমিশনের অফিসের সামনে বাড়ল নিরাপত্তা। লালবাজার সূত্রে খবর, বাংলাদেশ হাই কমিশনের অফিসের সামনে কলকাতা পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট পদমর্যাদার আধিকারিক-সহ পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। অন্যদিনের তুলনায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। এর পাশাপাশি অন্তত ১৫-২০ জন পুলিশ কনস্টেবল মোতায়েন করা হয়েছে। রয়েছেন মহিলা পুলিশ কর্মীও। বাংলাদেশ হাই কমিশনের অফিসের সামনে যাতে কেউ অশান্তি করতে না পারেন তার জন্য আঁটসাঁটো করা হয়েছে সার্বিক নিরাপত্তাও।

প্রসঙ্গত, কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গত মাস থেকে দফায় দফায় উত্তপ্ত বাংলাদেশ। রবিবার থেকে নতুন করে উত্তেজনার পারদ চড়তে শুরু করে। আন্দোলনের আগুন কার্যত দাবানলে পরিণত হয়। সোমবার তা আরও ভয়াবহ আকার নেয়। শতাধিক মানুষ প্রাণ হারান। পরিস্থিতি এতটাই বেগতিক হয়ে যায় যে চাপের মুখে নতিস্বীকার করেন শেখ হাসিনা। পদত্যাগ করেই বাংলাদেশ ছাড়েন। অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করেন সেনাপ্রধান। শেখ হাসিনা তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবন ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর সুযোগ বুঝে আন্দোলনকারীদের সেখানে কার্যত লুটতরাজ চালায়। দিনভর দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পদ্মাপাড়। তবে বাংলাদেশ থেকে প্রাপ্ত খবর অনুসারে, মঙ্গলবার সকাল থেকে খুলেছে স্কুল-কলেজ। কিন্তু, পঠনপাঠন এখনও স্বাভাবিক হয়নি। তবে অফিস-আদালত খুলেছে। সকাল থেকে বিভিন্ন এলাকায় খোলে ব্যাঙ্কও। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার সকাল থেকে ওপার বাংলায় নতুন করে কোনও অশান্তি তৈরি হয়নি।

এদিকে হাসিনা সরকারের পতনের পর আন্দোলনকারী পড়ুয়ারা সাফ জানিয়েছেন, সেনাশাসন মানবেন না তাঁরা। চান, নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে গঠিত হোক বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রপতি মহম্মদ শাহাবুদ্দিনের কাছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গড়ার আবেদন জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

অনলাইন গেমিং অ্যাপে কয়েকশো কোটির প্রতারণা, অভিযানে ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন: সকাল হতে না হতেই তল্লাশি অভিযানে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকালেই কলকাতার কালিকাপুরে একটি বহুতলে হানা দেয় ইডি আধিকারিকরা। অনলাইন গেমিং অ্যাপে কয়েকশো কোটি টাকার প্রতারণা মামলায় তল্লাশিতে নামল ইডি।

ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, 'ফাই উই' নামক একটি অনলাইন গেমিং অ্যাপের মাধ্যমে প্রতারণা হয়েছে কয়েকশো কোটি টাকার। কাশীপুর থানায় এই প্রতারণার অভিযোগ দায়ের হয়। তারই ভিত্তিতে কালিকাপুর রোডের একটি পাঁচতলা আবাসনের দ্বিতীয় তলায় তল্লাশি অভিযান চালান ইডি আধিকারিকরা। ইডি সূত্রে খবর, 'ফাই উই' নামক এই গেমিং অ্যাপটি মূলত ভারতীয়দের সঙ্গেই প্রতারণা করত।

অনলাইন গেমিং অ্যাপে যে টাকা বিনিয়োগ করা হত, তা প্রথমে ডলারে পরিবর্তিত করা হত, তারপর তা চিনে পাঠানো হত। প্রতারণা করে এখনও পর্যন্ত কয়েকশো কোটি টাকা পাঠানো হয়েছে চিনে, এমনটাই তথ্য প্রমান রয়েছে তদন্তকারী সংস্থার হাতে।

প্রসঙ্গত, এর আগে গত বছর ই-নাগেটস নামক আরেকটি অনলাইন গেমিং অ্যাপে প্রতারণার মামলায় খিদিরপুরে তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। সেই সময় ১৬ কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছিল। ওই প্রতারণা চক্রও দেশজুড়ে ছড়িয়েছিল। একই কায়দায় এই অ্যাপেও প্রতারণা করা হয়েছে বলে খবর।

প্রতারণা ঠিক কী ভাবে হতো তা সেই সম্পর্কে ইডির তরফ থেকে জানানো হয়েছে, অনলাইন গেম খেলার জন্য প্রথমে ন্যূনতম অর্থ বিনিয়োগ করতে বলা হত। গেমে জিতলেই মিলত আর্থিক পুরস্কার। এইভাবে টাকা বিনিয়োগ করতে করতে অর্থ লক্ষাধিক টাকায় পৌঁছালে, অ্যাপ ব্যবহারকারীরা পুরস্কারের টাকা তুলতে গেলেই তাদের ব্লক করে দেওয়া হত এবং বিনিয়োগ করা সমস্ত টাকা হাতিয়ে নেওয়া হত বলে জানা গিয়েছে।

উল্টোডাঙায় প্লাই তৈরির কারখানায় অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার দিনের শুরুতেই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড উল্টোডাঙার ইস্ট ক্যানেল সার্কুলার রোডে। একটি প্লাই তৈরির কারখানায় ভোর ৫টা নাগাদ ভয়াবহ আগুন লাগে। ফলে শুকনো প্লাই মজুত থাকায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের ৪টি ইঞ্জিন। আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাও শুরু হয় প্রথম থেকেই। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দমকল দেরিতে আসার কারণেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

এদিকে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্লাইয়ের কারখানার আগুন থেকে পাশের গেঞ্জির কারখানাতেও আগুন ছড়িয়ে পড়ে। টিনের ছাউনি সরিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা চালিয়ে যায় দমকল কর্মীরা। যাতে বড়সড় কোনও অঘটন না ঘটে প্রথমেই আশেপাশের বাড়িগুলি তড়িঘড়ি ফাঁকা করে দেওয়া হয়। পাশের কারখানার গেটের তালা ভেঙে ঢুকে জল দেওয়ার চেষ্টা করে দমকল। তবে এই অগ্নিকাণ্ডে কোনও হতাহতের খবর মেলেনি।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের নতুন সিনিয়র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার হলেন সুরিন্দর পাল

সুরিন্দর পাল, নতুন সিনিয়র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন ৫ অগস্ট: কলকাতার গার্ডেন রিচের দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের সিনিয়র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন সুরিন্দর পাল। তাঁর নতুন পোস্টিং এবং দায়িত্ব নেওয়ার আগে, তিনি চণ্ডীগড়ের রেল ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটির প্রধান প্রকল্প ব্যবস্থাপক ছিলেন।

সুরিন্দর পাল, ১৯৯০ ব্যাচের আইআরএসই (ইন্ডিয়ান রেলওয়ে সার্ভিস অফ ইঞ্জিনিয়ার্স) পরীক্ষা দিয়ে ১৯৯২ সালের মার্চ মাসে ভারতীয় রেলে যোগদান করেন।

সুরিন্দর পাল এনআইটি, কুরুক্ষেত্র থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক এবং চণ্ডীগড়ের পাঞ্জাব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতকোত্তর করেছেন। তিনি ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার, এলাহাবাদ (প্রয়াগরাজ), ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/ব্রিজস, নিউ দিল্লি, ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার (নির্মাণ), দিল্লি, সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং, নর্দান রেলওয়ে, আম্বালা, ডিরেক্টর/ভিজিল্যান্স, রেলওয়ে বোর্ড, ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডোর কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, চিফ প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার (নির্মাণ), উত্তর রেলওয়ে, চিফ প্রজেক্ট ম্যানেজার, রেল ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, চণ্ডীগড়ের মতো বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজও করেছেন। সুরিন্দর পাল ভারতীয় রেলওয়ের জাতীয় একাডেমি, ভাদোদরার মতো মর্যাদাপূর্ণ রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। নতুন রেললাইন প্রকল্পের পরিকল্পনা, জমি অধিগ্রহণ, টেন্ডারিং এবং বাস্তবায়ন, জম্মু-উধমপুর রেল লিঙ্কের জাতীয় প্রকল্প এবং লুধিয়ানা থেকে তেলহেরি পর্যন্ত ইস্টার্ন ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোর নির্মাণে তাঁর বিশাল প্রশাসনিক ও প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা রয়েছে।

পিছিয়ে গেল এসএসসি মামলার শুনানি

নিজস্ব প্রতিবেদন: পিছিয়ে গেল এসএসসি মামলার শুনানি। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। এদিনও সেই শুনানি হল না। আদালতের নির্দেশ মত মামলার অনেক পক্ষই সংক্ষিপ্তসার জমা দিয়েছে চার সদস্যের নোডাল কাউন্সিলের কাছে। যারা নতুন করে মামলা করেছেন, তাঁদের জন্য আগামী সোমবার পর্যন্ত সংক্ষিপ্তসার জমা দেওয়ার সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে।

এসএসসির প্রায় ২৬ হাজারের চাকরি বাতিলের মামলা চলছে সুপ্রিম কোর্টে। আদালত আগেই জানিয়েছিল, পাঁচ পক্ষের বক্তব্য শুনবে। এই পাঁচ পক্ষ হল রাজ্য, এসএসসি, তদন্তকারী সংস্থা, মূল মামলাকারী ও যাঁদের চাকরি বাতিল নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। সবপক্ষের বক্তব্য শোনার জন্য নোডাল কাউন্সিল নিয়োগ করে সুপ্রিম কোর্ট। তাদের ২ সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছিল নিজেদের বক্তব্য জানানোর জন্য। তবে এই সংক্রান্ত বহু মামলা হয়েছে এবং চলছে। নতুন করে যারা মামলা করেছেন, তাঁদের বক্তব্য শুনবে আদালত। সেই কারণে শুনানি পিছিয়ে দেওয়া হল।

প্রসঙ্গত,গত ২২ এপ্রিল কলকাতা হাইকোর্ট ২০১৬ সালে এসএসসির সম্পূর্ণ নিয়োগের (গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি, নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশ) প্যানেল বাতিলের নির্দেশ দেয়। হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দেয়। এরপরই প্রশ্ন ওঠে, বহু যোগ্যদেরও চাকরি চলে যেতে পারে। এরপরই দেশের সর্বোচ্চ আদালতে মামলা গড়ায়।

বাংলাদেশে অনুষ্ঠান বাতিলের সিদ্ধান্ত বিধায়ক অদিতি মুন্সির

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে অনুষ্ঠান বাতিল করলেন শিল্পী অদিতি মুন্সি। আপাতত বাংলাদেশে আর কোনও অনুষ্ঠানে যাবেন না তিনি। দ্রুত পরিস্থিতি পরিবর্তন হয়ে শান্তি ফিরে আসুক বাংলাদেশে, চাইছেন গায়িকা-বিধায়ক। প্রসঙ্গত, আগামী সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশে তিনটি অনুষ্ঠান ছিল অদিতির। সেগুলো বাতিল করেছেন শিল্পী। যে ঘটনা বাংলাদেশে ঘটেছে, তাতে মন খারাপ তাঁর। ওপার বাংলার অনুষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর অনেক ভালো স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে বলেও জানান অদিতি। সঙ্গে এও জানান, অতীতেও বাংলাদেশে একাধিকবার অনুষ্ঠান করতে গিয়ে অনুষ্ঠানে যেভাবে অতিথিদের আপ্যায়ন করা হয়েছে, তা মনে রাখার মতো। এখন প্রার্থনা রাজারহাট গোপালপুর বিধানসভার তৃণমূল বিধায়কের, ওপার বাংলার দ্রুত শান্তি ফিরে আসুক। এদিকে, শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পরও যথেচ্ছ হামলা হচ্ছে বাংলাদেশের একাধিকপ্রান্তে। থানা-হোটেলে আগুন ধরানো হচ্ছে। পিটিয়ে মারার মতো ঘটনাও ঘটছে। আওয়ামী লীগের এক সাংসদের বিলাসবহুল বহুতল হোটেলেও আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাতে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে অন্তত ২১ জনের। এখন সেনার হাতে রয়েছে বাংলাদেশ। দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দেওয়া চেষ্টা চলছে। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের চেষ্টা চলছে। মঙ্গলবারে বৈঠকে বসে সেনা-রাষ্ট্রপতি, আন্দোলনকারীরা।

কলকাতা-বাংলাদেশ বিমান পরিষেবা স্বাভাবিকের পথে

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা-বাংলাদেশ বিমান পরিষেবা ধীরে ধীরে স্বাভাবিকের পথে। সোমবার গভীর রাতে বাংলাদেশ থেকে একটি বিমান কলকাতায় অবতরণ করে, তাতে যদিও সংখ্যায় অল্প সংখ্যক কিছু যাত্রী ছিলেন, পরে নির্ধারিত সময় অনুযায়ী ফিরে যায়। এরপর মঙ্গলবার সকাল ৮টা ২২ মিনিট নাগাদ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স কলকাতায় পৌঁছয়। ওই বিমানটি আবার কলকাতা থেকে বাংলাদেশে রওনা দেয় কিছুক্ষণের মধ্যেই। তবে যাত্রী সংখ্যা ছিল কিছুটা হলেও কম।

উল্লেখ্য, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, পুলিশ-জনতা সংঘর্ষ আর শতাধিক মানুষের মৃত্যু। টানা পাঁচদিন রাজধানী ঢাকা-সহ দেশের নানা প্রান্তে হিংসার পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিকের পথে সাধারণ জনজীবন। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশগামী সমস্ত বিমান বাতিল করেছে এয়ার ইন্ডিয়া। তবে যে সকল যাত্রী বুকিং করেছিলেন তাঁদের টিকিট বাতিলের ফি দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে বিমান সংস্থা।

এয়ার ইন্ডিয়ার তরফে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশের অশান্ত পরিস্থিতির জন্য ঢাকাগামী সমস্ত বিমান বাতিল করা হয়েছে। তবে একা এয়ার ইন্ডিয়া নয়, তাদের পথে আরও এক বিমান সংস্থা ভিস্তারা। অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশগামী বিমান বাতিলের সিদ্ধান্ত। অস্থায়ীভাবে ভিস্তারার বিমান পরিষেবা আপাতত বন্ধ থাকবে। পাশাপাশি ইন্ডিগো বিমান সংস্থাও জানিয়েছে, আপাতত বাংলাদেশে উড়বে না তাঁদের বিমান।

সুবোধ সিংয়ের পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: চারদিন জেল হেফাজত শেষে বিহারের গাংস্টার সুবোধ সিং এবং রোশন কুমার যাদব ওরফে তাঁতিয়াকে মঙ্গলবার ফের আদালতে পেশ করা হয়েছিল। এদিন বিচারকের এজলাসে সুবোধ সিং ও রোশন কুমার যাদবের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করেন তদন্তকারীরা। প্রসঙ্গত,গত ১৫ জুন বেলঘরিয়ার রথতলায় ব্যবসায়ী অজয় মন্ডলের গাড়িতে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছিল। পাশাপাশি সুবোধের বিরুদ্ধে ওই ব্যবসায়ীকে ফোনে হুমকি দেবারও অভিযোগ উঠেছিল। তাই কণ্ঠস্বর মেলানোর জন্য এদিন ধৃতদের 'ভয়েস স্যাপেল টেস্ট' করানো হয়। প্রসঙ্গত, ব্যারাকপুরের প্রসিদ্ধ বিরিয়ানি ব্যবসায়ী ডি বাপির পুত্র অনির্বান দাসকে তোলা চেয়ে হুমকি ফোন করার অভিযোগ উঠেছিল সুবোধ সিংয়ের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনার তদন্তে এদিন সুবোধ সিং-কে নিজেদের হেফাজতে পেতে মোহনপুর থানার পুলিশ সাতদিনের হেফাজত চেয়ে বিচারকের কাছে আবেদন করেছিল। বিচারক পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজত মঞ্জুর করেন। যদিও আদালত থেকে বেরোনোর সময় সুবোধ সিং বলেন, তিনি ফোন করেননি। তাঁকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে। প্রসঙ্গত, ব্যবসায়ী অজয় মন্ডলের গাড়িতে গুলি চালানো এবং তাঁকে ফোনে হুমকি দেবার অভিযোগে বেলঘড়িয়া থানার পুলিশ বিহারের বেউর জেল থেকে সুবোধ সিংকে ব্যারাকপুরে নিয়ে আসে। পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে, ব্যবসায়ীর গাড়িতে গুলি চালানোর পুরো ঘটনাটি ঘটেছিল বিহারের গ্যাংস্টার সুবোধ সিংয়ের নির্দেশেই। গুলি কাণ্ডে জড়িত বাকি চারজন বিবেক, পঙ্কজ শর্মা, রিশু কুমার পান্ডে ও শশীভূষন প্রসাদ বিভিন্ন জেলে বন্দি আছে। ট্রানজিট রিমান্ডে ওদেরকে ব্যারাকপুরে আনা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

গঙ্গায় স্নানে নেমে ডুবে মৃত্যু ছাত্রের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: গঙ্গায় স্নান করতে নেমে গভীর জলে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু হল এক স্কুল ছাত্রের। মঙ্গলবার বিকেলে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে পানিহাটি পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের বালক ব্রহ্মচারী গঙ্গার ঘাটে। মৃত ছাত্রের নাম সুরজ সাউ (১৬)। সুরজ সুকচর কেদারনাথ হাই স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিল। তাঁর বাড়ি খড়দা পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিশ্বাস পাড়ায়। মৃতের বাবা রামনাথ সাউ পেশায় ফল বিক্রেতা। জানা গেছে, এদিন স্কুলে সুরজের পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষা শেষে স্কুল থেকে একসঙ্গে পাঁচ বন্ধু বেরোয়। তার মধ্যে দুই বন্ধু বাড়ি চলে যায়। সুরজ-সহ তিনজন সাইকেল চেপে পানিহাটির বালক ব্রহ্মচারী গঙ্গার ঘাটে আসে। স্কুলের ব্যাগ, সাইকেল-সহ অন্যান্য সামগ্রী ঘাটে রেখে গঙ্গায় স্নান করতে নামে সুরজ। তখন গঙ্গায় জোয়ার ছিল। জোয়ারের তীব্র স্রোত সুরজকে গভীর জলে টেনে নিয়ে যায়। তলিয়ে গিয়ে সুরজ নিখোঁজ হয়ে যায়।

রাস্তার বেহালদশায় উদ্বিগ্ন কলকাতা পুলিশ, মেরামতের আর্জি পুরসভাকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। পুজোর বাজারও শুরু হওয়ার মুখে। কিন্তু তার আগে শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণে রাস্তার করুণ অবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের কর্তারা। প্রতি বছরের মতো এবারও পুজোর আগে কঙ্কালসার চেহারা বেরিয়ে পড়েছে শহরের বেশ কিছু রাস্তার। সেই কারণেই এই রাস্তাগুলি দিয়ে যাতায়াতে যা সময় লাগার কথা তার থেকে ১৫-২৫ মিনিট বেশি লাগছে। রাস্তায় থাকা গর্তের কারণে ব্যস্ত সময়ে শ্লথ হয়ে যাচ্ছে ট্রাফিকের গতি। ঘটছে দুর্ঘটনাও। এই পরিস্থিতিতে রাস্তা মেরামতের আর্জি জানিয়ে কলকাতা পুরসভা, কেএমডিএ, পূর্ত দফতরকে চিঠি দিল লালবাজার।

ইএম বাইপাস থেকে শুরু করে জেমস লং সরণি, মহাত্মা গান্ধি রোড, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, দরগা রোড, ডায়মন্ড হারবার রোড, এসএন ব্যানার্জি রোড, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, এজেসি বোস রোড, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রোড, হরিশ মুখার্জি রোডের একাংশ, মানিকতলা, শোভাবাজার, টালা চত্বরের একাধিক রাস্তার নাম রয়েছে পুলিশের তালিকায়। এমন নয় যে এই সব রাস্তার পুরোটাই খারাপ। কিন্তু রাস্তাগুলিতে অনেক জায়গায় তৈরি হয়েছে বড়-বড় গর্ত। বর্ষায় পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। দুর্গাপুজোর বাজার শুরু হয়ে গেলে রাস্তায় মানুষের পাশাপাশি গাড়ির সংখ্যাও বাড়বে। সে কারণেই দ্রুত রাস্তার ভোলবদল চাইছেন ট্রাফিক পুলিশের কর্তারা। রাস্তা মেরামত না হলে যানজট সামলানো সম্ভব হবে না।

দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি হিসেবে শহরের দায়িত্বে থাকা ট্রাফিক গার্ডের অফিসার-ইন-চার্জদের কাছে রাস্তার অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছিল। সেই রিপোর্টের প্রেক্ষিতেই পুরসভাকে ৩৫টি রাস্তা মেরামতের অনুরোধ জানিয়েছে কলকাতা পুলিশ। মাস কয়েক আগে প্রশাসনিক বৈঠকে রাস্তা মেরামতি নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি বলেছিলেন, শহরের বড় বড় রাস্তাগুলি প্রতি বছর বর্ষায় ভেঙে যাচ্ছে। এমন হবে কেন? যে সংস্থা রাস্তা তৈরির বরাত পাচ্ছে, তাদেরকেই পাঁচ বছর মেরামতির দায়িত্ব নিতে হবে।

এদিকে শহরবাসীর বড় অংশের অভিযোগ, রাস্তা খুঁড়ে মেরামত করা হয় না। পিচের উপর পিচ দেওয়ার কারণেই রাস্তা বেশি দিন ভালো থাকে না। পুরসভার মেয়র পারিষদ (পূর্ত) অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'পুজোর আগে সব রাস্তায় প্যাচওয়ার্ক করা হবে। যে-যে রাস্তার অবস্থা ভালো নয়, বর্ষার পর সেগুলি খুঁড়ে নতুন করে তৈরি করা হবে।'

শহরের বেশ কিছু গাছ নিয়ে সমস্যায় পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শহরে দাঁড়িয়ে থাকা বেশ কিছু গাছ নিয়ে মহা সমস্যায় পড়েছে কলকাতা পুরসভা।

এই গাছগুলো যেভাবে ঝুঁকে বা হেলে দাঁড়িয়ে আছে তাতে বর্ষায় দুর্ঘটনার ভয় সবচেয়ে বেশি। এদিকে কলকাতা পুরসভার তরফ থেকে জানানো হয়েছে, বৃক্ষপ্রেমী ও পরিবেশকর্মীদের অনেকের প্রতিবাদের কথা ভেবে ঝুঁকে পড়া বা হেলে যাওয়া গাছ নিয়ে চটজলদি কঠোর কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারে না পুরসভার উদ্যান বিভাগ। ওই বিভাগের এক কর্তার বক্তব্য, 'ঝুঁকে বা হেলে পড়া মানে তো মৃত গাছ নয়। তাই, গাছের দেহে প্রাণের স্পন্দন থাকলে আমাদের অত্যন্ত সচেতন ভাবে পদক্ষেপ করতে হয়। না-হলে আমাদেরই হাতে হাতকড়া পড়বে।'

কলকাতা পুরসভার উদ্যান বিভাগ সূত্রের খবর, বছর পনেরো আগে, শেষ বার গাছ গণনার হিসেব অনুযায়ী, কলকাতার ১৬টি বরোর ১৪৪টি ওয়ার্ডে বড় গাছের সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ। যার মধ্যে অন্তত ৫০০ গাছ ঝুঁকিপূর্ণ ভাবে হেলে রয়েছে। এই ধরনের গাছ নিয়ে সব চেয়ে বেশি ভয় থাকে বর্ষায়। উদ্যান বিভাগের আধিকারিকদের একাংশ বলছেন, বৃষ্টির সময়ে গাছের গোড়ার মাটি ভিজে আলগা হয়ে এই ধরনের গাছ পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল। অথচ গাছ পুরোপুরি পড়ে না-যাওয়া পর্যন্ত পুরসভার কিছুই করার নেই। কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে যাওয়ার কিছু রাস্তাতেও রয়েছে এই রকম হেলে পড়া গাছ। স্কুলপড়ুয়াদের অনেকেরই অভিভাবক জানাচ্ছেন, এই ধরনের গাছের ক্ষেত্রে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন পুরসভার, না-হলে বিপদের আশঙ্কা। গাছ ভেঙে পড়লে রাস্তায় যান চলাচল ব্যাহত হওয়ারও আশঙ্কা। প্রসঙ্গত, মাস খানেক আগে এমনই একটি গাছ গল্ফগ্রিন সেন্ট্রাল পার্কের কাছে ভেঙে এক রিকশা চালকের উপর পড়লে তিনি বেঘোরে মারা যান।

সম্পাদকীয়

সংসদীয় গণতন্ত্রের শক্তি হতে হলে বামপন্থীদের মাঠটাকে আরও বড় করতেই হবে

বিগত লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের একটি আসনেও জয়লাভ না করতে পারা একই সঙ্গে বিস্ময়কর এবং বামপন্থার সমর্থকদের কাছে উদ্বেগজনক। ইনসাফ যাত্রা, ৭ জানুয়ারি ব্রিগেডে জনজোয়ার ও মিটিং-মিছিলে বহু তরুণ-তরুণীদের মুখ দেখা গেলেও কেন এ বার লোকসভা নির্বাচনে বামপন্থীরা একটি আসনেও জয়ী হতে পারলেন না এবং অধিকাংশ আসনেই জামানত বাজেয়াপ্ত হল, এ নিয়ে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ভাবে পর্যালোচনা হচ্ছে। জন সমর্থন আরও বাড়াতে না পারা, সংগঠন মজবুত না থাকা, আরও বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে নিজেদের কথাগুলো পৌঁছে দিতে না পারা, বিভিন্ন সরকারি ভাতার বরাদ্দ বৃদ্ধি, ভোটের মেরুকরণ ইত্যাদি কারণগুলো উঠে আসছে। এত কিছু সত্ত্বেও বলব, বামপন্থী বিশেষত সিপিএম কর্মী ও সমর্থকদের দলীয় বিভিন্ন কর্মসূচি পালনে যে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা দেখি, তা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কাছে যথেষ্ট ঈর্ষণীয়। তবে বিভিন্ন জনের সঙ্গে কথা বলে এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সূত্রে এ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বামপন্থী নেতৃস্থানীয় ও কর্মীদের আমন্ত্রণ জানান হলে কিন্তু বার বারই দেখি তাঁরা ওই দিন 'পার্টির প্রোগাম' আছে বলে এড়িয়ে যান। কিছু নির্দিষ্ট চায়ের দোকানে নেতারা আসেন এবং তাঁদের বৃত্তের মধ্যে থাকা মানুষজনের সঙ্গে কথা বলেন। এর বাইরেও যে বহু মানুষ আছেন, তাঁদের মতামত ও কথা শোনার জন্য যে সহিষ্ণুতা থাকা দরকার, এই নবীন নেতৃত্বের মধ্যে কিছুটা হলেও তার অভাব পরিলক্ষিত। এই নবীন নেতারা পার্টির কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকেন বটে, তবে এলাকার দাবি-দাওয়ার আন্দোলনে চোখে পড়ে না। টক শো-তে তাঁদের কথা বলার ভঙ্গিতে আমরা মুগ্ধ হই বটে, তবে পাড়ার লোকেদের সমস্যা শোনার জন্য তাঁরা দরবারি-হাট বসান না। এখন এমন অনেক ইস্যু আছে যা নিয়ে রোজ আমজনতার কাছে পৌঁছানো যায়। এমন বহু বিষয় নিয়ে ক্রমাগত আন্দোলন চালালে ভোটারদের ভরসা বাড়ত। যে সমস্ত এলাকা বামপন্থীদের ঘাঁটি বলে পরিচিত, সেখানে ভারতীয় জনতা পার্টির ভোট বেশ বেড়েছে এবং বামপন্থীদের ভোট লক্ষণীয় ভাবে কমেছে। সংসদীয় গণতন্ত্রে একটি শক্তি হয়ে উঠতে হলে, মাঠটাকে আরও বড় করতে হবে।

শব্দবাণ-৯

১		২		৩	■	■
	■		■	৪		■
	■	■	■		■	■
৫		৬	■	৭		৮
■	■		■	■	■	
■	৯		■	১০	■	
■	■	১১				

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. কলকাতাসম্বন্ধীয় ৪.পত্নী, স্ত্রী ৫. উক্তি ৭.বেতন; টাকা ৯. অস্থায়ী বাসা ১১. বহুলোকপূর্ণ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১.কোলাহল ২.কচ্ছপ, কাছিম ৩.অট্টালিকা ৬.নৃত্যরত শিব ৮.খোলা ১০. ফুলগাছ লাগানোর জন্য মাটির পাত্র।

সমাধান: শব্দবাণ-৮

পাশাপাশি: ১.অনবরত ৩. জনতা ৫. চাতাল ৭. নরম ৮.কনক ১০. ঘরকরনা।

উপর-নীচ: ১.অঞ্জন ২. রথচালক ৩.জম্পেশ ৪. তাসেরঘর ৬. লক্তক ৯. নমুনা।

জন্মদিন

আজকের দিন

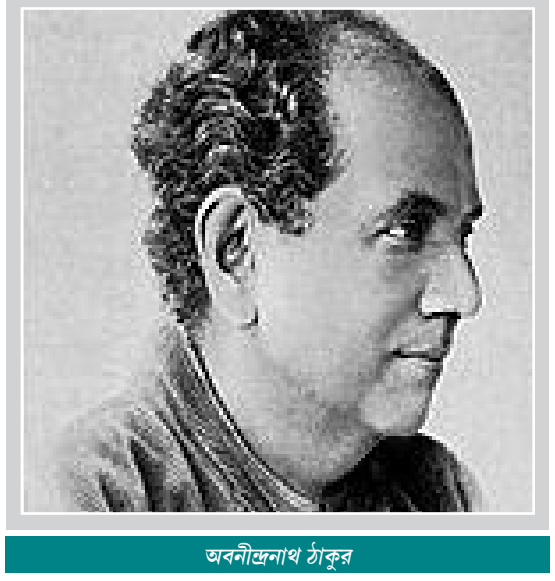

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৭১ *বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী ও লেখক অবনীন্দ্রনথ ঠাকুরের জন্মদিন।*
১৯৫৪ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী সুরেশ ওয়াদকরের জন্মদিন।*
১৯৬৮ *বিশিষ্ট অভিনেতা কৌশিক সেনের জন্মদিন।*

আজ বাইশে শ্রাবণ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮৩ তম প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য

রবীন্দ্রনাথের মুখাগ্নি করেছিলেন কে?

সিদ্ধার্থ সিংহ

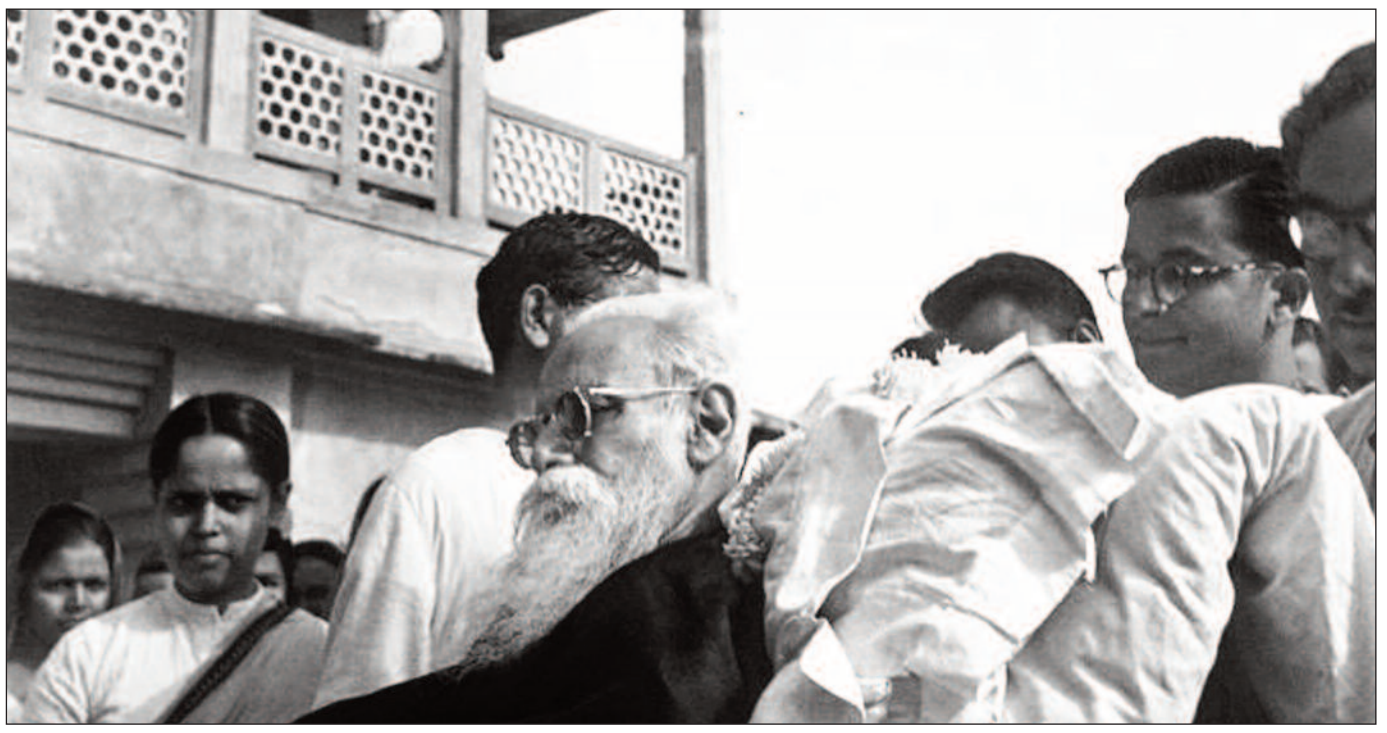

দিনটা ছিল আজ থেকে ৮২ বছর আগে, মানে ১৩৪৮ সালের ২২ শ্রাবণ। ইংরেজি ক্যালেন্ডারের হিসেবে ১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট।

স্থান জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি। কিছুক্ষণ আগেই শেষবারের মতো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখে গিয়েছেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় আর ডাক্তার ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁদের সব চেষ্টাই বিফল হল। বেলা ১২টা ১০মিনিটে পরলোকে পাড়ি দিলেন কবিগুরু।

বেলা সাড়ে বারোটায় কবির প্রয়াণ সংবাদ ঘোষণা করল আকাশবাণী। সারা দেশ শোকস্তব্ধ। ঠাকুরবাড়ির বাইরে শোকার্ত মানুষের ভিড় শুরু হল। কবিগুরুকে শেষবারের মতো একবার দেখার জন্য অধৈর্যপনা। সেই ভিড় ক্রমশ জনসমুদ্রে পরিণত হল। চলল অগণিত মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের পালা।*

এ দিকে গুরুদেবের দেহ স্নান করিয়ে, সাদা বেনারসী জোড়, গরদের পাঞ্জাবি পরিয়ে পাটকরা চাদর দিয়ে শোয়ানো হয়েছে বিছানায়। পরিয়ে দেওয়া হয়েছে কপালে চন্দন, গলায় গোড়ের মালা। পায়ের কাছে রাশি রাশি শ্বেতকমল, রজনীগন্ধা।

শেষযাত্রার পালঙ্কের নকশা এঁকে মিস্ত্রি দিয়ে তৈরি করিয়ে ফেললেন নন্দলাল। বেলা সাড়ে ৩টে পর্যন্ত জনতার শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন। এরই মধ্যে হঠাৎ করে বাইরে থেকে একদল লোক হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল সেই ঘরে।

ভিড়ের চাপে দোতলার সিঁড়ির রেলিং ভেঙে পড়ল। সিঁড়ির ছাদও ভাঙার উপক্রম। ততক্ষণে জোর জবরদস্তি ভেতরে ঢোকার জনস্রোতের চাপে লোহার গেট ভেঙে গেছে। যারা জোর করে ঢুকে পড়েছিলেন তাঁরাই রবি ঠাকুরের মৃতদেহ তুলে নিয়ে হইহই করে বেরিয়ে পড়লেন। বাইরে তখন উচ্চস্বরে জয়ধ্বনি — 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জয়', 'জয় বিশ্বকবির জয়'। ঘড়িতে তখন সাড়ে তিনটে বেজে গেছে।

জোড়াসাঁকোর ভিতরে থাকা লোকজন বলতে শুরু করল, এরা কারা? কোনও শিষ্টাচার নেই। এতটুকু সম্মান করল না বিশ্বকবিকে।

কিন্তু কে শোনে কার কথা! জনপ্লাবনের কালো মাথায় নৌকোর মতো ভাসতে ভাসতে শবদেহ চলল রাজপথে। আকাশবাণীতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের শবযাত্রার বিবরণ, আবৃত্তি, নজরুলের স্বরচিত কবিতা-গান — ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে... এন্ডরুজের রেকর্ড করা ভাষণ, প্রধান ধর্মযাজকের শোক জ্ঞাপন। সমকালীন কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত লিখে ফেললেন — 'মরণের হাতে লীলাকমল তুমি,/চলেছ আজ, জনস্রোতের তরঙ্গে তরঙ্গে,/সদ্য ছেঁড়া সহস্রদল পদ্মের মতোই ভেসে/ শোকের বার দরিয়ায়।'

অবশেষে ক্ষিতীশপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার নলিনাক্ষ সান্যাল, প্রবোধকুমার সান্যালদের মতো বিশিষ্টজনদের কাঁধে করে কলুটোলা স্ট্রিট, কলেজ স্ট্রিট, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট হয়ে কবির শবযাত্রা গিয়ে পৌঁছল নিমতলা শ্মশানঘাটে। ঘড়িতে তখন বিকেল ৫টা ৪০ মিনিট।

এর মাত্র কয়েক দিন আগে, অপারেশনের জন্যই ৯ শ্রাবণ শুক্রবার, ইংরেজির ২৫ জুলাই শেষবারের মতো তাঁর বহু যত্নে গড়া শান্তিনিকেতন ছেড়ে তিনি রওনা হয়েছিলেন কলকাতার উদ্দেশ্যে। বিশেষ সেলুনগাড়ি সকাল আটটায় জুড়ে দেওয়া হয়েছিল পাকুড় প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে। সেই গাড়ি হাওড়া স্টেশনের ১৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে পৌঁছয় বেলা ২-৪০ মিনিটে। সেখান থেকে গাড়িতে করে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে, মানে তাঁর জন্মভিটায় ৩-১৫ মিনিটে।

অপারেশনের বিপক্ষে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজে, ডাক্তার নীলরতন সরকার এবং কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ। আর অপারেশনের পক্ষে ছিলেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, ডাক্তার ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডাক্তার ইন্দুভূষণ বসু। শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সুপ্রা পিউবিক সিস্টোস্টমি অপারেশন হবে। চিকিৎসকেরা অনেক আলাপ-আলোচনা করে ৩০ জুলাই অপারেশনের দিন ঠিক করেন।

এই অপারেশনের দিনই, মানে ৩০ জুলাই সবাইকে অবাক করে দিয়ে সকালবেলায় মহাআশঙ্কার মধ্যে শুয়ে থেকেও মুখে মুখেই তিনি রচনা করে ফেললেন তাঁর জীবনের সর্বশেষ কবিতা, যেটা লিখে নিয়েছিলেন রানী চন্দ — 'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি বিচিত্র ছলনাজালে হে ছলনাময়ী'।

এ দিনই বেলা ১১টায় বারান্দায় প্রস্তুত করা হল অপারেশন টেবিল। ২৫ মিনিট ধরে চলল অপারেশন। তার পর বিকেলের দিকে মাঝে মাঝেই কবির জ্বালা করতে শুরু করল। শুরু হল ব্যথা।

৩১ জুলাইও ওই ভাবেই কাটল। ১ আগস্ট কবির গলা থেকে বেরোতে লাগল যন্ত্রণাসূচক শব্দ আর হিক্কা। ২রা কবি চলে গেলেন আচ্ছন্নতায়। তার মধ্যেই মাঝে মাঝে কাশি। ৩রা আগস্ট অবস্থার আরও অবনতি ঘটল। কবি ওষুধ খেতে চাইছিলেন না। দুপুর থেকে আবার আচ্ছন্নতা। এবার ধরা পড়ল কিডনি অকেজো। জেঁকে বসেছে ইউরোমিয়া। অপারেশনের সেলাই খুলে দিলেন ললিতবাবু। বিধানচন্দ্র আর ললিত দু'জনেই হতাশ।

৭ আগস্ট, ২২শে শ্রাবণ সকাল ৭টায় রামানন্দবাবুর উপাসনা, বিধুশেখরের মন্ত্রপাঠ, কবির মুখে শেষবারের মতো জল দিলেন অমিতা ঠাকুর। বারবার নাড়ি দেখছিলেন ডা. জ্যোতিষ রায়। মালা জপ করছিলেন তান য়ুন শান। শুরু হল কবিকে সুস্থ করার জন্য বিধানচন্দ্র আর ললিতের অসম লড়াই। পুনঃপর্যবেক্ষণ। অবশেষে হাল ছাড়লেন তাঁরা। বেলা ৯টায় খুলে দেওয়া হল অক্সিজেনের নল। স্তব্ধ হয়ে গেল কবির হৃদস্পন্দন। ঘড়িতে তখন বেলা ১২টা বেজে ১০ মিনিট।

সে দিন রবীন্দ্রনাথের শেষযাত্রার জনপ্লাবন ছিল কল্পনাতীত। সে দিন তাঁর মরদেহের উপরে যে বিভিন্ন রকমের অবর্ণনীয় অত্যাচার হয়েছিল, সেটাও ছিল কল্পনাতীত। সে দিন গোটা শবযাত্রা জুড়ে ছিল প্রচণ্ড চেঁচামেচি, ঠেলাঠেলি আর ধাক্কাধাক্কি। শবযাত্রায় যাঁরা পা মিলিয়েছিলেন, তাঁরা পরখ করেছিলেন একদল উৎশৃংখল লোকের বর্বরোচিত দৃশ্য। পরখ করেছিলেন, কবির মরদেহ নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য। মনে হয়েছিল, লোকজন বুঝি পাগল হয়ে গেছে। বহু লোক শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ফুলের স্তবক নিয়ে গেলেও সেই ফুল তাঁদের হাতেই থেকে গিয়েছিল।

কেউ কেউ তাঁর চুল দাড়ি-ছিঁড়ে নিয়েছিল। কেউ কেউ প্রণামের অছিলায় তুলে নিয়েছিল তাঁর পায়ের নখ। কেউ খামচে তুলে নিয়েছিল শরীরের মাংস। আর কত মানুষ যে চলমান খাটের পাশে হাঁটতে হাঁটতে লাফিয়ে উঠে তাঁর হাত-পা ধরে টানাটানি করেছিলেন তার হিসেব নেই। পরে প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখে শোনা গিয়েছিল, শবের পাশে বসে নন্দলাল বসু নাকি পাখার বাঁট দিয়ে সেই 'স্মারক'-লুব্ধ ভক্তদের তাড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন।

পরে রবীন্দ্র স্নেহধন্য পুলিশ অফিসার পঞ্চানন ঘোষাল রিপোর্টে জানিয়েছিলেন যে, ঘটনাটি রটনামাত্র। আসলে মাত্র একজন যুবকই ওইরকম বিভ্রান্তমূলক রটনার নায়ক। তিনি বলেছিলেন, 'আমরা ওই ছোকরার বাড়ি তল্লাশি করে ওগুলো সংগ্রহ করেছি। আসল না নকল বুঝতে পারিনি। ইংরাজ ডেপুটি সাহেবের নির্দেশে তা গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয়েছে, না হলে ওগুলি আরও জাল হতো এবং ভবিষ্যতে কবির যা দাড়ি পাওয়া যেত, তার ওজন হতো কয়েক টন হত।'

কবিগুরুর ওই আসল অথবা নকল দাড়ি ও চুল সংগ্রহকারী যুবকের শেষ পর্যন্ত কোনও শাস্তি হয়েছিল কি না তা অবশ্য আর জানা যায়নি।

সে দিন ওই সব লোকজন ছাড়াও শহর-শহরতলি এবং দূর-দূরান্ত থেকে এত রবীন্দ্র-গুণমুগ্ধ সেই শোকযাত্রায় পা মিলিয়েছিলেন যে, কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ সেই ভিড় ঠেলে এগোতেই পারেননি। এমনকী শেষকৃত্য, মুখাগ্নিটুকুও করতে পারেননি।

সেদিন শেষ পর্যন্ত নিমতলা শ্মশান ঘাটে রথীন্দ্রনাথ পৌঁছলেও, লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড় ঠেলে রথীন্দ্রনাথ তাঁর বাবার মরদেহর কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করলেও, পৌঁছনো তো দূরের কথা, মরদেহের কাছাকাছিও যেতে পারেননি।

তিনি নিমতলার কাছাকাছি পৌঁছনো মাত্রই লোকের ভিড়ের চাপে প্রায় দম বন্ধ হয়ে তিনি সেখানেই অজ্ঞান হয়ে যান।

শ্মশান ঘাটের কাজ শেষ হয়েছিল রাত আটটায়। ছেলে পৌঁছতে না পারায় মুখাগ্নি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পৌত্র সুবীরেন্দ্রনাথ।

কবি নিজে ব্রাহ্ম রীতি অনুযায়ী শেষকৃত্য চেয়ে এসেছিলেন বরাবর। কিন্তু জনপ্লাবন এত উশৃঙ্খল ছিল যে, সে ইচ্ছার মর্যাদা রাখা যায়নি। উল্টে চিতা নেভানোর সময় অর্ধদগ্ধ অস্থি নেওয়ার জন্য বেশ কিছু জনতা পাগল হয়ে উঠেছিল। তাই ওই দিনটি ইতিহাসের পাতায় আজও একটি কলঙ্কিত দিন হয়ে রয়ে গিয়েছে।

নিমতলা শ্মশান ঘাটে যেখানে রবীন্দ্রনাথকে দাহ করা হয়েছিল, সেখানে আজও তাঁর নামে একটি স্মৃতিফলক আছে। তাতে লেখা রয়েছে--- 'অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে / সে পায় তোমার হাতে / শান্তির অক্ষয় অধিকার'।

বিশ্বকবির ইচ্ছে ছিল তাঁর মৃত্যুর পরে এই গান গাওয়া হোক। তাই আজও স্মৃতির ফলকে তাঁর এই গানের লাইন ক'টা লেখা রয়েছে।

তথ্যসূত্র

১। বাইশে শ্রাবণ — নির্মলকুমারী মহলানবিশ
২। শনিবারের চিঠি, ১৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৪৮
৩। গুরুদেব — রানী চন্দ

আনন্দকথা

সকলে যদি সেরূপ হয়, পৃথিবী স্বর্গ হয়ে পড়বে। প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত যাতে জগতের মঙ্গল হয়।"

বিদ্যা ও অবিদ্যার কথা কহিতে কহিতে ঠাকুর ব্রহ্মজ্ঞানের কথা কহিতেছেন। বিদ্যাসাগর মহাপণ্ডিত। ষড় দর্শন পাঠ করিয়া দেখিয়াছেন, বুঝি ঈশ্বরের বিষয় কিছুই জানা যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ব্রহ্ম — বিদ্যা ও অবিদ্যার পার। তিনি মায়াতীত।

(Problem of Evil—ব্রহ্ম নির্লিপ্ত—জীবেরই সম্বন্ধে দুঃখাদি)

"এই জগতে বিদ্যামায়া অবিদ্যামায়া দুই-ই আছে; জ্ঞান-ভক্তি আছে আবার কামিনী-কাঞ্চনও আছে, সৎও আছে, অসৎও আছে। ভালও আছে আবার মন্দও আছে। কিন্তু ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। ভাল-মন্দ জীবের পক্ষে, সৎ-অসৎ জীবের পক্ষে, তাঁর ওতে কিছু হয় না।

"যেমন প্রদীপের সম্মুখে কেউ বা ভাগবত পড়ছে, আর কেউ বা জাল করছে। প্রদীপ নির্লিপ্ত।

"সূর্য শিষ্টের উপর আলো দিচ্ছে, আবার দুষ্টের উপরও দিচ্ছে। *(ক্রমশঃ)*

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ওপার বাংলায় এদেশের ৫০ জনের বেশি লরিচালক-খালাসি আটকে থাকায় উদ্বেগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বাংলাদেশের হাসিনা সরকারের ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর এখনও ওপার বাংলায় আটকে ভারতের ৫০ জনেরও বেশি লরিচালক এবং খালাসি। মালদার মহদিপুর এলাকার ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সীমান্ত দিয়েই পেঁয়াজ, লঙ্কা সহ বিভিন্ন ধরনের পণ্যবাহী সামগ্রী নিয়েই ওপারে গিয়েছিলেন লরিচালক এবং খালাসিরা। কিন্তু সোমবার বাংলাদেশের সরকার পতনের পরেও গভীর রাতে কয়েকজন চালক ও খালাসি ফিরে আসতে পারলেও, এখনও ৫০ জনেরও বেশি আটকে রয়েছেন। আর এই ঘটনায় চরম উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মালদার এক্সপোর্টার অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা। পাশাপাশি এই অস্থির পরিস্থিতির জন্য মহদিপুরের ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ভারতীয় সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানরা মালদার বিভিন্ন সীমান্তবর্তী এলাকায় কড়া নজরদারি শুরু করেছেন। নদীপথে চলছেও স্পিড বোর্ডের মাধ্যমে নজরদারি। যে কোনও ধরনের অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতেও উন্নতমানের যন্ত্রপাতি বর্ডারে বসানো হয়েছে বলেও বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি রাতেও কাঁটাতারের সীমান্তে ব্যবহার করা হচ্ছে সার্চলাইট।

মঙ্গলবার মালদার মহদিপুরে পৌঁছে লরিচালক মদনমোহন মহালদার বলেন, 'রবিবার পেঁয়াজ নিয়ে গিয়েছিলাম। লরি ভর্তি পেঁয়াজ নিয়ে বাংলাদেশে পানামা স্থলবন্দরে আটকে পড়ি। ওই এলাকাতেও আগুন জ্বলছে।

ভয় হচ্ছিল যদি আমাদের ওপর কেউ হামলা চালায়। যদিও লরি নিয়ে ফিরে আসতে পারেনি। সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর তৎপরতায় কয়েকজন লরিচালক ও খালাসি ফিরতে পেরেছি। এখনও ৫০ জনেরও বেশি ভারতীয় লরিচালক খালাসি বাংলাদেশের পানামা স্থলবন্দরে আটকে রয়েছেন।'

বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা জেলার ইংরেজবাজার, পুরাতন মালদা, হবিবপুর, বামনগোলা, কালিয়াচক, বৈষ্ণবনগর এই ছ'টি থানা এলাকা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী। জেলায় প্রায় ১৭৩ কিলোমিটার জুড়ে কাঁটাতারের সীমানা রয়েছে। যে সমস্ত আউটপোস্টগুলি রয়েছে, সেখানেও বাড়তি নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে মহদিপুর সীমান্ত দিয়ে আমদানি রপ্তানি বন্ধ থাকলেও, অনেকেই চিকিৎসা সহ নানা কাজে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসলে নিজেদের দেশে ফেরা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

ভারতে পড়তে আসা বাংলাদেশীছাত্র নাজমুল সাকিব বলেন, 'শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁরা ন্যায্য অধিকার পাননি। প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করা তাঁরা সমর্থন করি। কিন্তু এ ভাবে দেশের সম্পত্তি নষ্ট করা হচ্ছে ভাঙচুর করা হচ্ছে একে সমর্থন করি না।' মালদার মহদিপুর এলাকার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে দায়িত্বপ্রাপ্ত কাস্টমসের অধিকর্তা দেশদুলাল চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'ওপারে আটকে থাকা ভারতীয় লরিচালক খালাসিদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এখনও ওপারে ভারতীয় ২০০ লরি আটকে রয়েছে। লরি ফেলেই চালক ও খালাসিদের ভারতে চলে আসতে হয়েছে। সীমান্ত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রতিদিন গড়ে ১৬ থেকে ২০ কোটি টাকার লোকসান হচ্ছে। তবে ওপারের পরিস্থিতির ওপর নজর রয়েছে। আশা করছি, খুব শীঘ্রই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে রপ্তানির জন্য এই বাণিজ্য সীমান্ত খুলে দেওয়া হবে।'

মহদিপুর এক্সপোর্টার অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তা ভূপতি হালদার বলেন, 'বাণিজ্য সীমান্ত বাংলাদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে নিশ্চয়ই চালু হবে। কিন্তু ওপারে আটকে থাকা ভারতীয় লরিচালক ও খালাসিরা যাতে সুষ্ঠু ভাবে ফিরতে পারেন সে নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছি। ৫০ জনেরও বেশি চালক ও খালাসি বাংলাদেশের পানামা স্থলবন্দরে আটকে রয়েছেন। তাঁদেরকে ওপার থেকে ভারতে আনার জন্য সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় দপ্তরগুলি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করছে।'

মন্ত্রীর ত্রাণবিলি, জলমগ্ন এলাকায় কারও দেখা না পাওয়ার অভিযোগ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: প্লাবিত এলাকার বন্যা দুর্গত মানুষদের পাশে দেখা গেল রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না সহ প্রশাসনিক আধিকারিকদের। এদিন আরামবাগ মহকুমার বেশ কয়েকটি প্লাবিত এলাকা ও ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেন তাঁরা। পুড়শুড়া থেকে শুরু করে গোঘাটের নকুন্ডা অঞ্চলের কুলে এলাকার ত্রাণ শিবিরে যান এবং বন্যা দুর্গত মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। পাশাপাশি বন্যা দুর্গত মানুষদের হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দেন।

প্রসঙ্গত, দফায় দফায় ডিভিসির জল ছাড়ায় প্লাবিত হয়েছে আরামবাগ মহকুমার বেশ কয়েকটি এলাকা। জলমগ্ন হয়ে পড়েছে পুরশুড়া, গোঘাট ,খ ানাকুলের বেশ কয়েকটি জায়গা। জলবন্দি হয়ে পড়েছে একাধিক পরিবার। নিচু এলাকার বন্যা দুর্গতদের সরিয়ে আনা হয়েছে নিরাপদ আশ্রয়ে। খোলা হয়েছে ত্রাণ শিবির। সেখানেই আশ্রয় নিয়েছে একাধিক পরিবার। গোঘাটের নকুন্ডা এলাকার কুলে এলাকাটি নিচু হওয়ায় প্রতি বছরই প্লাবিত হয়। এই বছরও ওই এলাকার মানুষ জলবন্দি হয়ে পড়ে।

রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না থেকে শুরু করে হুগলির জেলাশাসক মুক্তা আর্যা, সাংসদ মিতালি বাগ, মহকুমাশাসক সুভাষীনি ই সহ অন্যান্য আধিকারিকরা বন্যা দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করেন। রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, 'অতিবর্ষণের ফলে নিচু এলাকা প্লাবিত হয়েছে। এই এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বললাম। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাশে রয়েছেন। সরকার মানুষের পাশে রয়েছে।' সাংসদ মিতালি বাগ বলেন, 'মানুষের জীবনের মূল্য সবচেয়ে বেশি। তাই যে কোনও পরিস্থিতিতে আমরা মানুষের পাশে আছি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভাবে নির্দেশ দিচ্ছেন সেই ভাবেই মানুষের পাশে আছি।'

অপরদিকে ত্রাণ নিয়ে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ বিজেপি বিধায়কের। খানাকুল ১ নম্বর ব্লক অফিসে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ দাবি করেন, জেলা প্রশাসন তৃণমূলকে খুশি করার জন্য শুধু ছবি তুলতে যাচ্ছে। যে সমস্ত এলাকা জলমগ্ন সেখানে কারও দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। ইচ্ছাকৃত ভাবে তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতি বিজেপি সদস্যদের বঞ্চিত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। যদিও হুগলির জেলাশাসক মুক্তা আর্য খানাকুলে পর্যাপ্ত পরিমাণ ত্রাণসামগ্রী দেওয়া হয়েছে বলেই জানান।

ঝাড়গ্রাম জেলা আদালতের ভবনের ভার্চুয়াল উদ্বোধন প্রধান বিচারপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম জেলা আদালতের নতুন ভবনের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম, তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি ইন্দ্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এবং বিচারপতি অনিরুদ্ধ রায়, রাজ্যের আইনমন্ত্রী মলয়ঘটক। ভার্চুয়ালি প্রধান বিচারপতি কলকাতা হাইকোর্ট থেকে উদ্বোধন করেন। ঝাড়গ্রামে জেলা আদালতের বিচারপতি কল্লোল চট্টোপাধ্যায় ঝাড়গ্রামে গোটা অনুষ্ঠানের পৌরহিত্য করেন। জেলা বিচারপতি সহ অনান্য বিচারপতি এবং দু'টি বারের আইনজীবীরা প্রদীপ জ্বালান। ২০১৭ সালে নতুন ঝাড়গ্রাম জেলা ঘোষণা হয়। ২০১৯ এ ঘোষণা হয় জেলা আদালতের। কোর্ট চত্বর ছড়িয়ে ছিটিয়ে এতদিন কাজ চললেও, মঙ্গলবার থেকে সমস্ত কাজ নতুন আদালতের বিল্ডিংয়ে শুরু হল। মঙ্গলবার সকালে আদালতের সমস্ত বিচারক, আইনজীবী,আদালতের স্টাফরা সকলে মিলে বর্ণাঢ্য পদযাত্রা করেন। প্রায় ৯০ কোটি টাকা খরচ করে কলকাতা হাইকোর্টের আদলে এই নতুন ছ'তলা ভবন তৈরি করা হয়েছে। একটা আদালতে যা যা দপ্তর, বার সহ যে সমস্ত বিভাগ থাকার কথা সমস্তটাই এই ছ'তলা ভবনে রয়েছে। একই জায়গায় সমস্ত কোর্ট উঠে আসায় আদালতে আসা সমস্ত লোকের ব্যাপক সুবিধা হয়েছে। নবনির্মিত ঝাড়গ্রাম জেলা আদালতে ১৮ জন বিচারকের এজলাস থাকছে। ১৮ জন বিচারকের এজলাস থাকলেও, চালু হবে আটটি আদালত। দেওয়ানি, ফৌজদারি, এসিজিএম, সিজিএম, প্রথম অতিরিক্ত জেলা দায়রা আদালত ছাড়াও জেলা বিচারকের এজলাস থাকছে। বিচারপ্রার্থীদের থাকা ও বসার ব্যবস্থা, সরকারি আইনজীবীদের পৃথক পৃথক চেম্বার থাকছে। লিফট থাকছে সাতটি। দু'টি বার অ্যাসোসিয়েশনের আলাদা আলাদা ঘর থাকছে। ভবনেই থাকছে জিআরও কার্যালয়। নতুন ভবনে থাকছে সাক্ষীদের বসার ব্যবস্থা। দু'টি মিটিং হল, ক্যান্টিনেরও ব্যবস্থা রয়েছে। পুরো ভবনটিতে রয়েছে প্রায় দেড়শোটি ঘর রয়েছে।

পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ক সংগীত মেলা অনুষ্ঠিত হলো সিউড়ি রবীন্দ্র সদনে। ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের সহায়তায় নেহেরু যুব কেন্দ্র বীরভূম এবং মাই ডিয়ার ট্রিস এন্ড ওয়াইল্ডস এর যৌথ উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন শতাধিক শিল্পী বৃন্দ। এই অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন, লোকসংগীত সম্রাজ্ঞী স্বপ্না চক্রবর্তী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রী রতন কাহার, নাট্য পরিচালক ও নির্দেশক স্বপন রায়, নেহেরু যুব কল্যাণ কেন্দ্রের আধিকারিক রায়া দাস, বীরভূম জেলা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শিক্ষারত্ন চন্দন সাহা, গীতিকার সুরকার মনিরুদ্দীন আহমেদ, আয়োজক সংস্থার উপদেষ্টা গৌতম গঙ্গোপাধ্যায় এবং প্রেরণা সিউড়ি বীরভূমের সম্পাদক তথা সাংবাদিক মৃণালজিত গোস্বামী এবং আয়োজক সংস্থার পক্ষে সভাপতি সঙ্গীতা ধর বিশ্বাস।

বাঁধের সোলের কাছে বক্কেশ্বর ব্রিজের ওপরে ও ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে রয়েছে বড় বড় গর্ত আর তা উপেক্ষা করেই চলছে যানবাহন, ঘটতে পারে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা।

ডিভিসির ছাড়া জলে মুণ্ডেশ্বরীর জলস্তর বাড়ায় চিন্তায় বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, জয়পুর: উদয়নারায়ণপুরে বন্যা পরিস্থিতির বেশ কিছুটা উন্নতি হলেও, ডিভিসির ছাড়া জলে ফের জলস্তর বাড়তে শুরু করেছে মুণ্ডেশ্বরী নদীর। ফলে হাওড়ার দ্বীপ অঞ্চল ঘোড়াবেড়িয়া-চিতনান এবং ভাটোরা এই দুই গ্রাম পঞ্চায়েতে জল বাড়ছে বলে জানা গিয়েছে।

উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই প্লাবিত হয়েছে হাওড়া দীপাঞ্চল এই দুই গ্রাম পঞ্চায়েত। ফের নতুন করে জল ছাড়ায় মুণ্ডেশ্বরী নদীর জল হু হু করে ঢুকছে এই দুই গ্রাম পঞ্চায়েতে। প্রশাসন ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি নিয়ে রেখেছে এবং মোতায়েন রাখা হয়েছে ত্রাণ সহ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি। কয়েকশো মানুষকে ইতিমধ্যেই নিরাপদ আশ্রয় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ভাটোরা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান অশোক গায়েন। তবে এদিন দামোদরের জলস্তর কমে যাওয়ায় উদয়নারায়ণপুরের বন্যা পরিস্থিতি অনেকটাই উন্নতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন উদয়নারায়ণপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি লক্ষ্মীকান্ত দাস।

স্ত্রীকে কাস্তের কোপ মেরে আত্মহত্যার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনায় শ্রীনগর চৌকনের ক্যানেলপাড় বস্তি এলাকায় স্ত্রীর গলায় কাস্তের কোপ মেরে এক যুবক আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। সোমবার রাত ১১টা নাগাদ রাতের খাবার খেয়ে ঘুমোতে যাওয়ার সময় স্ত্রী পরভিনা বিবি ও স্বামী শহিদুল মল্লিকের মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয়। মঙ্গলবার ভোর পাঁচটা নাগাদ তাঁর স্ত্রীর গলায় এবং পেটে কাস্তের কোপ মেরে নিজেও আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। চিৎকার চেঁচামেচি শুনে পাড়া- প্রতিবেশীরা ছুটে গিয়ে দরজা খুলে পরভিনাকে উদ্ধার করে এবং শহিদুলকে গাছে বেঁধে রাখেন। আহত পরভিনাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ এসে শহিদুলকে আটক করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায় ক্ষীরপাই গ্রামীণ হাসপাতালে।

লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: কেসিআই প্লাজা, ৫ম তল, ২৩সি, আশুতোষ চৌধুরি এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৯,
দূরভাষ নং. ৪০৫০-৬৩০০, ফ্যাক্স নং. ৪০৫০-৬৩৩৩ **ইমেল:** info@ludlowjute.com **ওয়েবসাইট:** www.ludlowjute.com
কর্পোরেট আইডেনটিটি নাম্বার (CIN) L65993WB1979PLC032394

৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

₹ প্রতি শেয়ার ডেটা ব্যতীত টাকার অঙ্ক লাখে

ক্রম নং		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৭৪৬৮	১২৭৬৭	১২২৭১	৪৭৬১৮
২.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ববর্তী)	(৯৩৫)	(৮৩৬)	(২৯২)	(১৭৮৬)
৩.	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময় কালের জন্য(ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(৯৩৫)	(৮৩৬)	(২৯২)	(১৭৮৬)
৪.	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময় কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(৬৯৮)	(৫৪৩)	(২১৯)	(১২৫৪)
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী কর এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় পরবর্তী সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) অন্তর্গত)	(৬৩৮)	(৪৯৭)	(১৬১)	(১০৩৪)
৬.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ₹ ১০/- প্রতিটি)	১০৮০	১০৮০	১০৮০	১০৮০
৭.	মজুত (পুনর্মূল্যায়িত মজুত, বিগত বর্ষের নিরীক্ষিত উদ্বর্তপত্রে উল্লিখিত মতো)	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	১৫৪৩৫
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (ফেসভ্যালু ₹ ১০/- প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) (ক) মূল	(৬.৪৮)	(৫.০৩)	(২.০৩)	(১১.৬১)
	(খ) মিশ্রিত	(৬.৪৮)	(৫.০৩)	(২.০৩)	(১১.৬১)

দ্রষ্টব্য :
১. ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে কোম্পানির সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফল নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পুনরিক্ষীত এবং কোম্পানির পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত, ০৬ অগস্ট, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের স্ব স্ব সভায় এবং এটির সীমায়িত পুনরীক্ষণ, বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ দ্বারা সম্পাদিত।
২. উপরেরটি ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারসংক্ষেপ, যা বোম্বাই স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে, রেগুলেশন ৩৩ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস্, ২০১৫-র অন্যান্য প্রযোজ্য বন্দোবস্তাদির অধীনে। আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.ludlowjute.com) এ পাওয়া যাবে।
৩. ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যানটি হল ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত সম্পূর্ণ আর্থিক বছরের বিষয়ে নিরীক্ষিত পরিসংখ্যানগুলি এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত তারিখ থেকে বর্ষের পরিসংখ্যানের মধ্যে ভারসাম্য পরিসংখ্যান।
৪. বিগত সময়কালের রাশিসমূহ, যেখানে প্রয়োজন সেখানেই পুনর্শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে।

পর্ষদের আদেশানুসারে
আশিস আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN-10198821

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৬.০৮.২০২৪

নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড
CIN: L10400WB1907PLC001722
রেজিঃ অফিস : ১৭, রয় স্ট্রিট, একতলা, কলকাতা-৭০০ ০২০
টেলি. নং ০৩৩ ৪০৬২ ৯১২৭
ই-মেল: neelachalkolkata@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.neelachal.co.in

বিজ্ঞপ্তি

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ২৯ অনুসারে এতদ্দ্বারা আপনাদের জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের সভা ১৪ অগস্ট, ২০২৪ তারিখ বুধবার কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অনুষ্ঠিত হবে যেখানে অন্যান্য সবকিছুর মধ্যে ৩০ জুন, ২০২৪ -এ সমাপ্ত প্রথম ত্রৈমাসিক এবং তিন মাসের কোম্পানির অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফল বিবেচনা, অনুমোদন ও নথিভুক্ত করা হবে।

নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
তেজস দোশী
ডিরেক্টর

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৬ অগস্ট, ২০২৪

SVC CO-OPERATIVE BANK LTD.

লিগাল এবং রিকভারি বিভাগ
এসভিসি টাওয়ার, জওহরলাল নেহরু রোড, ভাকোলা, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বই : ৪০০০৫৫।
ফোন নং : ৭১৯৯৯৯৮২/৭১৯৯৯৯২৮/৭১৯৯৯৯৭০/৭১৯৯৯৯৮৬/৭১৯৯৯৯৭৫

নোটিশ

প্রতি,
১. মেসার্স নোভাটেক প্রোজেক্টস (ইন্ডিয়া) প্রা লি.
রেজিস্টার্ড অফিস : ৬০১, ৭ম তল, বালাজি ইনফোটেক, প্লট নং এ/২৭৮ রোড, নং ১৬/এ, ওয়াগলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, থানে পশ্চিম : ৪০০৬০৪
২. শ্রী সুকুমার ঘোষ,
৩. শ্রী সৌমদীপ ঘোষ,
৪. শ্রী রাজদীপ সুকুমার ঘোষ,
৫. শ্রীমতি মাধুরী সুকুমার ঘোষ,
আপনারা ২ থেকে ৫ এর সাকিন : ফ্ল্যাট নং ৯০৩, ১০ম তল, এ-উইং, বিল্ডিং নং ৩, সিদ্ধাচল ফেজ ৬/১ সিএইচএস লি. পোখরান রোড নং ২ এর ওপর, গ্রাম : মাজিওয়াড়ে, তালুক এবং জেলা : থানে-৪০০৬১০।

আপনারা নং ২ থেকে ৫ মেসার্স নোভাটেক প্রোজেক্টস (ইন্ডিয়া) প্রা. লি. এর সর্বক্ষণের ডিরেক্টর হিসেবে এসভিসি ব্যাঙ্ক কনসোরসিয়াম-এর কাছ থেকে ঋণ সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে এবং পরিশোধের বিষয়ে অন্যান্য জামিনের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে জামিন রেখেছেন।
ব্যাঙ্ক আরবিআই মাস্টার সার্কুলার এবং মহামান্য সুপ্রিমকোর্ট দ্বারা নির্ধারিত সর্বশেষ আইন মোতাবেক সংশ্লিষ্ট স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য বনাম রাজেশ আগরওয়াল এবং অন্যান্য সম্পর্কিত প্রাপ্ত ফরেনসিক অডিটরের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ২৬.০৭.২০২৪ তারিখে আপনাদের কারণ দর্শানোর নোটিশ ইস্যু করেছে। ব্যাঙ্কে দাখিল করা আপনাদের ঠিকানায় প্রত্যেককে ইস্যুকরা উক্ত নোটিশগুলি অবন্টিত অবস্থায় 'পলাতক' মন্তব্য সহ ফিরে এসেছে।
সুতরাং এই সাধারণ নোটিশ মাধ্যমে, আপনাদের নিম্নোক্ত ঠিকানায় যেকোনও কাজের দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধে ৫.৩০ টার মধ্যে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে উক্ত ২৬.০৭.২০২৪ তারিখের নোটিশ সংগ্রহ এবং আপনাদের বক্তব্য পেশের জন্য, যদি কিছু থাকে, হাজির হতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
ঠিকানা : এসভিসি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লি., 'এস ভি সি টাওয়ার', জওহরলাল নেহরু রোড, ভাকোলা রোড, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বই : ৪০০০৫৫।

তারিখ : ০৭/০৮/২০২৪
স্থান : মুম্বই

স্বা/-
ডে. জেনারেল ম্যানেজরা
(লিগাল অ্যান্ড রিকভারি ডিপার্টমেন্ট)

মেগাথার্ম ইন্ডাকশন লিমিটেড
(পূর্বে মেগাথার্ম ইন্ডাকশন প্রাইভেট লিমিটেড নামে পরিচিত)
CIN : L31900WB2010PLC154236
রেজিস্টার্ড অফিস : প্লট এল-১, ব্লক জিপি, ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স, সেক্টর ৫ , সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০০৯১
ফোন : ০৩৩৪০৮৮৬২০০ ইমেল cs@megatherm.com ওয়েবসাইট : https://megatherm.com

১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে মেগাথার্ম ইন্ডাকশন লিমিটেডের ("দি কোম্পানি") ১৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) শুক্রবার, ৩০ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে সকাল ১১.৩০টায় অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্সিং/অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মিনস (ভিসি/ওএভিএম) সুবিধার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্থানে অর্থাৎ কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে কোম্পানির ১৪ তম এজিএম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("অ্যাক্ট") এবং লিস্টিং রেগুলেশনের প্রযোজ্য বিধানগুলির সাথে সম্মতিতে, যথাক্রমে সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০ এবং ১৭/২০২০, তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০ এবং ১৩ এপ্রিল, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ২২/২০২০ তারিখ ১৫ জুন, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ৩৩/২০২০, তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ১০/২০২১ তারিখ ২৩ জুন, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং ২০/২০২১ তারিখ ৮ ডিসেম্বর, ২০২১ এবং সাধারণ সার্কুলার নং ৩/২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (সম্মিলিতভাবে "এমসিএ সার্কুলার" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) দ্বারা জারি করা হয়েছে এবং সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 তারিখ ১২ মে, ২০২০, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 তারিখ ১৫ জানুয়ারি, ২০২১, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 তারিখ ১৩ মে, ২০২২ এবং SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2023/167 তারিখ ৭ অক্টোবর, ২০২৩ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা হয়েছে (সম্মিলিতভাবে "সেবি সার্কুলার" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং আইন এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ ("লিস্টিং রেগুলেশনস") এর বিধানগুলি মেনে কোম্পানির এজিএম ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে পরিচালিত হবে।
এজিএম-এর নোটিশ এবং এর পরিশিষ্টগুলি শুধুমাত্র সেই সদস্যদের বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে ২ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে নিবন্ধিত।
এজিএম চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিংয়ের জন্য নির্দেশাবলী

[illegible]

বোর্ডের আদেশক্রমে
মেগাথার্ম ইন্ডাকশন লিমিটেড-এর পক্ষে
(CIN L31900WB2010PLC154236)
স্বা/-
(অবন্তী সাহা বসু)
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
সদস্য সংখ্যা - A69276

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৯ জুলাই, ২০২৪

Bata

বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড
CIN: L19201WB1931PLC007261
রেজিস্টার্ড অফিস: ২৭বি, ক্যামাক স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০১৬, পশ্চিমবঙ্গ
টেলিফোন: +৯১ ৩৩ ২৩০১ ৪৪০০। ফ্যাক্স: + ৯১ ৩৩ ২২৮৯ ৫৭৪৮
ই-মেল: share.dept@bata.com । ওয়েবসাইট: www.bata.in

নোটিশ
সদস্যগণের রেজিস্টার সুরক্ষার স্থান পরিবর্তন

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যগণের রেজিস্টার সুরক্ষার স্থান নতুন রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার হস্তান্তর প্রতিনিধি (মেসার্স লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড), **রসুই কোর্ট, ৬ষ্ঠতল, ২০, স্যার আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা : ৭০০০০১** হিসেবে গণ্য হবে ৮ আগস্ট ২০২৪ তারিখ থেকে কার্যকর হিসেবে গণ্য হবে বৈষ্ণ চেম্বার, ৬ষ্ঠ তল,ফ্ল্যাট নং ৫০২ এবং ৫০৩, ৬, বিপ্লবী ত্রৈলোক্য মহারাজ রোড (ব্রাবোর্ন রোড), কলকাতা : ৭০০০০১ এর পরিবর্তে।

বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন বাগারিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং প্রয়োগ আধিকারিক

স্থান : গুরুগ্রাম
তারিখ : ৬ আগস্ট ২০২৪

আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড
CIN: L70109WB1986PLC040864
রেজিঃ অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২ সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

পাবলিক নোটিস

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইসুর জন্য। যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

ক্র. নং	নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম	এল. এফ. নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	স্বাতন্ত্র্যসূচক নং	শেয়ার সংখ্যা
১.	হরিশ চন্দর মালহোত্রা	০০০৫৭৮২	১২১৩	২৩১২৭৫১-২৩১৪৫০০	১৭৫০

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইসুর প্রক্রিয়ারত, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানিতে বা এর রেজিস্ট্রার মেসার্স বীটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৯৯, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)

স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ: ০৬ অগস্ট, ২০২৪

hindware

হিন্দওয়্যার হোম ইনোভেশন লিমিটেড
CIN : L74999WB2017PLC222970
রেজিস্টার্ড অফিস: ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন: +৯১ -৩৩-২২৪৮ ৭৪০৪/০৭
ইমেল: investors@hindwarehomes.com
ওয়েবসাইট: www.hindwarehomes.com

৭ম বার্ষিক সাধারণ সভা, বই বন্ধ এবং ই-ভোটিং সম্পর্কে তথ্য সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির সদস্যদের ৭ম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') বুধবার, ২৮ আগস্ট, ২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ টায় (আইএসটি)অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') /অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস ('ওএভিএম') সুবিধার মাধ্যমে কোম্পানি আইনের প্রযোজ্য বিধানগুলি মেনে, ২৮ মে ২০২৪ তারিখে ৭ম এজিএম-এর নোটিশে নির্ধারিত বিষয়গুলি সম্পাদনের জন্য, ২০১৩ ("অ্যাক্ট") এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি এবং সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("লিস্টিং রেগুলেশনস") ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের সার্কুলার নং ০৯/২০২৩ এর সাথে পঠিত কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ("এমসিএ সার্কুলার") জারি করা এবং সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2023/167 তারিখ ৭ অক্টোবর, ২০২৩ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ("সেবি সার্কুলার") জারিকৃত অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে।
উপরে উল্লিখিত এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার মেনে, কোম্পানি ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের জন্য তার বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ৬ আগস্ট, ২০২৪-এ সমস্ত সদস্যদের কাছে ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে কোম্পানির ৭ম এজিএম-এর নোটিশ পাঠিয়েছে যাদের ইমেল আইডি কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ("আরটিএ")/ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গণ) ("ডিপি") এর সাথে নিবন্ধিত। এই নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন www.hindwarehomes.com, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটগুলি যেমন www.bseindia.com এবং www.nseindia.com এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের ('সিডিএসএল') ওয়েবসাইটেও পাওয়া যায় www.evotingindia.com -এ।
কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ (সংশোধিত) এবং তালিকা প্রবিধানের প্রবিধান ৪৪-এর বিধি ২০ সহ পড়া আইনের ১০৮ ধারা অনুসারে, কোম্পানি দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য সিডিএসএল-এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে কোম্পানির ৭ম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত রেজোলিউশনগুলিতে এর সদস্যরা ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দেবেন।
আইনের ধারা ৯১ এবং লিস্টিং রেগুলেশনের রেগুলেশন ৪২ এর অধীনেও নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে, ২৩ আগস্ট, ২০২৪ থেকে ২৮ আগস্ট, ২০২৪ (উভয় দিনই অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত সদস্যদের নিবন্ধন এবং কোম্পানির শেয়ার স্থানান্তর বই বন্ধ থাকবে।

[illegible]

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
হিন্দওয়্যার হোম ইনোভেশন লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
পায়েল এম পুরি
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং A16068

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৬ আগস্ট ২০২৪

হিলি ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে ফের শুরু যাত্রী পারাপার, বন্ধ আমদানি-রপ্তানি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: হিলি ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে পুনরায় শুরু হল দু'দেশের মাঝে যাত্রী পারাপার। তবে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ থাকল মঙ্গলবারও। যাত্রী পারাপার শুরু হতেই এদিন হিলিতে অবস্থিত অভিবাসন দপ্তরের সামনে ভিড় জমাতে দেখা যায় অনেককেই। তবে এদিনও আমদানি রপ্তানি শুরু না হওয়ায় রাস্তার দু'পাশে সারি সারি ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় পণ্যবাহী গাড়িগুলিকে। এর ফলে স্বভাবতই ক্ষতির আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীরা।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ উত্তাল হয়ে ওঠার জেরে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে। যার প্রভাব পড়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী হিলিতে। পাশাপাশি যাত্রী পারাপার বন্ধ থাকায় দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিলেন অনেকেই। বাংলাদেশ উত্তাল হয়ে ওঠার ঘটনায় হিলি সীমান্তে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। মোতায়ন রয়েছে কমব্যাট ফোর্স ও বিএসএফ।

এদিন সকাল ১১টার পর দু'দেশের মধ্যে যাতায়াতের জন্য সবুজ সংকেত মেলে। তবে হিলির ওপারে পানামা বন্দরে আটকে রয়েছে এপার থেকে যাওয়া বেশ কিছু পণ্যবাহী লরি। সেই লরি লি ফিরে না আসা পর্যন্ত পুনরায় এপার থেকে লরি পাঠানো হবে না বলেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এক্সপোর্ট

অ্যাসোসিয়েশনের তরফে। এদিন বিএসএফ আধিকারিকেদের সঙ্গে বিজিবি আধিকারিকদেরও দফায় দফায় বৈঠকে বসতে দেখা যায়।

এ বিষয়ে হিলি এক্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশনের তরফে রাজেশ কুমার আগরওয়াল বলেন, 'বাংলাদেশের তরফের প্রতিনিধিরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। ওঁরা পণ্য রপ্তানির জন্য আমাদের বলেছেন। কিন্তু কিছু গাড়ি আমাদের ওপারে আটকে রয়েছে। সেগুলো ফিরে এলেই আমরা আবার গাড়ি পাঠানো শুরু করব।' এ বিষয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসা মাহফিজুর অক্সাইড নামে এক ব্যক্তি বলেন, 'কলকাতায় চিকিৎসার জন্য এসেছিলাম। বাংলাদেশের নওগাঁতে আমার বাড়ি। শুনলাম বর্ডার দিয়ে আবার যাতায়াত শুরু হচ্ছে। তাই আজ এখানে এসেছি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি মিললেই দেশে ফিরে যাব।'

অশান্ত বাংলাদেশ

পেট্রাপোল ও ঘোজাডাঙা সীমান্তে বন্ধ আমদানি-রপ্তানি, বাস পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: অশান্ত বাংলাদেশ। এর জেরে ভারতের পেট্রাপোল ও ঘোজাডাঙা সীমান্তে বন্ধ আমদানি-রপ্তানি, বন্ধ বাস পরিষেবা। পেট্রাপোল বন্দর পরিদর্শন করলেন বিএসএফের ডিজি দলজিৎ সিং চৌধুরী।

মঙ্গলবার পেট্রাপোল বন্দরে আসেন বিএসএফের ডিজি দলজিৎ সিং চৌধুরী। বন্দরে অধিকারিকদের সঙ্গে দীর্ঘ একঘন্টা বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে পেট্রাপোল বন্দরের জিরো পয়েন্টে পরিদর্শন করেন। তবে কথা বলেননি সংবাদিকদের সঙ্গে। এরপর একাধিক স্পর্শকাতর বর্ডার এলাকা পরিদর্শন করেন তিনি। ভারত-বাংলাদেশ বেসরকারি বাস পরিষেবা ব্যাহত। পেট্রাপোল থেকে ফেরত যাচ্ছেন সমস্যার শিকার যাত্রীরা। কলকাতার নিউমার্কেট থেকে ঢাকা যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাস রওনা হলেও, পেট্রাপোল থেকে ফিরে যায় বাস। বাংলাদেশে নিরাপত্তার অভাববোধ করায় বাস বাংলাদশ যাচ্ছে না বলে জানালেন চালক। বাস বাংলাদেশ না যাওয়ায় সমস্যার শিকার যাত্রীরা। অন্যদিকে এদিন সকালে ঘোজাডাঙা সীমান্ত দিয়ে বাণিজ্য শুরু হলেও, কিচুক্ষণের মধ্যেই তা বন্ধ হয়ে যায়। তবে পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে এদিন কোনও ব্যবসাই হয়নি। দুই সীমান্তেই সার দিয়ে দাঁড়িয়ে পণ্য ভর্তি ট্রাক। ব্যবসায়ীদের দাবি, ক্ষতির পরিমাণ কোটি কোটি টাকা। পরিস্থিতি কবে স্বাভাবিক হবে সেই চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা।

পাণ্ডবেশ্বরে প্রাথমিক স্কুলের ১০০ ফুট দূরে ধস, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: গত কয়েকদিনের প্রবল বর্ষণের পর বারবার খনি অঞ্চলে ধসের ঘটনা সামনে আসছে। তিনদিনে অণ্ডালের জামবাদ পাণ্ডবেশ্বরের বহুলার পর মঙ্গলবার বিকেল ৪৩০ মিনিট নাগাদ হরিপুর হাটতলার কাছে একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ১০০ ফুট দূরে ধসের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়াল এলাকায়। আতঙ্কিত মানুষজন ধসের ঘটনা থেকে রক্ষা পেতে হরিপুর পঞ্চায়েত অফিসের সামনে জড়ো হন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশও। একেবারেশিশুদের স্কুলের সামনে এত বড় ধসের ঘটনায় স্বাভাবিক কারণেই আতঙ্কিত এলাকাবাসীরা। স্কুল চলাকালীন যদি ধসের ঘটনা ঘটত তা হলে হয়তো বড়সড় বিপদ হয়ে যেতে পারত।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন হরিপুর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান গোপীনাথ নাগ। তিনি জানান, ইসিএল অবৈজ্ঞানিক ভাবে কয়লা উত্তোলন করার কারণেই এলাকায় ধসের ঘটনা ঘটছে। তিনি জানান, যে ভাবে আজকের ধসের ঘটনা সামনে এল, তাতে এটা পরিষ্কার যে কয়লা উত্তোলন করার পর মাটির নীচে সঠিক ভাবে বালি ভরাট করেনি ইসিএল। অথচ এই ব্যাপারে ইসিএল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বারবার আলাপ আলোচনার পরও কোনও কাজ করছে না কর্তৃপক্ষ বলে অভিযোগ করেন তিনি।

পাশাপাশি তিনি এও বলেন স্থানীয় বাসিন্দারা পঞ্চায়েতে এসে অভিযোগ করছেন, অথচ এই ব্যাপারে তাদের কিছুই করার নেই। হরিপুর কোলিয়ারির আধিকারিকদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিয়ে গোপীনাথবাবু জানান, আগামী দিনে সমস্যার সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন তাঁরা। যদিও প্রত্যেকবারের মতো এবারও ইসিএলের আধিকারিকদের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

পেট্রাপোল বন্দর পরিদর্শনে বিএসএফের ডিজি দলজিৎ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পেট্রাপোল: পেট্রাপোল বন্দর পরিদর্শনে এলেন বিএসএফের ডিজি দলজিৎ সিং চৌধরী। বেশ কিছুদিন ধরে অগ্নিগর্ভ অবস্থা বাংলাদেশে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সদ্য পদত্যাগ করার পরেই গণভবনের দখল নেন আন্দোলনকারীরা। তারপর থেকেই সেনার তত্ত্বাবধান চলছে গোটা বাংলাদেশে। বাংলাদেশের পরিস্থিতি এখনও অগ্নিগর্ভ। বিএসএফের ডিজি দলজিৎ সিং চৌধরী সীমান্ত পরিদর্শনে আসেন। বিএসএফের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। বৈঠক শেষে পেট্রাপোল বন্দরের জিরো পয়েন্ট পরিদর্শন করেন ডিজি এবং যাত্রীবাহী টার্মিনাল পরিদর্শন করেন তিনি। পরিদর্শন শেষে সেখানে বিএসএফ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বিএসএফ সূত্রে খবর, পেট্রাপোল বন্দরের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের বিভিন্ন স্পর্শকাতর এরিয়াগুলো পরিদর্শন করবেন ডিজি।

বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চাষের জমিতে ধানের চারা রোপণ করতে গিয়ে বাজ পড়ে ফের কৃষকের মৃত্যু। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির পাণ্ডুয়া এলাকায়। মঙ্গলবার দুপুরে বৃষ্টির মধ্যেই চাষের জমিতে ধান রোপণ করছিলেন সুকুমার ক্ষেত্রপাল নামে ওই কৃষক। তখনই বাজ পড়ে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। চোখের সামনে এমন ঘটনা দেখে সংজ্ঞা হারান সেখানে উপস্থিত এক মহিলা কৃষি শ্রমিক। স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার দুপুরে পাণ্ডুয়ার হরালদাসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিলছড়া তামলের পার মাঠে ধান রোয়ার কাজ করছিলেন জনা দশেক কৃষি শ্রমিক। সেই সময় কালো মেঘে আকাশ ঢেকে যায়। হঠাৎ করেই শুরু হয় বৃষ্টি। সঙ্গে ঘন ঘন বজ্রপাত হচ্ছিল। বৃষ্টির মধ্যেই চলছিল ধান রোয়ার কাজ। সেই সময় হঠাৎ বাজ পড়ে আহত হন সুকুমার। তাঁকে মাঠ থেকে তুলে পাণ্ডুয়া হাসপাতালে দ্রুত নিয়ে যান বাকিরা। কিন্তু চিকিৎসক জানিয়ে দেন, মৃত্যু হয়েছে ওই ব্যক্তি। এই ঘটনা দেখে সংজ্ঞা হারান কোটি ক্ষেত্রপাল নামে এক মহিলা। তিনিও ধান রোয়ার কাজ করছিলেন। তাঁকে পাণ্ডুয়া হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করা হয়েছে। এই বিষয়ে স্থানীয় এক মহিলা শ্বান্তনা ক্ষেত্রপল জানান, তাঁরা একসঙ্গে মাঠে ধান রোয়ার কাজ করছিলেন। হঠাৎই আকাশ কালো করে এসে বৃষ্টি নামে। বৃষ্টির মধ্যেই কাজ চলছিল। সেই সময় হঠাৎ খুব জোর বিদ্যুৎ চমকায়। মুহূর্তের মধ্যে তাঁরা দেখেন ওই ব্যক্তি মাটিতে শুয়ে পড়েছে। তড়িঘড়ি তাঁরা তাঁকে মাঠ থেকে তুলে হাসপাতালের দিকে রওনা হন। তবে তখনই বুঝতে পেরেছিলেন দেহে আর প্রাণ নেই।

বর্ষাকালে ডায়রিয়া রোগ প্রতিরোধ কিভাবে করা যাবে তা জানাতেই একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হলো মহঃ বাজারে। মঙ্গলবার জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর ও স্বাস্থ্য দপ্তর ও ব্লক উন্নয়ন অধিকারিকের উদ্যোগে জল জীবন মিশনের পক্ষ থেকে একটি ডায়েরিয়া প্রতিরোধ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার বিকাশ সরকার, মোহাম্মদ বাজার ব্লক স্বাস্থ্য অধিকারিক ইন্তেকাফ চৌধুরী সহ ব্লকের বিভিন্ন স্তরের স্বাস্থকর্মীগণ।

সিউড়ির সবুজের অভিযান সংলগ্ন বসুন্ধরা মঞ্চে রবিবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল পদ্যঘরের বর্ষা উৎসব। এই দিন সন্ধ্যায় কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, সংগীত, নৃত্য ও নতুন বইয়ের আবরণ উন্মোচনের সমাহারে সমগ্র অনুষ্ঠানটি বাস্তবিক অর্থেই এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের রূপ নেয়। এই অনুষ্ঠানে সর্বমোট ১২টি দল অংশগ্রহণ করে। আবৃত্তি পরিবেশন করে পদ্যঘরের চারটি বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত ছড়াকার আশিস কুমার মুখোপাধ্যায়ের নতুন ছড়ার বই 'টই টই'-এর উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট কবি, গবেষক এবং পশ্চিমবঙ্গ শিশু-কিশোর আকাদেমির বিশিষ্ট সদস্য পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ছিলেন পদ্যঘরের দুই কর্ণধার পৌলমী ঘোষ ও অনিন্দ্যসুন্দর রায়।

বজ্রপাতে মৃত্যু বধূর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: বজ্রপাতে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। আহত হয়েছেন ৫ জন। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি ১ নিমো ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কোলেপাড়া কাঠালগাছি এলাকায়। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুরে মাঠে কাজ করা সময় আকস্মিক বজ্রপাতে ডলি রায় সহ ৫ জন আহত হয়। এর পর আহতদের উদ্ধার করে মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডলি রায়কে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যান্যদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। বজ্রপাতে ডলি রায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়। ডলি রায়ের স্বামী ভরত রায় জানিয়েছেন, তাঁরা স্বামী -স্ত্রী দু'জনে মাঠে কাজ করেন। দুই সন্তানকে মানুষ করেন মাঠে কাজ করেই। সকালে কাজে গিয়েছিলেন। দুপুরে বৃষ্টির সময় হঠাৎ বজ্রপাত হয়। সেই সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে। নুন আন্তে পান্তা ফুরনো পরিবারের সন্তানরা তাঁদের মাকে হারিয়ে তাঁরা এখন অসহায় হয়ে পড়েছে।

চণ্ডীতলায় লিক দুধের গাড়ি, হাঁড়ি-বোতলে ভরতে রাস্তায় এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: দুধের গাড়ি লিক করতেই মঙ্গলবার সকালে হাঁড়ি, বোতল নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছেন এলাকাবাসী। স্থানীয় সূত্রে খবর, কলকাতার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল দুধের ট্যাঙ্কারটি। হঠাৎই লিক করে সেটি। চালক বুঝতে পেরে চণ্ডীতলা বাজারের কাছে গাড়িটিকে দাঁড় করিয়ে দেন। তারপর টপ টপ করে দুধ পড়তে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বোতল-বালতি নিয়ে হাজির হয়ে দুধ সংগ্রহ করতে শুরু করেন। তবে এই দুধ সঠিক প্রক্রিয়াকরণ না হওয়ার আগে খেলে শারীরিক ক্ষতি হবে কি না উঠছে প্রশ্ন। স্থানীয় এক মহিলা বলেন, 'সবটাই বাবার কৃপায় হয়েছে। বাবা চেয়েছেন দুধ দান করতে তাই বাবা এটা করেছেন।' আরও এক মহিলা বলেন, 'দুধের গাড়ি লিক করেছে। বোতল নিয়ে এসেছি দুধ নিতে।'

SBI এসবিআই আরএসিপিসি বেহালা (১৭৮৯৯)
২৩এ/৪৪এক্স, ৪র্থ তল, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি. এইচ. রোড, কোল - ৭০০০৫৩ ইমেল - sbi.17899@sbi.co.in

পরিশিষ্ট IV (রুল-৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৬.০৩.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রীমতি নীলাঞ্জনা ব্যানার্জি এবং শ্রী নির্মলেন্দু ব্যানার্জি মণিদীপ অ্যাপার্টমেন্ট, আর১০৭/১, কামদহরি, গরিয়া, পূর্বপাড়া, ফ্ল্যাট নং - বি২, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০৮৪,** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১,৫৫,০১২ টাকা (এক লাখ পঞ্চান্ন হাজার বারো টাকা) টাকা এবং ২৭.০৩.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ সহ** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া **১,৫৫,০১২ টাকা (এক লাখ পঞ্চান্ন হাজার বারো টাকা) টাকা এবং ২৭.০৩.২০২৪ থেকে** পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ২৮, পৃষ্ঠা ৩১ থেকে ৪৬, দলিল নং ১-৭২১-১৯৯৮, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ফ্ল্যাট নং বি, দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ৩য়তলের পিছনের অংশে পরিমাণ কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৬০ বর্গফুট , ২ বেড রুম, এক কিচেন, এক লিভিং তথা ডাইনিং রুম, এক টয়লেট ব্যালকনি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৫৮, কামডহরি পূর্বপাড়া, থানা : রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা : ৭০০০৮৪ এবং যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত জমির পরিমাণ কমবেশি ৬ কাঠা ২ ছটাক ২৭ বর্গফুট , আরএস দাগ নং ৮৩১, আরএস খতিয়ান নং ৫০০, মৌজা : কামডহরি, জেএল নং ৪৯, তৌজি নং ১৪, আরএস নং ২০০,ওয়ার্ড নং ১১১, চৌহদ্দি : **স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতি নীলাঞ্জনা ব্যানার্জি এবং শ্রী নির্মলেন্দু ব্যানার্জি, উত্তরে :** ১৫৮৫৬ মিটার এবং ৬.০৯৬ মিটার চওড়া সাধারণ চলার পথ, **দক্ষিণে :** ১৬.৩৮৩ মিটার এবং খালি জমি প্লট নং ৬৮, **পূর্বে :** ২৩.০০০ মিটার এবং ১.০০ মিটার (৪ ফুট) চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং প্লট নং ৫৯; **পশ্চিমে :** ২৬.৯৭৬ মিটার এবং প্লট নং ৫৭।

তারিখ - ০৫.০৮.২০২৪, স্থান - বেহালা, কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ২০০২ এর ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৭.০৫.২০২৪ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রী রঞ্জিত রায় স্বত্বাধিকারী মেসার্স প্রদ্যুত স্টোরস** কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৩২,৪৮,৩৪৯.৯৩ টাকা (বত্রিশ লাখ আটচল্লিশ হাজার তিনশ উনপঞ্চাশ টাকা এবং তিরানব্বই পয়সা) টাকা** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং সংশ্লিষ্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন **৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখে**।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, নিকট বকেয়া পরিমাণ **৩২,৪৮,৩৪৯.৯৩ টাকা** পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

আরএস প্লট নং ৫২৯, আরএস খতিয়ান নং ১১৩৮, এরিয়া ৪৩৬ বর্গফুট, শ্রেণি : বৈদ, মৌজা : ইসমাইল, জেএল নং ২২, থানা : হীরাপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, আসানসোল পুরসভা অধীন, ৭১৩৩০৩, এরিয়া ৪৩৬ বর্গফুট।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ২০ ফুট চওড়া সড়ক এবং কুয়ো, দক্ষিণে : শিব নারায়ণ রায়ের সম্পত্তি, পূর্বে : প্রশান্ত রায়ের সম্পত্তি, পশ্চিমে : সড়ক। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম : শ্রী রঞ্জিৎ রায়।**

তারিখ- ০৫.০৮.২০২৪
স্থান- বার্নপুর
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

দাবি নোটিশ

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১

২০০২ (২০০২ সালের আইন নং ২) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারার সহিত পঠিত ১৩(৩) এবং ১৩(৮) অধীনে নোটিশ।
উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে তাদের গৃহীত ঋণের বিষয়ে এবং লোন অ্যাকাউন্ট এনপিএ হওয়ার পর তাদের ব্যাংকের বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য ৬০ দিনের সময় দেওয়ার জন্য দাবি নোটিশ জারি করা হয়েছিল। বিজ্ঞপ্তি(গুলি) পাঠানো হয়েছে কিন্তু স্বীকৃতি এখনও প্রাপ্ত হয়নি। আমরা ৬০ দিনের মধ্যে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পাওনা পরিশোধে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে নীচে বিস্তারিত জামিনদত্ত সম্পদের দখল নেওয়ার জন্য নির্দেশ করছি।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে অবগত করা হচ্ছে সারফেসি আইন অধীনে পরবর্তী পদক্ষেপ এড়াতে এই নোটিশ প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে নীচে উল্লিখিত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার জন্য। আমাদের অফিসে রাখা বিস্তারিত নোটিশ সংগ্রহ করার পরামর্শ তাদের দেওয়া হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/ জামিনদাতার নাম খ) শাখার নাম	জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	ক) এনপিএ-র তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১	**ক) শ্রীমতি কুহেলী চক্রবর্তী (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** স্বামী শ্রী সুমিত চক্রবর্তী দক্ষিণ রায় পল্লি, ওয়ার্ড নং ১, সুবুদ্ধিপুর, পো এবং থানা : বারুইপুর, কলকাতা : ৭০০১৪৪। **হাউসিং লোন (এ/সি নং : ৫৮০০৪৮০১৬৯৮) খ) লস্করপুর শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৫ম তলে, ফ্ল্যাট নং ৪/সি, ব্লক : ৩, ফ্ল্যাটের পরিমাণ কমবেশি ৬৪০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, নির্মিত জমির পরিমাণ ২১ ডেসিমেল, টাইলস মেঝে সমন্বিত অবস্থিত পঞ্চমতলে, উক্ত (জি-৪) তলা ভবনে অবস্থিত ৮ ফুট বেহারাপাড়া রোড বাই লেন, দক্ষিণ রায়পল্লি, পরিচিত **'মায়া কানন অ্যাপার্টমেন্ট'** হিসেবে, মৌজা : সুবুদ্ধিপুর, জেএল নং ৩২, আরএস নং ৭০, তৌজি নং ২৬৭, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৭৮, আরএস খতিয়ান নং ৩৬৫, এলআর খতিয়ান নং ৮১৭, বিভাজনের পরবর্তী ৪১৫৫, ৪০২৫, ৪১৫৪ এবং ৫৩২০ অবস্থিত হোল্ডিং নং ৫০৫/এফ,৫০৫ডি, ৫০৫ই,১১০৪, বারুইপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ১, থানা : বারুইপুর, কলকাতা : ৭০০১৪৪, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬১১-২০২১, পৃষ্ঠা ১৩৮৬ থেকে ১৪৪০, দলিল নং ১৬১১০০০১২-২০২১ সালের,অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার অফিস এডিএসআর বারুইপুর। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রীমতি কুহেলী চক্রবর্তী,** স্বামী সুমিত চক্রবর্তী। **চৌহদ্দি** : উত্তরে : দেবব্রত চ্যাটার্জির ভবন এবং ১৬ ফুট চওড়া বেহারাপাড়া রোড,দক্ষিণে : শম্ভু নন্দীর ভবন এবং ৮ ফুট পুর সড়ক, পূর্বে : অনন্ত মন্ডল এবং প্রদীপ মন্ডল এবং অন্যান্য। পশ্চিমে : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং শান্তনু চট্টোপাধ্যায়।	**ক) ২৯.১২.২০২৩ খ) ৩০.০৭.২০২৪ গ) ১২,২৯,৪৪৬.০০ টাকা** (বারো লাখ উনত্রিশ হাজার চারশ ছেচল্লিশ টাকা) **৩০.০৩.২০২৪** অনুযায়ী এবং ৩১.০৩.২০২৪ থেকে উক্ত পরিমাণের সহিত চুক্তি মোতাবেক হারে সুদ সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত

তারিখ : ৩০.০৭.২০২৪
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

GIC HOUSING FINANCE LTD.

জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লিঃ
রেজিঃ অফিস- ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স বিল্ডিং, ৭ম তল, ১৪ জামশেদজি টাটা রোড, চার্চগেট, মুম্বাই-৪০০০২০,
শাখা অফিস (দুর্গাপুর শাখা) : এমএনএভি-২০, বেঙ্গল অম্বুজা হাউজিং কমপ্লেক্স, নর্থ এভিনিউ, ১ম তল, দুর্গাপুর - ৭১৩২১৬
শাখা অফিস (বারাসত শাখা) : ৩য় তল, কৈলাশ ভবন, ৭৪/৩৮, যশোর রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০১২৭,
মোবাইল নং +৯১ ৮৩৩৪০৬৯৯১৬, ইমেল : barasat@gichf.co.in

প্রতীকী দখল বিজ্ঞপ্তি
বিষয় - সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ সালের -এর রুল ৮ -এর সাব-রুল (১) অধীনে দখলের বিজ্ঞপ্তি
যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী **জিআইসিএইচএফএল**-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ -এর ১৩(২) ধারা অধীনে নিম্নে বর্ণিতমতো তাদের স্ব-স্ব তারিখে ইসু করা দাবি নোটিস অনুসারে নিম্নোক্ত নামীয় আপনাদের/ঋণগ্রহীতাদের স্ব-স্ব নোটিস পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া পরিশোধের আহ্বান জানান। আপনারা /ঋণগ্রহীতারা সবাই, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত বকেয়া অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, সুতরাং **জিআইসিএইচএফএল** সারফেইসি আইন, ২০০২ -এর ও তদধীন রুলস-এর সঙ্গে পঠিত ১৩ ধারা এবং (৪) উপধারার বিধানাবলি অধীনে প্রদত্ত অধিকার ও তা প্রয়োগক্রমে অত্র নিম্নে বর্ণিতমতো জামিনযুক্ত পরিসম্পদ-এর **প্রতীকী দখল** নিয়েছেন।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতা(গণ) এর নাম এবং লোন অ্যাকাউন্ট নং	বন্ধকীকৃত সম্পত্তির ঠিকানা	দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বকেয়া পরিমান (টাকায়)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ	প্রতীকী দখলের তারিখ
১.	**শ্রী সুব্রত কুমার দাস এবং শ্রী চারণ কুমার দাস WB0770600000095 (বারাসত শাখা অফিস)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তির পরিমাণ এরিয়া ২ কাঠা ৬ ছটাক ২৭ বর্গফুট এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ৭৯৩ বর্গফুট অবস্থিত হোল্ডিং নং ২৬৩(১১৩), এন এস রোড, সিএস দাগ নং ৩৫২, আরএস দাগ নং ১২৯৫, এলআর দাগ নং ৪২৭৯, এলআর খতিয়ান নং ১১৪০, ১৪৪২/১, ৩০৬৭ এবং ৩৮০৩, তৌজি নং ৩৯৮৯, আরএস নং ৯১০, জেএল নং ৬, ওয়ার্ড নং ২১, থানা : শ্রীরামপুর, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২২২৩। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ :** উত্তরে : রাধেশ্যাম পাঠক, দক্ষিণে : মুকুল সিংহ এর ভবন,পূর্বে : পুর সড়ক -এন এস রোড, পশ্চিমে : আর দাসের ভবন।	১৯,৬২,৭৭৫/-	১৪.০৬.২০২৩	০১.০৮.২০২৪
২.	**শ্রী প্রশান্ত পাল এবং শ্রীমতি রূপালী পাল WB0460610001548 (দুর্গাপুর শাখা অফিস)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ১ কাঠা ২ ছটাক বা ১.৮৫ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত হোল্ডিং নং ১৯২/এ, গান্ধি পল্লি রোড, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, মৌজা : বনগ্রাম, জেএল নং ১১৬, খতিয়ান নং ২৪৬৭, দাগ নং ১৩৯৯, থানা : বনগাঁ, বনগাঁ পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৪(১০) অধীন। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ** : উত্তরে : সাধারণ চলার পথ,দক্ষিণে : শ্রী কার্তিক পালের সম্পত্তি, পূর্বে : শ্রী কালীপদ পালের সম্পত্তি, পশ্চিমে : ৫ ফুট চওড়া পুর বাই লেন।	১১,৪১,৫১৮/-	০৭.০৩.২০২১	০৬.০৮.২০২৪
৩.	**শ্রী বৈশাক ব্যানার্জি এবং শ্রীমতি রুমা ব্যানার্জি WB0460610001807 (দুর্গাপুর শাখা অফিস)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি, জেলা : বর্ধমান, থানা : নিউ টাউনশিপ, এডিএসআর অফিস সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর-১৬, মৌজা : কালিগঞ্জ, জেএল নং ১১০, আরএস খতিয়ান নং ১৫৩, এলআর খতিয়ান নং ১৫১৭, আরএস প্লট নং ১৪৬৬ এবং এলআর প্লট নং ১৮৩৮, জমির পরিমাণ এরিয়া ৮.২৫ কাঠা কমবেশি ১৪ ডেসিমেল, জেমুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, এবং তদস্থিত বহুতল ভবন নাম এবং পরিচিত প্রতীক্ষা অ্যাপার্টমেন্ট, ২য়তল, ই-১, জমির শ্রেণি বাস্তু, অবস্থিত কালিগঞ্জ মোড়, খ্রিস্টান পল্লি, তেতিখোলা (সৃজনী গেস্ট হাউস এবং পূর্ণিমা অ্যাপার্টমেন্টের নিকট), দুর্গাপুর -১২, জেলা : বর্ধমান। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ :** উত্তরে : ৩০ফুট চওড়া সড়ক, দক্ষিণে : প্লট নং ১৪৬৬, পূর্বে : ১৬ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে : ৩০ ফুট চওড়া সড়ক।	১০,৩৩,১৬১/-	২৯.০৩.২০২৪	০৬.০৮.২০২৪
৪.	**শ্রী রবীন্দ্র নাথ দাস এবং শ্রীমতি স্বপ্না দাস WB0460610001745 (দুর্গাপুর শাখা অফিস)**	জমির এরিয়া ৩.১৮ কাঠা কমবেশি এবং তদস্থিত দোতলা ভবন, নির্মাণ এরিয়া একতলা ১০২০ বর্গফুট এবং দোতলায় ১০২০ বর্গফুট, প্লট নং ১৯৬ ১৯৭, জোড়বাড়ি, গ্রাম : আকড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড : ৭১৩৩৩৫, জমি চিহ্নিত : এইচসিএল গেস্ট হাউসের পিছনে, মৌজা : জোড়বাড়ি, জেএল নং ৪১, ডিএজি/প্লট নং আরএস এবং এলআর ১৯৬, ১৯৭, খতিয়ান নং ৫৫১, এডিএসআর আকড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ :** উত্তরে : ১০ ফুট চওড়া সড়ক,দক্ষিণে : খালি জমি, পূর্বে : খালি জমি, পশ্চিমে : ১০ ফুট চওড়া সড়ক।	১৪,৪৯,৪৬৭/-	২৯.১২.২০২৩	০৬.০৮.২০২৪
৫.	**শ্রী দিলীপ দাস এবং শ্রীমতি রুমা দাস WB0460610002250 (দুর্গাপুর শাখা অফিস)**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অবস্থিত জমির এরিয়া ৩ কাঠা, অবস্থিত মৌজা : শ্রীপুর, জেএল নং ২৫, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৬৮, আরএস খতিয়ান নং ৩৮১, এলআর খতিয়ান নং ৬১০, ভবন এরিয়া ৮৩ বর্গফুট, অবস্থিত শ্রীপুর, কুলটি, থানা : কুলটি, ওয়ার্ড নং ২১ (পুরানো) আসানসোল পুরসভা অধীন, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ** : উত্তরে : হরি মোহন দত্তর সম্পত্তি, দক্ষিণে : জমি প্লট নং ৬৯, পূর্বে : ৮ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে : জমি দাগ নং ৬৭।	১৪,৫২,৭২৬/-	২৯.১২.২০২৩	০৬.০৮.২০২৪

এছাড়া, এই বিজ্ঞপ্তির পরেও ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা আহ্বান জানানো হচ্ছে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখের ৭ দিনের মধ্যে **জিআইসিএইচএফএল**-এর কাছে সম্পর্কিত সম্পত্তির খালি ও শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরের জন্য, নতুবা নিম্নস্বাক্ষরকারী বাধ্য হবেন জোর করে উপরোক্ত সম্পত্তির বাস্তবিক দখল নিতে এবং/বা উপরোক্ত সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে এই তারিখ থেকে ৩০ দিন সময়কালের পরে সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ এবং তদধীন রুলস অধীনে ব্যবস্থিত পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে।
ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে, উপরে উল্লেখিত সম্পত্তির/জামিনযুক্ত পরিসম্পত বা তার যে-কোনও অংশ নিয়ে লেনদেন না করতে এবং উক্ত সম্পত্তি/জামিনযুক্ত পরিসম্পত নিয়ে যে-কোনও কাজকারবার অত্র উপরে সম্পত্তির পার্শ্বে বর্ণিত অর্থ জিআইসিএইচএফএল এর পক্ষে ধার্য সাপেক্ষ হবে **সম্পূর্ণ পেমেন্ট না হওয়া পর্যন্ত তার ওপর আরও সুদ সহ প্রদেয় হবে। জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।**

তারিখ - ০৭.০৮.২০২৪
স্থান - কলকাতা
জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লিঃ-র পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত আধিকারিক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - কলকাতা সেন্ট্রাল
৫ম এবং ৬ষ্ঠ তল, প্লট নং ৩৭৭ এবং ৩৭৮, ব্লক - জিডি সেক্টর-III, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০১০৬, ফোন- (০৩৩) ৪০২৫-৯৭১৮

পরিশিষ্ট - IV { রুল ৮(১) }
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ :
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের নাম/অ্যাকাউন্ট নং	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	**ঋণগ্রহীতা : মেসার্স আরকেটি ব্রিকস ফিল্ড (স্বত্বা : শ্রীমতি অনুরাধা তিওয়ারি), রেজিস্টার্ড অফিস :** ২৮, পিটিআর সাইডিং, কোল ডিপো, শালিমার, শিবপুর, পিন : ৭১১১০২, ফ্যাক্টরি: গোইয়া মৌজা, পোলবা, দাদপুর, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ : ৭১২৩০৫। **শ্রীমতি অনুরাধা তিওয়ারি,** স্বামী প্রয়াত সঞ্জয় তিওয়ারি, **স্বত্বা : মেসার্স :আরকেটি ব্রিকস ফিল্ড,** ফ্ল্যাট নং ১০৬, দোতলা,ব্লক বি,রবীন্দ্রনগর কমপ্লেক্স, প্রেমিসেস নং ৮৮, কলেজ রোড,ওয়ার্ড নং ৩৯, হাওড়া পুরসভা অধীন, থানা : শিবপুর, জেলা : হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ আরও ঠিকানা : ২৮, পিটিআর সাইডিং, কোল ডিপো, শালিমার, শিবপুর, পিন :৭১১১০২। **শ্রী অনিশ তিওয়ারি** পিতা প্রয়াত সঞ্জয় তিওয়ারি, ২৮, পিটিআর সাইডিং, কোল ডিপো, শালিমার, শিবপুর, পিন :৭১১১০২। **শ্রী ধনঞ্জয় তিওয়ারি,** পিতা প্রয়াত কমলেশ তিওয়ারি, ২৮, পিটিআর সাইডিং, কোল ডিপো, শালিমার, শিবপুর, পিন :৭১১১০২। **শ্রী পবন তিওয়ারি,** পিতা প্রয়াত কমলেশ তিওয়ারি, ২৮, পিটিআর সাইডিং, কোল ডিপো, শালিমার, শিবপুর, পিন :৭১১১০২। **শ্রীমতি ইন্দুবালা তিওয়ারি,** পিতা প্রয়াত কমলেশ তিওয়ারি, ২৮, পিটিআর সাইডিং, কোল ডিপো, শালিমার, শিবপুর, পিন :৭১১১০২। **শ্রী অজয় তিওয়ারি,** পিতা প্রয়াত আর পি তিওয়ারি, ২৮, পিটিআর সাইডিং, কোল ডিপো, শালিমার, শিবপুর, পিন :৭১১১০২। **শ্রী আমন তিওয়ারি,** পিতা প্রয়াত সঞ্জয় তিওয়ারি, ২৮, পিটিআর সাইডিং, কোল ডিপো, শালিমার, শিবপুর, পিন :৭১১১০২। **শ্রী প্রবীন তিওয়ারি,** ২৮, পিটিআর সাইডিং, কোল ডিপো, শালিমার, শিবপুর, পিন :৭১১১০২। **অ্যাকাউন্ট নং : ৬৪৮৭০১৪২৪৪ (সিসি) ৬৪৯৮৭৪১৭৭৬ (টিএল)**	ক) **১৩.০৫.২০২৪** খ) **০৫.০৮.২০২৪** গ) **৯৫৩২৩২৫.০০ টাকা** (পঁচানব্বই লাখ বত্রিশ হাজার তিনশ পঁচিশ টাকা) ০২.০৮.২০২৪ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১০৬ দোতলায় পরিমাণ আনুমানিক ৮৮৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ মোজাইক মেঝে, ৩ বেড রুম, ১ কিচেন, ২ টয়লেট, ১ লিভিং রুম, বসবাসের স্পেস একতলায় ডাইনিং হল ব্লক বি, রবীন্দ্রনগর কমপ্লেক্স নির্মিত জমির মোকারারি এবং মৌরারি অধিকার সব পরিমাণ এরিয়া ৯৮ কাঠা ৮ ছটাক ১৭ বর্গফুট কমবেশি, অবস্থিত ৮৮, কলেজ রোড, এইচ এম সি ওয়ার্ড নং ৩৯, এবং আরএস দাগ নং ৭০, ৭২, ৭৩, ৬৯, ৬৯/১৩৭, ৬৮, ৭১, ৭২, ৬৩/১৮১, আরএস খতিয়ান নং ৬৮, ৭০, ৭১, ৭২, ২০০, ২০১, ৫৭, ৫৮, ১৮৫, ১৮৬, মৌজা : শিবপুর, জেএল নং ১, থানা : শিবপুর, জেলা : হাওড়া। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** এসই রেলওয়ের সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** ক্যালকাটা বিল্ডার্স এর সম্পত্তি, **পূর্বে :** ব্রিটিশ পেইন্ট এর সম্পত্তি, **পশ্চিমে** : কলেজ রোড। সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং শেড (ইউনিট) পরিমাণ ১০ কাঠা ১ ছটাক ২০ বর্গফুট, জেএল নং ২৮, দাগ নং ২৪৩ (অংশ) এবং ২৪৫ (অংশ), খতিয়ান নং ১৫৪ এবং ৪৪৭, মৌজা : জঙ্গলপুর, আন্দুল গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : সাঁকরাইল, এডিএসআর রানিহাটি, জেলা : হওড়া ৭১১৩০২, স্বত্বাধিকারী প্রয়াত রাজেন্দ্র প্রসাদ তিওয়ারি, পিতা প্রয়াত ব্রহ্মদেও তিওয়ারি, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** দাগ নং ২৪৩, **দক্ষিণে** : ৩০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, **পূর্বে** : এন এইচ ৬, **পশ্চিমে :** দাগ নং ২৩৭।

তারিখ : ০৫.০৮.২০২৪, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বাংলাদেশ ইস্যুতে সর্বদল বৈঠকে ডাক না পেয়ে বিস্ফোরক আপ

নয়াদিল্লি, ৬ অগস্ট: জাতীয় দল হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ ইস্যুতে সর্বদল বৈঠকে ডাক পেল না আম আদমি পার্টি। আপের দাবি, কেন্দ্র সরকার একাধিক আঞ্চলিক দলকে আমন্ত্রণ জানানো সত্ত্বেও জাতীয় দল আপকে আমন্ত্রণ জানায়নি। এটা নিম্নরুচির মানসিকতার পরিচয়।

হাসিনার দেশছাড়ার পর প্রতিবেশী বাংলাদেশের হিংসাত্মক পরিস্থিতি নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ভারত সরকার। গোটা পরিস্থিতি পর্যালোচনার পাশাপাশি ভারতের আগামী পদক্ষেপ ঠিক করতে মঙ্গলবার সর্বদল বৈঠক ডেকেছিল কেন্দ্র। যেখানে মূল আলোচ্য বিষয় ছিল বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের পরবর্তী পদক্ষেপ এবং সেখানে থাকা ভারতীয়দের উদ্ধার। আপের অভিযোগ, এ হেন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে তাঁদের ডাকেনি কেন্দ্র।

বৈঠকে ডাক না পেয়ে আপ সাংসদ সঞ্জয় সিং রীতিমতো ফুঁসে উঠেছেন। তাঁর দাবি, 'ইস্যু যখন জাতীয় নিরাপত্তা, তখন পক্ষপাতিত্ব করা উচিত নয়। প্রধানমন্ত্রীর কাকে পছন্দ, কার সঙ্গে কাজ করতে তিনি স্বচ্ছন্দ্য নন, সেটা না দেখে সব দলকে একসঙ্গে নিয়ে কাজ করা উচিত।' তাঁর দাবি, '১৩ জন সাংসদ থাকা একটি জাতীয় দলকে বৈঠকে না ডেকে কেন্দ্র বুঝিয়ে দিল বিষয়টাকে তাঁরা আদৌ গুরুত্ব দিচ্ছে না। এটা নিম্নরুচির পরিচয়।'

আরও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস হিমাচলে, শিমলা-সহ ৯ জেলায় সতর্কতা জারি

ধরমশালা, ৬ অগস্ট: হিমাচল প্রদেশে গত কয়েক দিন ধরেই দুর্যোগ চলছে। সেই দুর্যোগ আরও বাড়তে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। আগামী ১২ অগস্ট পর্যন্ত রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, ৭-১০ অগস্ট পর্যন্ত রাজ্যের কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। আবার ১১-১২ অগস্ট আরও কিছু জেলায় আবহাওয়া আরও খারাপ হতে পারে। যে জেলাগুলিতে দুর্যোগ বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে সেগুলি হল, শিমলা, কাংড়া, মান্ডি, সোলান, সিরমৌর, উনা, হামিরপুর, বিলাসপুর এবং কুলু।

সোমবার রাতে ভরবাইতে ৬৬ মিলিমিটার, ঘাঘসে ৫৬, যোগীন্দ্রনগরে ৫৩, গোহরে ৪৬, বিলাসপুরে ৩৫ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যের চম্বা, কাংড়া, মান্ডি, কুলু, সিরমৌর, কিন্নৌর, শিমলা এবং আশপাশের অঞ্চলে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। আগামী ছ'দিন ভারী বৃষ্টির জেরে ধস এবং হড়পা বানেরও আশঙ্কা করা হচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, বেশ কিছু জেলা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে।

রাজ্য প্রশাসন সূত্রে খবর, বৃষ্টির জেরে বহু জায়গায় ধস নেমেছে। দু'টি জাতীয় সড়ক-সহ ৮৫টি রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্নৌরে ৫ নম্বর জাতীয় সড়ক এবং লাহুল-স্পিতিতে ৫০৫ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যান চলাচল থমকে গিয়েছে।

কুনোতে আবার মৃত্যু হল চিতার

কুনো, ৬ অগস্ট: মধ্যপ্রদেশের কুনো জাতীয় উদ্যানে আবারও মৃত্যু হল এক চিতাশাবকের। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে যে চিতাগুলি আনা হয়েছিল, তার মধ্যে গামিনী নামে চিতাটি ছ'টি শাবকের জন্ম দেয়। মঙ্গলবার সেগুলির মধ্যে একটির মৃত্যু হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

যে শাবকটির মৃত্যু হয়েছে, সেটির বয়স পাঁচ মাস। সূত্রের খবর, রবিবার গাছে উঠে খেলার সময় পড়ে শিরদাঁড়ায় গুরুতর আঘাত পায় শাবকটি। গুরুতর জখম হয় সেটি। ওই দিনই সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ কুনো জাতীয় উদ্যানের এক কর্মী দেখেন যে, গামিনীর একটি শাবক খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। তখনই সন্দেহ হয় তাঁর। বিষয়টি জাতীয় উদ্যানের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানান তিনি। তার পরই আহত শাবকটিকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে দেখেন, শাবকটির শিরদাঁড়ায় গুরুতর আঘাত রয়েছে। তড়িঘড়ি প্রয়োজনীয় চিকিৎসা শুরু করা হয় শাবকটির। কিন্তু রাতের দিকে শাবকটির অবস্থার অবনতি হয়। সোমবার মৃত্যু হয় সেটির।

জলে ডুবে মৃত ছত্তিশগড়ের উপমুখ্যমন্ত্রীর ভাগ্নে

রায়পুর, ৬ অগস্ট: ফ্রেন্ডশিপ ডে-তে বন্ধুদের সঙ্গে হুল্লোড় করতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি। জলপ্রপাতে ডুবে মৃত্যু হল ছত্তিশগড়ের উপমুখ্যমন্ত্রী অরুণ সাওয়ারের ভাগ্নে তুষার সাহুর। রবিবার কবিরধাম জেলার কবর্ধা এলাকার রানিধারা জলপ্রপাতে। দীর্ঘ তল্লাশির পর সোমবার সকালে উদ্ধার হয় তাঁর মৃতদেহ।

ছত্তিশগড়ের অত্যন্ত জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র এই রানিধারা জলপ্রপাত। রবিবার সেখানেই ৬ বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলেন বছর কুড়ির তুষার। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, বন্ধুদের দেখাদেখি জলপ্রপাতে নেমেছিলেন তিনি। তবে ভরা বর্ষার জেরে সেখানে জলের টান অত্যন্ত শক্তিশালী হওয়ায় গভীর জলে সামলাতে পারেননি তুষার। জলপ্রপাতের স্রোতের টানে ডুবে যান তিনি। প্রাথমিকভাবে বন্ধুরা খোঁজখবর শুরু করলেও তাঁর কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। এর পর সেখান থেকে ফিসে এসে পুলিশের খবর দেন তাঁর বন্ধুরা। পুলিশ এসে ডুবুরি নামিয়ে শুরু করে তল্লাশি অভিযান।

ডুবুরি নামিয়ে ওই জলপ্রপাতে প্রায় সারারাত ধরে চলে তল্লাশি অভিযান। রায়পুর থেকে দুটি হেলিকপ্টারে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এসে পৌঁছয়। এর পর সোমবার উদ্ধার হয় উপমুখ্যমন্ত্রীর বোনের ছেলের দেহ। ডুবুরিরা একটি বড় পাথরের চাঁইয়ের খাঁজ থেকে উদ্ধার করেন মুখ্যমন্ত্রীর বোনের ছেলের দেহ। গোটা ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল ছড়িয়েছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের দাবি বর্ষার জেরে জলের টান বেশি থাকায় জলে নেমে সামলাতে পারেননি ওই যুবক যার জেরেই ঘটে দুর্ঘটনা।

ফের হাসপাতালে অসুস্থ আডবানি

নয়াদিল্লি, ৬ অগস্ট: শারীরিক অবস্থা খুব একটা ভালো নয় নবতিপর বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আডবানির। দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত অসুখে ভুগছেন তিনি। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় মঙ্গলবার ফের তাঁকে ভর্তি করা হল দিল্লির এক বেসরকারি হাসপাতালে। যদিও বর্তমানে তিনি কিছুটা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে। তাঁর চিকিৎসায় গঠন করা হয়েছে মেডিক্যাল টিম।

সূত্রের খবর, এদিন হঠাৎ তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তড়িঘড়ি আডবানিকে ভর্তি করা হয় দিল্লির অ্যাপোলো হাসপাতালে। নিউরোলজিস্ট ডাক্তার বিনীত সুরির অধীনে চিকিৎসাধীন ৯৬ বছর বয়সি দেশের প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী। ইউরোলজিস্ট, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, জেরিয়াট্রিকস মেডিসিন-সহ একাধিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিয়ে গঠিত হয়েছে মেডিক্যাল টিম। কিন্তু ঠিক কী ধরণের অসুস্থতায় ভুগছেন তিনি, সেই নিয়ে হাসপাতাল সূত্রে কিছুই জানানো হয়নি। যদিও বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে চিকিৎসকদের তরফে।

গত মাসে শারীরিক অসুস্থতার জেরে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল লালকৃষ্ণ আডবানিকে। তবে কিছুদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর হাসপাতালে থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় তাঁকে। তার কিছুদিন আগেও অসুস্থ হয়ে দিল্লির এইমস হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল একদা বিজেপির অন্যতম এই স্তম্ভকে। এক রাত সেখানে ভর্তি থাকার পর ছুটি দেওয়া হয় আডবানিকে।

বারাণসীতে শত বছরের পুরনো বাড়ি মৃত ১, আহত বহু: উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের কাছে বড়সড় দুর্ঘটনা। প্রায় ১০০ বছরের পুরনো ২টি বাড়ি ভেঙে মৃত্যু হল একজনের। মঙ্গলবার সকালে এই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে উদ্ধারকাজে নামে প্রশাসন। ধ্বংসস্তুপ থেকে উদ্ধার করা হয় আরও ৮ জনকে। প্রবল বৃষ্টির জেরেই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা বলে মনে করা হচ্ছে। সংবাদমাধ্যম এএনআই সূত্রে জানা গিয়েছে, কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের প্রবেশদ্বারের দিকে যাওয়ার রাস্তাতেই ছিল দীর্ঘদিনের পুরনো ওই দুটি বাড়ি। মঙ্গলবার হঠাৎ হুড়মুড় করে ধসে পড়ে বাড়িটি। বাড়ির মধ্যে সেই সময় ঘুমোচ্ছিলেন বাসিন্দারা। ফলে বাড়ি ছাড়ার বিন্দুমাত্র সুযোগ পাননি তাঁরা। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত সেখানে উপস্থিত হয় জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যরা।

ইজরায়েলের ওপর ইরানের হানার আশঙ্কা, জাতীয় নিরাপত্তা দলের সঙ্গে বৈঠকে বাইডেন

ওয়াশিংটন, ৬ অগস্ট: ইজরায়েলের ওপর ইরান প্রতিশোধমূলক হামলা চালাতে পারে বলে আশঙ্কার মধ্যে সোমবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তাঁর জাতীয় নিরাপত্তা দলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন।

বাইডেন বলেছেন, হামলা ঠেকাতে ইজরায়েলকে সহযোগিতার জন্য কী ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে তাঁকে অবহিত করা হয়েছে। মার্কিন বিদেশমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বলেন, উত্তেজনা এড়াতে আধিকারিকরা দিনরাত কাজ করছেন। হামাসের রাজনৈতিক নেতা ইসমাইল হানিয়ার হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে গত সপ্তাহ থেকে উত্তেজনা বেড়েছে। এর জন্য ইজরায়েলকে দায়ী করেছে ইরান। এর বিরুদ্ধে কঠোর জবাব দেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছে। তবে ইজরায়েল এই হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করেনি।

আমেরিকা, ইংল্যান্ড সহ অসংখ্য দেশ তাদের নাগরিকদের লেবানন ছাড়তে বলেছে। তাদের আশঙ্কা, লেবাননভিত্তিক সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ ইসরায়েলের বিরুদ্ধে হামলায় ইরানকে সমর্থন দিতে পারে।

আমেরিকার সংবাদভিত্তিক ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, সোমবার জাতীয় নিরাপত্তা দলের বৈঠকে বাইডেনকে বলা হয়েছে, ইরান কখন এবং কী ধরনের হামলা চালাতে পারে, তা নিয়ে এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে একদিন আগে জি-৭ এর প্রতিনিধিদের ব্লিঙ্কেন বলেছেন, ইরান ও হিজবুল্লাহ ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ইজরায়েলের ওপর হামলা চালাতে পারে। বৈঠকের পর এক বিবৃতিতে বাইডেন বলেন, 'ইরান ও তাদের ছায়ায় থাকা দেশগুলোর হুমকি সম্পর্কে আমরা নিয়মিত খোঁজখবর রাখছি। আঞ্চলিক উত্তেজনা কমাতে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা এবং হামলা ঠেকাতে ইজরায়েলকে সহযোগিতার প্রস্তুতি চলছে।'

সাংবাদিকদের ব্লিঙ্কেন বলেন, 'সব পক্ষকে অবশ্যই উত্তেজনা থেকে বিরত থাকতে হবে। উত্তেজনায় কারও স্বার্থ হাসিল হবে না। একে কেন্দ্র করে আরও বেশি সংঘাত হতে পারে, হিংসা হতে পারে, আরও বেশি নিরাপত্তাহীনতা দেখা দিতে পারে।'

উল্লেখ্য, হানিয়া (৬২) হামাসের রাজনৈতিক শাখার প্রধান ছিলেন। তবে সার্বিক ভাবে সংগঠনটির সব শাখার নেতা হিসেবে বিবেচনা করা হত তাঁকে। গাজায় যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠায় ইসরায়েলের সঙ্গে মধ্যস্থতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছিলেন তিনি।

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য কারাদণ্ড স্থগিত করতে অস্বীকৃত আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট

ওয়াশিংটন, ৬ অগস্ট: যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য কারাদণ্ড আগামী ৫ নভেম্বরের নির্বাচনের পর পর্যন্ত স্থগিত করতে স্বীকৃতি দেয়নি সেদেশের সুপ্রিম কোর্ট।

২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে ট্রাম্প পর্ণ তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গোপন রাখতে ঘুষ দিয়েছিলেন এবং সে তথ্য ধামাচাপা দিতে ব্যবসায়িক নথিপত্রে জালিয়াতির আশ্রয় নেন। এ অভিযোগে করা মামলায় আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ট্রাম্পকে গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত করেছে নিউইয়র্কের একটি আদালত। মিসৌরি রাজ্যের এক মামলার প্রতিক্রিয়ায় সোমবার সুপ্রিম কোর্ট ওই সিদ্ধান্ত জানায়। মামলাটিতে দাবি করা হয়, ট্রাম্প রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে হোয়াইট হাউসে যাওয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এমন অবস্থায় তাঁর বিরুদ্ধে এ মামলার শুনানি করা হবে আমেরিকার সংবিধান অনুযায়ী ভোটারদের অধিকারের লঙ্ঘন।

সুপ্রিম কোর্টের রক্ষণশীল দুই বিচারপতি ক্লেয়ারেন্স থমাস ও স্যামুয়েল অ্যালিটো ইঙ্গিত দেন, তাঁরা মিসৌরির মামলায় শুনানি করবেন। পর্ণ তারকাকে ঘুষ প্রদান ও ব্যবসায়িক নথিপত্রে এই সংক্রান্ত মিথ্যা তথ্য দেওয়ার মামলায় গত মে মাসে ট্রাম্পকে অভিযুক্ত করে আদালত। কৌঁসুলিরা বলেছেন, ২০১৬ সালের নির্বাচনী প্রচারে গতি আনতে ওই ঘুষ প্রদান করেছিলেন ট্রাম্প।

তবে এ বছরের নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ট্রাম্প স্টর্মির সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের কথা অস্বীকার করেন। আগামী সেপ্টেম্বরে তাঁর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট মামলায় কারাদণ্ড ঘোষণা করার কথা রয়েছে। ট্রাম্প তাঁকে অভিযুক্ত করার বিরুদ্ধে আবেদন করবেন। মিসৌরির রিপাবলিকান অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যান্ড্রু বেইলে গত ৩ জুলাই নিউইয়র্ক আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে মামলা করেন। মামলায় ট্রাম্পের বিরুদ্ধে নিউইয়র্ক আদালতের আদেশ ও ঘোষিত হতে যাওয়া কারাদণ্ড স্থগিত করার অনুরোধ জানান তিনি।

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 05/EO/2024-25
E-Tenders are invited for 3 nos Civil works. Bid Submission start- **06/08/2024**, Ends- **20/08/2024** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia
The Chairman, Krishnanagar Municipality invites Sealed Quotations from the Bus Owners for carrying students by Two No Buses from different spots to different schools under Krishnanagar Municipality monthly basis for One year. Last date and time of submission of Quotation:**14/08/2024 up to 16:00 hrs**. The intending Quotationers are requested to visit the Office of the undersigned for details.
Sd/- Chairman,
Krishnanagar Municipality

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

পূর্ব রেলওয়ে
সিপিএম/ইঞ্জি/জিএসইউ, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **ই-টেন্ডার নং ০২_২০২৪-২৫, তারিখ ০৫.০৮.২০২৪। কাজের বিবরণ:** খানা - পূর্ণ দৈর্ঘ্যের মালগাড়ির স্থান সঙ্কুলানের জন্য আপ লাইন নং ২-এর সিএসআর বৃদ্ধি করতে জিএসইউ/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে হাওড়া প্রান্তের ল্যাডারের স্থানান্তরণ। **আনুমানিক ব্যয়:** ৩,৬৮,৯৮,৬৬৭.৪৮ টাকা। **বায়না মূল্য:** ৩,৩৪,৫০০ টাকা। **কাজ শেষের মেয়াদ:** সময়সীমা অ্যাক্সেপটেন্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ৪ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** : ২৮.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্‌ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার সংক্রান্ত বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হবে। দ্রষ্টব্য : আইআরইপিএস-এ (ই-টেন্ডার পোর্টাল) আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর) গ্রহণযোগ্য হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।
(HWH-211/2024-25)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER
1. N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/168/24-25 Dated 06.08.2024
E-Tenders are being Invited for Supply and installation of 16 Mtr. High Mast with 06 Nos. of 200/210 watt LED Flood Light at Haraharitala More Ward No.-23 Under Rajpur-Sonarpur Municipality. **a)** Date of uploadation : **07.08.2024 at 11-00 hrs. b)**Tender Value: **Rs.3,72,922.56. c)** Documents download starting date & time: **07.08.2024 at 11-00 hrs. d)** Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender : **14.08.2024 at 11-00 hrs. e)** Date & Time for Opening of Technical Bid: **17.08.2024 at 11-05 hrs. f)** Date & Time for Opening of Financial Bid: **To be notified**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in.**
S/D Chairman,
Rajpur-Sonarpur Municipality

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER
1. N.I.T. No.–WBMAD/ULB/RSM/167/24-25 Dated 06.08.2024
E-Tenders are being Invited for Electrical works at Urban Primary Health Centre (UPHC) at Baguipara Road Chanditala Rail Gate, ward No.-15, under Rajpur Sonarpur Municipality. **a)** Date of uploadation : **07.08.2024 at 11-00 hrs. b)**Tender Value: **Rs. 6,46,163.00. c)** Documents download starting date & time : **07.08.2024 at 11-00 hrs. d)** Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender: **14.08.2024 at 11-00 hrs. e)** Date & Time for Opening of Technical Bid: **17.08.2024 at 11-05 hrs. f)** Date & Time for Opening of Financial Bid: **To be notified**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**.
S/D Chairman,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Abridged Tender Notice
Executive Engineer, Nadia Irrigation Division, Krishnagar, Nadia invites Short Notice Inviting Tender for four nos. of work vide **SNIT No. WBIW/ EE/ NID/SNIT-01/2024-25 under Nadia** Irrigation Division. Amount put to tender ranging from **Rs. 2,91,040.00 to Rs. 3,88,706.00.** Last date & time for receiving of application is on **09.08.2024 up to 17.30 Hrs.** Other details may be obtained from the office on working days and also from the Departmental website:- **www.wbiwd.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer
Nadia Irrigation Division
Krishnagar, Nadia.

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস্
সংশোধনী
টেন্ডার নং.: ওটি-সি-ডিডি-০১-২০২৪-২৫ তারিখঃ ০২.০৮.২০২৪। বিষয়ঃ ০২.০৭.২০২৪ তারিখে আইআরইপিএস-তে প্রকাশিত টেন্ডার নং. ওটি-সি-ডিডি-০১-২০২৪-২৫-এর বন্ধের তারিখে সংশোধন। জানানো হচ্ছে যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট টেন্ডারটির বন্ধের তারিখ ০৫.০৮.২০২৪ তারিখের পরিবর্তে **১৪.০৮.২০২৪ তারিখে** সম্প্রসারিত করা হয়েছে। **ক্রমিক নং.ঃ [১] টেন্ডার নং.ঃ ওটি-সি-ডিডি-০১-২০২৪-২৫। কাজের বিবরণঃ** সেন্টার অফ এক্সেলেন্স-এর প্রোজেক্ট-১-এর অধীনে হার্ডওয়্যার এবং সফট্‌ওয়্যারের জন্য ২ বছরের জন্য সামগ্রিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **বন্ধের তারিখ (বর্তমান)ঃ ০৫.০৮.২০২৪। বন্ধের তারিখ(সংশোধিত)ঃ ১৪.০৮.২০২৪। দ্রষ্টব্যঃ** রেলওয়ে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-তে সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যাবে।
ডেপুটি সিইই/ডিঅ্যান্ডডি-I/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন
PR3/563
আমাদের লাইক করুন: www.facebook.com/clwrailways

BELDANGA MUNICIPALITY, Murshidabad
E-tenders are invited by the authority of Beldanga Municipality for –

Sl. No.	Name of Work	Ref. of Tender	Estimated Cost (Approx)	Last date for submission
1	Construction of Car Shed at Beldanga Hard Park under Ward No. 3 in Beldanga Municipality, Murshidabad (SWM Scheme).	WB/MAD/ULB/BEL/NIeT-04/2024-25	20.75 Lakh	23.08.2024 at 2:00 PM.

For details visit - **www.municipalitybeldanga.org, www.wbtenders.gov.in**

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.myhmc.in
NIT No. 02-TN/EE/P&D/24-25 তারিখ : ০৫.০৮.২০২৪
ই-টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (পি অ্যান্ড ডি), এইচএমসি- এনআইটি অনুযায়ী **ওলাবিবিতলা এইচ আই টি পার্ক ওয়ার্ড নং ২৫ ঠিকানায় ২ টি সিভিল ওয়ার্কের জন্য** প্রতিষ্ঠিত, সঙ্গতিপন্ন এবং প্রখ্যাত, সংশ্লিষ্ট একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং পিঅ্যান্ডডি এর বিভাগীয় ওয়েবসাইটে **https://wbtenders.gov.in** পাওয়া যাবে। **টেন্ডার দাকিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ :১৭.০৮.২০২৪ সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত। উল্লেখ্য টেন্ডার আইডি : 2024_MAD_728179।**
এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও টেন্ডার গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।
২৬(২)/২৪-২৫ সেক্রেটারি
৬.৮.২৪ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

SOMA TEXTILES & INDUSTRIES LIMITED
Regd. Office: 2, Red Cross Place, Kolkata-700 001 , Tel.: 033-22487406
Website: www.somatextiles.com; E-mail ID: investors@somatextiles.com
CIN:L51909WB1940PLC010070
EXTRACTS OF THE UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2024
(Rs. In Lakhs)

Particulars	Quarter Ended			Year Ended
	30.06.2024 Unaudited	31.03.2024 Audited	30.06.2023 Unaudited	31.03.2024 Audited
Total income	324	489	175	1165
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items)^	57	298	(40)	174
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)^	120	2230	40	2412
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	120	1928	40	2110
Total comprehensive income for the period [{Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income(after tax)}]	120	1931	40	2113
Paid up Equity Share Capital	10	10	10	10
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic :	0.36	5.85	0.12	6.40
Diluted:	0.36	5.85	0.12	6.40

^ Includes share in profit of associate.

Extract from the Standalone financial results: (Rs. In Lakhs)

Particulars	Quarter Ended			Year Ended
	30.06.2024 Unaudited	31.03.2024 Audited	30.06.2023 Unaudited	31.03.2024 Audited
IIncome from operations (Turnover)	139	103	107	573
Profit before tax	120	2230	40	2412
Profit after tax	120	1928	40	2110

Note:
1) The above results for the quarter ended June 30, 2024 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at its meeting held on August 06, 2024 and the Statutory Auditors of the Company have carried out "Limited Review" of the same.
2) The above is an extract of the detailed format of year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Circular CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 05, 2016. The full format of the same are available on Stock Exchanges Website i.e. NSE (www.nseindia.com) and BSE (www.bseindia.com) and on Company's website www.somatextiles.com.

For **Soma Textiles & Industries Ltd.**
A. K. Somany
Managing Director
DIN: 00024903
Place: Ahmedabad
Date: 06th August, 2024

পূর্ব রেলওয়ে
অকশন ক্যাটালগ
অ্যাডমিন ইউনিট/জোন : শিয়ালদহ ডিভিসন - কমার্শিয়াল পাবলিসিটি, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪। **অকশন ক্যাটালগ নং** : এসডিএএইচ-পার্সেল-২৭। **অকশন কর্তৃপক্ষ** : সিনিয়র ডিসিএম/এসডিএএইচ। **অকশন শুরু (সকল স্লট)** : ২০.০৮.২০২৪, সকাল ১১টা। **অকশন বন্ধের তারিখ/সময়** : ২০.০৮.২০২৪, বিকেল ৩.২০ মিনিট। **অটো এক্সটেনশন জোন** : ১২০ সেকেণ্ড। **অটো এক্সটেনশনের সীমা** : ১২০ সেকেণ্ড। **প্রাথমিক কুলিং অফ সময়সীমা** : ৩০ মিনিট। **ক্রমানুযায়ী লট বন্ধের ব্যবধান** : ১০ মিনিট। **সর্বাধিক অটো এক্সটেনশন** : ১০ বার। **বিবরণ** : এসএলআর কোচে (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট) পার্সেল স্পেস। **সিকোয়েন্স নং, লট নং/ক্যাটাগরি, ট্রিপ/দিন, লট শুরুর তারিখ/সময়, লট বন্ধের তারিখ/সময়** নিম্নরূপ : **এএ/১, ১৩১৪৫-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-আরডিপি-২৪-১** (পার্সেল - এসএলআর), ৭৩০, ২০.০৮.২০২৪/সকাল ১১টা, ২০.০৮.২০২৪/সকাল ১১.৩০ মিনিট। **এএ/২, ১৩১০৫-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-বিইউআই-২৩-১** (পার্সেল - এসএলআর), ৭৩০, ২০.০৮.২০২৪/সকাল ১১টা, ২০.০৮.২০২৪/সকাল ১১.৪০ মিনিট। **এএ/৩, ১৩১০৫-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-বিইউআই-২৩-১** (পার্সেল - এসএলআর), ৭৩০, ২০.০৮.২০২৪/সকাল ১১টা, ২০.০৮.২০২৪/সকাল ১১.৫০ মিনিট। **এএ/৪, ১৩১৫৩-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-এমএলডিটি-২৩-১** (পার্সেল - এসএলআর), ৭৩০, ২০.০৮.২০২৪/সকাল ১১টা, ২০.০৮.২০২৪/দুপুর ১২টা। **এএ/৫, ১৩১৫৩-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এমএলডিটি-২৩-১** (পার্সেল - এসএলআর), ৭৩০, ২০.০৮.২০২৪/সকাল ১১টা, ২০.০৮.২০২৪/দুপুর ১২.১০ মিনিট। **এএ/৬, ১৩১৫৩-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-এমএলডিটি-২৩-১** (পার্সেল - এসএলআর), ৭৩০, ২০.০৮.২০২৪/সকাল ১১টা, ২০.০৮.২০২৪/দুপুর ১২.২০ মিনিট। **এএ/৭, ১৯৬০৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এমডিজেএন-২৩-১** (পার্সেল - এসএলআর), ১০৪, ২০.০৮.২০২৪/সকাল ১১টা, ২০.০৮.২০২৪/দুপুর ১২.৩০ মিনিট। **এএ/৮, ২২১৯৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-ভিজিএলজে-২৩-১** (পার্সেল - এসএলআর), ১০৪, ২০.০৮.২০২৪/সকাল ১১টা, ২০.০৮.২০২৪/দুপুর ১২.৪০ মিনিট। **এএ/৯, ১৩১৭৩-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-এসবিআরএম-২৪-১** (পার্সেল - এসএলআর), ২০৯, ২০.০৮.২০২৪/সকাল ১১টা, ২০.০৮.২০২৪/দুপুর ১২.৫০ মিনিট। **এএ/১০, ১৩১৭৩-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-এসবিআরএম-২৪-১** (পার্সেল - এসএলআর), ৪১৭, ২০.০৮.২০২৪/সকাল ১১টা, ২০.০৮.২০২৪/দুপুর ১টা। **এএ/১১, ১৩১৭৩-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এসবিআরএম-২৪-১** (পার্সেল - এসএলআর), ৪১৭, ২০.০৮.২০২৪/সকাল ১১টা, ২০.০৮.২০২৪/দুপুর ১.১০ মিনিট। **এএ/১২, ১৩১৭৫-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-এসসিএল-২৩-২** (পার্সেল - এসএলআর), ৩১৩, ২০.০৮.২০২৪/সকাল ১১টা, ২০.০৮.২০২৪/দুপুর ১.২০ মিনিট। **এএ/১৩, ১৩১৪৯-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এপিডিজে-২৪-১** (পার্সেল - এসএলআর), ৭৩০, ২০.০৮.২০২৪/সকাল ১১টা, ২০.০৮.২০২৪/দুপুর ১.৩০ মিনিট। **এএ/১৪, ১২৩১৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এএসআর-২২-২** (পার্সেল - এসএলআর), ১০৪, ২০.০৮.২০২৪/সকাল ১১টা, ২০.০৮.২০২৪/দুপুর ১.৪০ মিনিট। **এএ/১৫, ১২৩১৯-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-জিডব্লুএল-২৪-১** (পার্সেল - এসএলআর), ১০৪, ২০.০৮.২০২৪/সকাল ১১টা, ২০.০৮.২০২৪/দুপুর ১.৫০ মিনিট। **এএ/১৬, ২২৩১৭-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-জেএটি-২৩-১** (পার্সেল - এসএলআর), ১০৫, ২০.০৮.২০২৪/সকাল ১১টা, ২০.০৮.২০২৪/দুপুর ২টো। **এএ/১৭, ১২৪৯৬-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-বিকেএন-২৩-১** (পার্সেল - এসএলআর), ১০৪, ২০.০৮.২০২৪/সকাল ১১টা, ২০.০৮.২০২৪/দুপুর ২.১০ মিনিট। **এএ/১৮, ১৯৪১৪-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এডিআই-২৩-১** (পার্সেল - এসএলআর), ১০৪, ২০.০৮.২০২৪/সকাল ১১টা, ২০.০৮.২০২৪/দুপুর ২.২০ মিনিট। **এএ/১৯, ১২৩১৫-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-ইউডিজেড-২৩-১** (পার্সেল - এসএলআর), ১০৪, ২০.০৮.২০২৪/সকাল ১১টা, ২০.০৮.২০২৪/দুপুর ২.৩০ মিনিট। **এএ/২০, ১২৫০১-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এজিটিএল-২৪-১** (পার্সেল - এসএলআর), ১০৪, ২০.০৮.২০২৪/সকাল ১১টা, ২০.০৮.২০২৪/দুপুর ২.৪০ মিনিট। **এএ/২১, ১২৫১৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-জিএইচওয়াই-২৪-১** (পার্সেল - এসএলআর), ১০৪, ২০.০৮.২০২৪/সকাল ১১টা, ২০.০৮.২০২৪/দুপুর ২.৫০ মিনিট। **এএ/২২, ১৩১৬৫-এসএলআর-আর১-কেওএএ-এসএমআই-২৩-২** (পার্সেল - এসএলআর), ১০৪, ২০.০৮.২০২৪/সকাল ১১টা, ২০.০৮.২০২৪/দুপুর ৩টে। **এএ/২৩, ২২২০১-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-পিইউআরআই-২৩-১** (পার্সেল - এসএলআর), ৩১৩, ২০.০৮.২০২৪/সকাল ১১টা, ২০.০৮.২০২৪/দুপুর ৩.১০ মিনিট। **বিবরণ** : পার্সেল ভ্যানে পার্সেল স্পেস। **এবি/১, ১৩১৫৫-১৩১৫৬-ভিপি-১-কেওএএ-এসএমআই-২৪-১** (পার্সেল - পার্সেল ভ্যান), ২০৮, ২০.০৮.২০২৪/সকাল ১১টা, ২০.০৮.২০২৪/দুপুর ৩.২০ মিনিট। **রেট ইউনিট** : প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং ফি (এএ/১ থেকে এএ/২৩-এর জন্য) ও প্রতি রাউন্ড ট্রিপ (উভয় অভিমুখে) (এবি/১-এর জন্য)। **ন্যূনতম বৃদ্ধি (%)**: প্রতিটির জন্য ০.২। **লটের অবস্থা** : ড্রাফট ক্যাটালগে নতুন। (SDAH-143/2024-25)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

৮ অগস্ট ফাইনালের অপেক্ষায় রয়েছেন নীরজ চোপড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রথম থ্রোয়েই ৮৯.৩৪ মিটার।

মঙ্গলবার স্তাদ দ্য ফ্রাঁসে জ্যাভলিনের গ্রুপ বি-র যোগ্যতা অর্জন পর্ব শুরু হওয়ার পর প্রথম প্রয়াসেই ফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেন তিনি। দূরত্ব দেখে অনেকেই ৯০ মিটারের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন। তবে নীরজ চোপড়া সে সব নিয়ে ভাবতেই চান না। তাঁর মতে, ফাইনালে অন্য লড়াই দেখা যেতে চলেছে।

যোগ্যতা অর্জন পর্বের পর 'জিয়ো সিনেমা'য় কথা বলেন গত বারের অলিম্পিক্সে সোনাজয়ী। নীরজের কথায়, ভাল ছুড়েছি। তবে এটা স্রেফ যোগ্যতা অর্জন পর্ব। আসল খেলা হবে ফাইনালে। দারুণ লড়াই হতে চলেছে। যোগ্যতা অর্জন পর্বেই টোকিয়োর সোনা জয়ের দূরত্ব অতিক্রম করে ফেলেছি। একটু হালকা ছিলাম। তবে ফাইনালে ভালই চাপ থাকবে।

টোকিয়োর থেকে প্যারিসের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে নীরজ বলেছেন, টোকিয়োয় দিনের আলোয় ছুড়েছিলাম। এখানে পরিবেশ অনেক ঠান্ডা এবং আরামদায়ক। বাতাসে আর্দ্রতাও কম। টোকিয়োও বেশ গরম এবং আর্দ্রতা ছিল। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, এখানে ঠাসা দর্শক। টোকিয়োয়

সেটা ছিল না।

এ বছর খুব বেশি প্রতিযোগিতায় নামেননি নীরজ। সে সম্পর্কে বলেছেন, কুঁচকিতে চোট ছিল। আরও নানা সমস্যার কারণে অনেক প্রতিযোগিতায় নামতে পারিনি। তবে অলিম্পিক্স ফাইনালের আগে নিজেকে পুরোপুরি ফিট রাখতে চাই।

গত বারের মতো এ বারও কি সোনা আসবে? নীরজের উত্তর, গত বারের চ্যাম্পিয়ন হিসাবে নামা আমার কাছে অনুপ্রেরণা। আমাকে তৈরি থাকতে হবে। যে কাজ করতে নামছি, সেটার উপর পুরোপুরি মনোযোগ দিতে চাই।

এক প্যাঁচে বিশ্বের এক নম্বরকে হারিয়ে অঘটন ভারতীয় কুস্তিগিরের

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্যারিস অলিম্পিক্সে অঘটন ঘটালেন ভারতের কুস্তিগির বিনেশ ফোগট। বিশ্বের এক নম্বর তথা গত বারের সোনাজয়ী ইউ সুসাকিকে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে হারিয়ে দিলেন তিনি। শেষ মুহূর্তে একটি প্যাঁচেই জিতলেন বিনেশ। গোটা সময় পিছিয়ে ছিলেন তিনি। জিতলেন ৩-২ পয়েন্টে। পরের ম্যাচে ইউক্রেনের ওকসানা লিভাচকে ৭-৫ পয়েন্টে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠে গেলেন। পদক থেকে আর এক ধাপ দূরে তিনি।

গত বছর ভারতীয় কুস্তিতে টালমাটাল অবস্থা ছিল। তৎকালীন কুস্তিকর্তা ব্রিজভূষণ শরণ সিংহের মহিলা কুস্তিগির নির্যাতনের বিরুদ্ধে যাঁরা আন্দোলনে নেমেছিলেন, তাঁদের অন্যতম সেরা মুখ ছিলেন বিনেশ।

দিল্লির যন্তর মন্তরে দীর্ঘ দিন ধর্না দিয়েছিলেন তাঁরা। অলিম্পিক্সের ঠিক আগের বছরে এই কারণে প্রস্তুতির অনেকটা সময় নষ্ট হয়। অবশেষে ব্রিজভূষণ ইস্তফা দেন এবং নতুন করে নির্বাচন হয়। সেই নির্বাচনে সভাপতি নির্বাচিত হওয়া সঞ্জয় সিংহকে নিয়েও খুশি ছিলেন না বিনেশরা। তবে অলিম্পিক্সে প্রস্তুতির কারণে আর আন্দোলন করতে চাননি। বিদেশে প্রস্তুতি নিতে চলে যান বিনেশ।

ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে বাকি যাঁরা মুখ ছিলেন, সেই বজরং পুনিয়া এবং সাক্ষী মালিক অলিম্পিক্সের যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি। একা বিনেশের উপরেই ছিল জবাব দেওয়ার পালা। সেই জবাব তিনি দিলেন কুস্তির ম্যাটেই।

শুরুতে বিনেশের খেলা দেখে মনেই হয়নি তিনি জিততে পারেন। কুস্তির ম্যাটের দিকে এগিয়ে আসার সময়ে ভাবলেশহীন ছিল তাঁর মুখ। হয়তো সম্ভাব্য প্রতিপক্ষের কীর্তির কথা ভেবে আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেয়েছিলেন। শুরু থেকে কিছুটা পিছিয়েছিলেন তিনি। অতিরিক্ত রক্ষণাত্মক খেলতে থাকায় রেফারি তাঁকে দু'বার সতর্ক করে দেন। ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে পয়েন্ট না পেলে বিপক্ষ পয়েন্ট পেত। দু'বারই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পয়েন্ট পাননি। ফলে জাপানের কুস্তিগির ২-০ এগিয়ে গিয়েছিলেন।

বিনেশের সময় ক্রমশ কমছিল। উৎকণ্ঠা বাড়ছিল সমর্থকদের মধ্যে। আবারও একটা হতাশার গল্প তৈরি হচ্ছিল। পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে সব বদলে দিলেন তিনি। বিপক্ষের ক্ষণিকের ভুলের সুযোগ নিয়ে তাঁকে ম্যাটের বাইরে বার করে এক পয়েন্ট পেলেন। পাশাপাশি 'টেক ডাউন' করে আরও দু'পয়েন্ট। ৩-২ পয়েন্টে জিতলেন বিনেশ।

কেন সুসাকিকে হারানো অঘটন?

তিনি টোকিয়ো অলিম্পিক্সে সোনা তো জিতেছেনই। মোট চার বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। দু'বার এশীয় চ্যাম্পিয়ন। এ ছাড়া গোল্ডেন গ্রাঁ প্রি, অনূর্ধ্ব-২৩ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ, বিশ্ব জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপ, বিশ্ব ক্যাডেট চ্যাম্পিয়নশিপ, সব জায়গায় সোনা পেয়েছেন। এ রকম কুস্তিগিরকে প্রথম রাউন্ডে হারানো সহজ ছিল না। সেই অসাধ্যসাধনই করলেন ভারতের কুস্তিগির।

কোচ পাড়ুকোনকে নিয়ে ক্ষোভ, পাল্টা পোনাপ্পার, অলিম্পিক্সে বিতর্কে ভারতীয় ব্যাডমিন্টন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতীয় ব্যাডমিন্টনে বিতর্ক। অলিম্পিক্সে ভারতীয় দলের মেন্টর প্রকাশ পাড়ুকোন দলের খেলোয়াড়দের সমালোচনা করেছিলেন। সেটা ভাল ভাবে নিতে পারছেন না খেলোয়াড়েরা। পাড়ুকোনকে পাল্টা দিয়েছেন মহিলাদের ডাবলসে অংশ নেওয়া অশ্বিনী পোনাপ্পা।

প্যারিস অলিম্পিক্স থেকে খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে ভারতীয় ব্যাডমিন্টন দলকে। পুরুষ সিঙ্গলসে লক্ষ্য সেন একমাত্র পদকের কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন। তিনি ব্রোঞ্জ পদকের ম্যাচ হারার পর হতাশা গোপন করতে পারেননি পাড়ুকোন। পিভি সিন্ধু, লক্ষ্যদের আরও দায়িত্বশীল হওয়ার কথা বলেছিলেন।

ক্ষুব্ধ পোনাপ্পা পাল্টা জবাব দিয়েছেন। সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, "খুব হতাশাজনক। এক জন খেলোয়াড় জিতলে কৃতিত্ব নেওয়ার জন্য সকলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর হারলে সব দোষ সেই খেলোয়াড়ের হয়ে যায়। কারও প্রস্তুতির খামতি থাকলে কোচেরা কেন দায় নেবেন না? খেলোয়াড়দের তৈরি করাই তো তাঁদের কাজ।" পোনাপ্পা আরও

লিখেছেন, "কেউ জিতলে কোচেরা সকলের আগে কৃতিত্ব নেন। তা হলে হারলে কেন কোচেরা দায় নেবেন না? সাফল্য দলগত চেষ্টার ফল হলে ব্যর্থতাও তাই। কোনও খেলোয়াড়কে একা ব্যর্থতার জন্য এ ভাবে দায়ী করা যায় না।"

লক্ষ্যের হারের পর পাড়ুকোন ভারতীয় খেলোয়াড়দের বার্তা দিয়ে বলেন, "যা চাইছ, সব পাচ্ছ। এ বার দায়বদ্ধতা দেখাও। আরও দায়িত্বশীল হতে হবে।" খেলোয়াড়দের মানসিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন পাড়ুকোন। তিনি বলেছেন, "ব্যাডমিন্টনে অনেক সেরা খেলোয়াড় হেরে গিয়েছে। তার কারণ তাদের টেকনিক্যাল ত্রুটি নয়। তারা চাপ সামলাতে পারেনি। অলিম্পিক্সে আসল হচ্ছে, চাপ সামলানো। তাই আরও বেশি করে এই দিকটায় জোর দিতে হবে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ বা অন্য ইভেন্ট আর অলিম্পিক্সের মধ্যে অনেক তফাত। এত চাপ কোথাও থাকে না। আমি সব সময় বলেছি, অলিম্পিক্সের চাপ অন্য রকম।"

এ বারই দেশের হয়ে শেষ অলিম্পিক্স খেললেন পোনাপ্পা। তনিশা ক্রাস্তোর সঙ্গে মহিলাদের ডাবলসে খেলেন। গ্রুপ পর্বের তিনটি ম্যাচই হেরেছে পোনাপ্পা-ক্রাস্তো জুটি। ভারতীয় ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়দের মধ্যে তাঁদের ফলই সবচেয়ে খারাপ হয়েছে।

সোনার উচ্ছ্বাস থামছেই না জোকোভিচের!

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০ বছর, পাঁচটি অলিম্পিক্স অপেক্ষার পর সোনা জিতেছেন নোভাক জোকোভিচ। টেনিসের ফাইনালে কার্লোস আলকারাজকে হারানোর পর থেকে উচ্ছ্বাসে ভাসছেন সার্বিয়ার টেনিস খেলোয়াড়। ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতার পরও জোকারকে এমন উৎসব করতে দেখা যায়নি। সার্বিয়ার জাতীয় ফুটবল দলের স্ট্রাইকার দুসান ভ্লাহোভিচের সঙ্গে জোকারের গান ভাইরাল হয়েছে।

নাচছেন, গাইছেন, আনন্দে

লাফাচ্ছেন। জোকোভিচের উচ্ছ্বাস বিস্মিত করেছে সার্বিয়ার অন্য অলিম্পিয়ানদেরও। সোনা জেতার পর গেমস ভিলেজে ফিরে সার্বিয়ার অন্য খেলোয়াড়দের সঙ্গে নাচে মেতেছিলেন জোকার। জুভেন্টাসের স্ট্রাইকার ভ্লাহোভিচ তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁর সঙ্গে পরে উৎসব করেন জোকার। গলায় সোনার মেডেল ঝুলিয়ে হাতে পানপাত্র নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে গান গেয়েছেন।

টেনিস জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে দাঁড়ানো জোকোভিচকে দেখে প্রায় শিশুর মতো মনে হচ্ছে। অলিম্পিক্স পদক আগেও পেয়েছেন। তবে সোনা জিততে পারেননি। জোকারের উচ্ছ্বাস থেকেই বোঝা যাচ্ছে সোনার জন্য এ বার কতটা মরিয়া ছিলেন ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক। অন্যতম প্রতিপক্ষ রাফায়েল নাদালের প্রিয় লাল সুরকির কোর্টেই তাঁর গোল্ডেন গ্র্যান্ড স্ল্যামের নজির স্পর্শ করেছেন বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড়।

অবসর নেওয়ার পর আবারও মাঠে ফিরছেন কার্তিক

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার টি-টোয়েন্টি লিগ এসএ টি-টোয়েন্টিতে খেলতে যাচ্ছেন দীনেশ কার্তিক। ভারতের এই সাবেক উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান খেলবেন পার্ল রয়্যালসের হয়ে। এটি আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি রাজস্থান রয়্যালসের দল। টুর্নামেন্টটি শুরু আগামী ৯ জানুয়ারি।

গত জুনে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন কার্তিক। ভারতের হয়ে ১৮০টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা কার্তিক আইপিএলের আগামী দুই মৌসুম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর পরামর্শক ও ব্যাটিং কোচ হিসেবেও কাজ করবেন। নিয়মিত ধারাভাষ্যও দেন কার্তিক। বর্তমানে স্কাই স্পোর্টসের হয়ে দ্য হান্ড্রেডে ধারাভাষ্য দিচ্ছেন এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। এরই মধ্যে ৩৯ বছর বয়সী কার্তিক এসএটি-টোয়েন্টি খেলার ঘোষণা দিলেন।

এসএ টি-টোয়েন্টি দিয়ে মাঠে

ফেরা নিয়ে কার্তিক বলেছেন, 'দক্ষিণ আফ্রিকায় ভ্রমণ করা ও খেলা নিয়ে আমার অনেক দারুণ স্মৃতি আছে। যখন সুযোগটা এল, না বলতে পারিনি। কারণ, প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফেরা ও রয়্যালের হয়ে দারুণ প্রতিযোগিতাটি জিততে পারলে অসাধারণ কিছু হবে। যদিও আমি আইপিএলে রয়্যালের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাইনি। আমাকে ফ্র্যাঞ্চাইজির সেটআপ ও পরিবেশ আকৃষ্ট করে।'

বেঙ্গালুরুর ক্রিকেট পরিচালক কুমার সাঙ্গাকারা বলেছেন, 'সাদা বলের ক্রিকেটে দীনেশ ভারতের একজন আধুনিক কিংবদন্তি। ওর অভিজ্ঞতা তৃতীয় মৌসুমে দল গড়তে অবদান রাখবে।'

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে কার্তিক অন্যতম সেরা উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান ছিলেন। সব মিলিয়ে খেলেছেন ৪০১টি স্বীকৃত টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। ৬টি দলের হয়ে খেলেছেন এখন পর্যন্ত হওয়া আইপিএলের ১৭টি মৌসুমেই। ভারতের অবসর নেওয়া ক্রিকেটারই শুধু বিদেশি লিগগুলোতে খেলতে পারে। এর আগে অম্বাতি রাইডু, সুরেশ রায়না অবসর নিয়ে বিদেশি লিগে খেলেছেন।

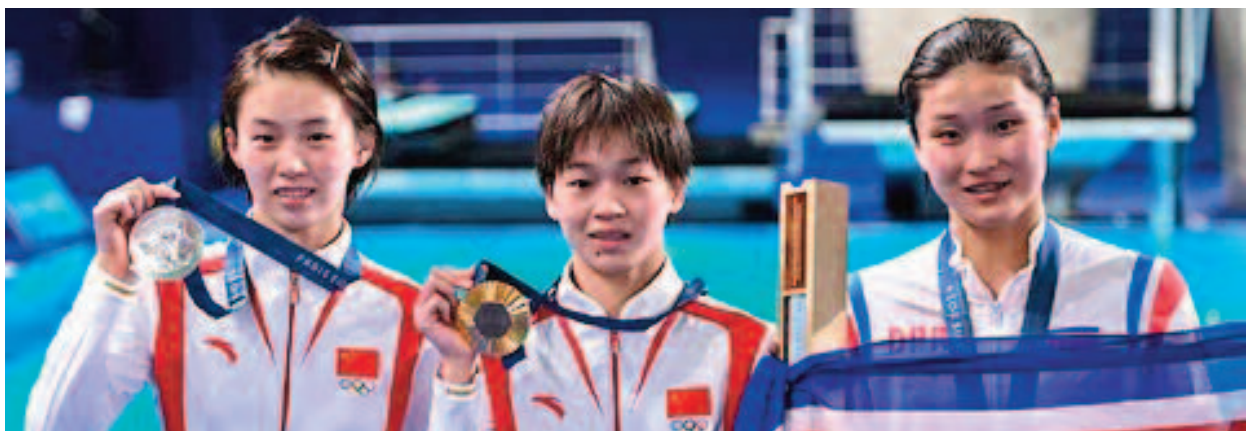

ডাইভিংয়ে মেয়েদের ১০ মিটার প্লাটফর্মে সোনা জিতেছেন চীনের ১৭ বছর বয়সী কুয়ান হংচান। ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত টোকিও অলিম্পিকেও এই ইভেন্টে সোনা জিতেছিলেন তিনি। রুপা জিতেছেন চীনের চেন ইউক্সি। ব্রোঞ্জ জিতেছেন উত্তর কোরিয়ার কিম মি রায়ে। ব্যক্তিগত ডাইভিং ইভেন্টে এটাই প্রথম অলিম্পিক পদক কোরিয়ার।

অবশেষে প্রথম হলেন 'লেট লতিফ' হজকিনসন

নিজস্ব প্রতিনিধি: কিলি হজকিনসনের জন্ম বাংলাদেশে হলে নিশ্চিত 'লেট লতিফ' তকমা জুটে যেত। প্রায় সব কাজে যে দেরি করার বদঅভ্যাস তাঁর। কিন্তু প্যারিসে গতকাল রাতে এই ব্রিটিশ দৌড়বিদ দেরি করেননি। মাত্র ১ মিনিট ৫৬.৭২ সেকেন্ড সময়ে পৌঁছেছেন মেয়েদের ৮০০ মিটার দৌড়ের ফিনিশিং লাইনে। তারপর তো উদ্‌যাপন শেষে বিজয় মঞ্চে উঠতে হলো। সোনার পদক গলায় হজকিনসন যখন সেখানে দাঁড়িয়ে, তখন কি তাঁর সেই সময়টা মনে পড়েছে? হজকিনসন তখন হাঁটতে পারতেন না। ভাগ্যের কী খেলা, হাঁটতে পারবেন কি না সেই দুশ্চিন্তায় একটা সময় কাটানো হজকিনসনই দুই পায়ের গতিময় পদক্ষেপে তুলে আনলেন সোনা!

শুধু সোনার পদক কেন, ছোট্ট এক টুকরো ইতিহাসও আছে। ২০০৪ এথেন্স অলিম্পিকে কেলি হোমসের পর প্রথম ব্রিটিশ নারী হিসেবে এই ইভেন্টে সোনা জিতলেন হজকিনসন। তাঁর কোচ ট্রেভর পেইন্টার এই আনন্দে আপাতত শিষ্যের দেরি করার বদঅভ্যাস নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না। পেইন্টারের স্ত্রী ও ৮০০ মিটারে সাবেক ব্রিটিশ দৌড়বিদ জেনি মিডোজও হজকিনসনের কোচ। স্বামী-স্ত্রী মিলেই কোচিং করান তাঁকে।

শিষ্যের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত পেইন্টার বলেছেন, 'কখনো কখনো সে হয়তো ২০ থেকে ২৫ মিনিট দেরি করে, তারপর মুচকি হাসি দিয়ে হেঁটে চলে যাবে। কিন্তু আমরা যদি তাকে ধরে রাখি, একটি বক্সে রেখে বলি তাকে এটার আকার নিতে হবে, তাহলে সে ওই মানুষটা হবে না যাকে আমরা ১ মিনিট ৫৪.৬১ সেকেন্ডে দৌড়াতে দেখেছি (গত মাসে ডায়মন্ড লিগে ব্রিটিশ রেকর্ড)। সে এখন যা, সেটা তার মুক্ত চেতনার স্বভাবের জন্য।'

কৈশোরের শুরুতে কঠিন সময় কেটেছে হজকিনসনের। কানে একটি টিউমার হয়েছিল। তাতে ক্যানসারের জীবাণু ছিল না। কিন্তু সেই টিউমারে হাঁটতে পারবেন কি না আর, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম গার্ডিয়ানকে সেসব দিনের কথা বলেছেন হজকিনসন, '১০ বছর

ধরে এটা বেড়ে উঠেছিল কিন্তু কেউ ধরতে পারেনি। স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হওয়ার খুব কাছাকাছি ছিলাম। স্নায়ু আক্রান্ত হলে হলে হয়তো ফেসিয়াল প্যালসি (মুখের প্যারালাইসিস) হতো, তাই এটা নির্মূল করা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ ছিল।'

স্কাই স্পোর্টসকে হজকিনসন এ নিয়ে বলেছেন, 'হাঁটতে পারতাম না। এটা একটু অদ্ভুত। কারণ সমস্যাটা ছিল কানে। তবে সৌভাগ্যবশত সব পরিকল্পনা অনুযায়ীই হয়েছে। ওটা নির্মূল করা হয় এবং আমি তাতে কানে কম শোনা শুরু করি। সেটা অবশ্য মন্দ না।' হজকিনসন কানের ৯৫ শতাংশ শোনার ক্ষমতা হারিয়েছেন। মজা করে এই অ্যাথলেট আরও বলেছেন, 'লোকে যখন মাস্ক পরে আমার কষ্টকর উঠে আসার কথা বলে তখন বুঝতে পারি লিপ রিডিংয়ের ওপর আমি কতটা নির্ভরশীল।'

শৈশবে হজকিনসন সাঁতারুও হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বাবা মেয়ের ভবিষ্যৎ দেখেছেন অ্যাথলেটিকসে। হজকিনসন জানিয়েছে, তাঁর বয়স যখন ১২ বছর তখন তাঁর বাবা স্কুলের একটি দৌড়ের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে তাঁকে এক জোড়া জুতো ঘুষ দিয়েছিলেন। সে জন্য বাবাকে এখন ধন্যবাদ দেন হজকিনসন। কেন? বাবা তাঁকে 'কমফোর্ট জোন' থেকে বের করে এনেছেন সে জন্য।

২০২১ টোকিও অলিম্পিকে রুপা জিতেছিলেন হজকিনসন। ২০২২ ও ২০২৩ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ এবং ২০২২ কমনওয়েলথ গেমসেও জিতেছেন রুপা। প্যারিসে তাঁর সোনালি সাফল্য বাবা-মায়ের জন্য এক অন্যরকম প্রশান্তির ছোঁয়াও। হজকিনসন যখন বাইরে থেকে তহবিল পাচ্ছিলেন না তখন তাঁর বাবা ডিন এবং মা র‍্যাজচেল টাকা ঢেলেছেন।

অ্যাথলেটিকসের বাইরেও হজকিনসনের অন্য এক জীবন আছে। সেটি পুরোনো গাড়ির। মেইল অনলাইনকে এ নিয়ে বলেছেন, 'পিন্টারেস্টে আমি দারুণ একটি গাড়ি দেখেছি। ভাই বলে, তুমি কি জানো এগুলোর দাম কত বেশি? বলেছি অলিম্পিকে জিতলে ওই গাড়িটা নিজেকে উপহার দেব।'

গাড়ির মালিক এখন ফোন কল পেতেই পারেন।

প্যারিস অলিম্পিকে কোভিডে আক্রান্ত অন্তত ৪০ অ্যাথলেট

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) আজ জানিয়েছে, প্যারিস অলিম্পিকে ৪০ জনের বেশি অ্যাথলেট কোভিড ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এ কারণে ডব্লিউএইচও মনে করছে, করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব বৈশ্বিকভাবে নতুন করে বাড়তে পারে।

ডব্লিউএইচও বলেছে, কোভিড-১৯ ভাইরাস এখনো ছড়িয়ে পড়ছে এবং তার প্রতিরোধব্যবস্থায় দেশগুলোর আরও কঠোর হওয়া প্রয়োজন। প্যারিস অলিম্পিকে বেশ কয়েকজন তারকা অ্যাথলেট কোভিড ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন।

১০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোক সাঁতারে রুপা জয়ের পরের দিন কোভিড পরীক্ষায় পজিটিভ হন ব্রিটেনের সাঁতারু অ্যাডাম পিটি। তাঁর দল জানিয়েছে, পিটি শারীরিকভাবে ভালো বোধ করছিলেন না। অস্ট্রেলিয়ান সাঁতারু ল্যানি পলিস্টার অসুস্থতার কারণে মেয়েদের ১৫০০ মিটার ফ্রিস্টাইল সাঁতার থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন।

ডব্লিউএইচওর মহামারি ও অতিমারি প্রতিরোধ এবং প্রস্তুতি দপ্তরের পরিচালক মারিয়া ফন কেরখোভ বলেছেন, ৮৪টি দেশ থেকে পাওয়া তথ্যপঞ্জি অনুযায়ী

কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্তের হার 'গত কয়েক সপ্তাহে বেড়েছে'।

এসআরএস-কোভ-২ ভাইরাস কোভিডের জন্য দায়ী। মারিয়া আরও বলেন, এসআরএস-কোভ-২ ভাইরাসের বিস্তৃতি যা জানানো হচ্ছে, সে তুলনায় '২ থেকে ২০ গুণ বেড়েছে'। মারিয়া বলেছেন, 'এটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ভাইরাস বিবর্তিত হচ্ছে এবং পাল্টাচ্ছে। এ কারণে আমরা সবাই ঝুঁকিতে। কারণ, আরও ভয়ংকর ভাইরাস আমাদের চিকিৎসাব্যবস্থায় ঢুকে পড়তে পারে।'

মারিয়া আরও জানিয়েছেন, কোভিড মহামারিতে আগের ভাইরাস যেমন শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা তৈরি করেছে এবং শীতকালীন মাসগুলোতে বেড়েছে, নতুন করে বিবর্তিত হওয়া ভাইরাসটি তেমন নয়। তিনি এ বিষয়ে বলেছেন, 'মৌসুম যেটাই হোক, সাম্প্রতিক মাসগুলোয় অনেক দেশে কোভিড-১৯ ভাইরাসের উত্থান লক্ষ করা গেছে। এর মধ্যে অলিম্পিকও আছে, যেখানে অন্তত ৪০ জন অ্যাথলেট আক্রান্ত হয়েছেন।

অ্যাথলেটদের আক্রান্ত হওয়ায় অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণটা আমি আগেই বলেছি, ভাইরাস ব্যাপকভাবে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ছে।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**